ভূমিকা।

একান্ত শৈশবাবস্থাতেই মদীয় হৃদয়ে ঈশ্বরানু-রাগের আভাস অনুভূত হইয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে বর্দ্ধিত হইবায় ঈশ্বর ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মের প্রকৃত জ্ঞান ও সত্য লাভের জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল ও অধীর হওয়াতে তল্লাভার্থ দেশপর্য্যটন শ্রেয় বোধ হইবায় পরিব্রাজক ভাবে পর্য্যটনে নির্গত হইয়া কিছু-দিন কাশীধামে অবস্থিতি করা হয়, এবং তথাতে ত্রৈলঙ্গ দেশীয় জনৈক দিগম্বর ব্রতধারী পরম হংস, যিনি মৌনাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার সহিত প্রণয় হও-য়াতে এক দিবস জ্ঞানী মনুজেরা মৌনি হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বহু বাদানুবাদের পর এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে ঈশ্বর ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং পদার্থ ও জ্যোতিষ তথা শিল্প বিজ্ঞানাদি বিদ্যা প্রভৃতি শিল্প যন্ত্রাদি আবিষ্কার বিষয়ে যে মানব যে বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত একান্ত মনে সবিশেষ পর্য্যালোচন দ্বারা যে অভিজ্ঞান ও সত্য লাভ করি-বেন, তাহা ব্যক্ত ও বিকাশ না করিলে কোন জ্ঞানই পৃথিবীতে প্রচার ও তৎকর্ত্তৃক দেশের মঙ্গ-

লোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনাই নাই, তাহা না করিয়া ক্রূরতা অথবা অন্য কারণে উপার্জ্জিত জ্ঞান বিদ্যা গোপন পূর্ব্বক লোকান্তর গামী হইলে তিনি জ্ঞান তস্কর এবং অবনীর অমিত্র মধ্যে পরিগণিত, প্রত্যুত ঈশ্বরাভিপ্রায় লঙ্ঘন জনিত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইবেন সন্দেহ নাই।

এইরূপ বিচার বিতর্ক করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরকে সম্বোধন করত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে হে প্রভো! তোমার অনুকম্পাময় প্রসাদে তোমার ও তৎ-প্রণীত ধর্ম্ম বিষয়ে যে অভিজ্ঞান লাভ করিব, তাহা বাচনিক ও লিপিদ্বারা পৃথিবীতে প্রকাশ ও প্রচার করিব, তদনুসারে আন্দোলিত জ্ঞান ধর্ম্মগত সত্য যথাসাধ্য বক্তৃতাদ্বারা বাচনিক প্রকাশ করিতে ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু লিপিদ্বারা প্রকাশার্থ উপযুক্ত সময়ের জন্য কিছু দিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, অনন্তর চত্বারিংশৎবর্ষ ক্রমে ক্রমে অতীত হওয়ান্তে লিপিদ্বারা প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলে হৃদয়ঙ্গম হইল যে লিপিদ্বারা প্রকাশ করণ প্রতিজ্ঞা কেবলই অনবধানময় অবিমর্শতার কার্য্য হইয়াছে, কারণ বাচনিক প্রকাশ করা যেরূপ সহজ লিপিদ্বারা প্রচার করণ সেরূপ অনায়াস সাধ্য সহজ ব্যাপার

নহে বরং একান্ত অনায়ত্ত অসাধ্য-সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেহেতু লিপিদ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে যে ভাষায় প্রচার করিতে হইবেক, সেই ভাষার সমীচীন ব্যুৎপত্তি থাকা অত্যাবশ্যক কিন্তু ব্যাকরণ হীন কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষা বিনা অন্য কোন ভাষাতেই মদীয় শিক্ষা লাভ মাত্র হয় নাই, সুতরাং লিপিদ্বারা প্রকাশ করিতে অধিকার মাত্র না থাকিবায় গুরুতর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ মহাপাপ কর্ত্তৃক মদীয় চিরতপোনুষ্ঠান ও সদাচরণ নিতান্তই পণ্ড ও বৃথা হইল বলিয়া অনবধান ও অবিমর্শতা রূপ অনুতাপে একান্ত অভিভূত বরং আহার নিদ্রা বিবর্জিত হইয়া মৃতপ্রায় শয্যাগত হইয়াছিলাম, তদ্দৃষ্টে স্বয়ং করুণাময় অন্তরাত্মাই এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে হে বৎস ! তোমার বিদ্যা প্রকাশ অথবা ভাষার উন্নতি সাধন সঙ্কল্প নহে, কেবল সাধারণ জনসমাজ ও দেশের হিতার্থে আলোচিত জ্ঞান ধর্ম্মগত সত্য প্রকাশ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা আপন অধিকার মতে প্রচার পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালন করাতে কোন বাধা প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না।

এই মহা উপদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক এবং ঈশ্বর ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান

বাহ্যশোভা ও অলঙ্কার নিরপেক্ষ বিবেচনায় আপন অধিকার অর্থাৎ যদিও কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষা বিনা অন্যভাষা মাত্রে শিক্ষালাভ হইয়াছিল না, কিন্তু পারস্য ভাষা সূত্রে রাজ কার্য্যে প্রবেশ ও দীর্ঘ-কাল লিপ্ত থাকাতে এবং আদালত সমস্তে বঙ্গভাষা প্রচলন হইলে মাতৃ ভাষার প্রসাদে রাজকার্য্যে প্রচলিত বঙ্গভাষায় অধিকার হইয়াছিল, অতএব সেই অধিকার অবলম্বন পূর্ব্বক ১৭৮৭ শকাব্দে আদা-লতী ভাষায় এবং আদালতের লিখন প্রণালীতে একান্ত নিতান্ত শব্দের দ্বারা অতি কষ্ট সাধ্যে অপরি-মিত পরিশ্রমে কোন প্রকারে এই পুস্তকের নির্দ্দেশের লিখিত গুরুতর বিষয় সমস্তের দ্বারা নাস্তিকপ্রবোধ নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্রাকার পুস্তকের পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত পূর্ব্বক ১৭৮৮ শকাব্দে পরমবান্ধব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কর্ণগোচর করিলে তিনি এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় লিখিয়া একখণ্ড বিজ্ঞাপন যাহা যাহার শীর্ষ স্থানে স্থাপন হইল, তাহা প্রকাশ করাতে, দরিদ্রতা নিবন্ধন মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য নিমিত্ত ঐ বিজ্ঞাপন দ্বারা তৎকালে যদিও অর্থসংগ্রহ, পুস্তক প্রকাশ ও তাহাতে অনেকের স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করাইয়া

ছিলাম, কিন্তু ঐ রূপে অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কন করা মাদৃশ অব্যবশায়ী স্বভাব মানবের নিতান্ত কষ্টসাধ্য বিবেচনায় ঐ অধ্যবশায় হইতে কিছুদিন বিরত ছিলাম।

ফলে প্রারব্ধ ভোগের অবশান না হইবায় অন্য-প্রকারে অর্থাগমের সদুপায় কোন মতেই হইল না। অনন্তর গতবর্ষে বিখ্যাত ভূম্যধিকারী উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহা-শয়কে উক্ত পাণ্ডুলিপির কিয়দংশশ্রবণ করাইলে তিনি পঞ্চদশ ও তৎভ্রাতা সুদাতা শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চ মুদ্রা সাহায্য দ্বারা উৎসাহ প্রদান করাতে মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলে ঈর্ষ্যা অহঙ্কার পরিশূন্য নিস্পৃহ স্বভাব এবং দয়ার্দ্র চিত্ত অথচ অবিকৃত অকৃত্রিম চরিত্র জোড়াসাঁকো নিবাসী প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বীজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দশ এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শরল-মতি শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সপ্ত-মুদ্রা প্রদান করিবায় সমুচিত সাহস প্রাপ্তি নিবন্ধন মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াও অনেক বিদ্যোৎসাহী মহো-দয়গণ সমীপে সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যশেষ করি-য়াছি, যদিও বাহুল্যভয়ে অন্য সাহায্যকারী বন্ধুগণের

াম এই পুস্তকে প্রকাশ করিতে পারিলাম না কিন্তু অকিঞ্চন সাহায্যকারী মাত্রের নিকটেই সমভাবে কৃতজ্ঞ হইয়াছি সন্দেহ নাই, কারণ যদ্যপি এই পুস্তকের উত্তমতা বা অধমতার প্রতি মদীয় ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই কিন্তু যেমত অসাধ্য সাধনরূপ মহাভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইয়াছি এবং যাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার আশা স্বপ্নেও করিতে পারি নাই, তাহা সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ হওয়াতে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় মহানন্দ অনুভব করিতেছি. তাহা লিখিয়া শেষ করিতে এক লেখনী কখনো প্রশক্তা নহেন, সুতরাং এরূপ মহৎকার্য্যে সাহায্যকারী বন্ধুগণ একান্ত কৃতজ্ঞতা ভাজন ও অসংখ্য ধন্যবাদার্হ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি আছে, বরং মদীয় জীবনবল্লভ পরমাত্মা সমীপে সাহায্যকারী বন্ধুগণ সম্বন্ধে মঙ্গল প্রার্থনা করিতেই বাধিত হইয়াছি।

সে যাহা হউক যদিও ভাষা জ্ঞান হীন মানব রচিত পুস্তক, লোকসমাজে সমাদৃত হইবেক এমত আশা মাত্র নাই, সুতরাং এমত পুস্তকের ভূমিকাই বা কি, আর আড়ম্বরই বা কি, তথাপি রীতি পালনার্থ অত্যাবশ্যকবিষয় বর্ণনাতে বাধিত হইলাম। অর্থাৎ মদীয় ভাষাজ্ঞান না থাকা এবং ঈশ্বর ও

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক আন্দোলন হওয়া তথা পুস্তকগত প্রকৃত উদ্দেশ্য অথচ অন্যগ্রন্থ ও পুস্তকাদি কিম্বা অন্য মানব কর্ত্তৃক সাহায্য গ্রহণ বিনা কেবল একমন অবলম্বনে যে এই পুস্তক অবতারণা হইয়াছে, তৎসমস্ত স্বয়ং পুস্তকই ব্যক্ত করিবেন, দ্বিরুক্তি বাহুল্য জন্য পুনরুক্তি করিলাম না। এইক্ষণে অসাধারণ সুতীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন অথচ নিরভিমানী নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় পরম-বিজ্ঞ প্রবীন পাঠক মহোদয়েরা এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ভুল ও অপর দোষ অপহার পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত এক-বার মাত্রে পাঠকরত ভাষা ও রচনার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল পুস্তকগত মূল বৃত্তান্ত ঘটিত ভাব ও নিরপেক্ষতা এবং যুক্তি ও সত্য ইত্যাদি বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন এবং অকিঞ্চন স্বকৃত গুরুতর প্রতিজ্ঞা বিষয়ে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছে, তদ্বি-ষয়ক পরীক্ষা করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। তাহা হইলে মদীয় বহুকষ্টের বিনিময়ে অপরিমিত তুষ্ট তথা একান্ত পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে নিতান্ত বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে পারি, প্রত্যুত প্রাজ্ঞ পাঠক মহামতিগণ সমীপে ইহাও জানাইতেছি যে অনুপ-যুক্ত অসম্ভবস্থলে আশার অতীত কোন সন্দেশ প্রাপ্ত হইলে তাহা যেমন আশ্চর্য্যজনক অভাবনীয় সুখপ্রদ,

সম্ভাবিত উপযুক্ত স্থলে তল্লাভ তত সুখকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বদরীবৃক্ষে সুপক্ক আম্রফল লাভ হইলে তাহা যেরূপ অলৌকিক চমৎকারজনক আনন্দকর ব্যাপার হয়, চূত বিটপীতে চূতফল লাভ কদাপি সেরূপ সুখকর বিষয় নহে, অতএব মাদৃশ নিরক্ষর মানব রচিত পুস্তক যদিও উত্তম হওয়ার সম্ভাবনা কোন মতেই নাই কিন্তু যদি কোন অংশও প্রবীণ প্রাজ্ঞপাঠক মণ্ডলীর অনুমোদিত হয়, তবে প্রস্তাবিত রূপে পরমানন্দ লাভের প্রচুর সম্ভাবনা, অতএব পাঠক মহোদয়েরা স্বকীয় মহৎগুণে ঘৃণা তাচ্ছল্য পরিহার পূর্ব্বক অতি পরিশ্রম সাধ্য অথচ সঙ্কলিত দোষ বিরহিত নিতান্ত মূল প্রণীত পুস্তক খানির আপাদ মস্তক বারেক পাঠ করিতে কৃপণতা না করেন, ইহাই মদ্বিধ আকিঞ্চন।

পরিশেষে ইহাও ব্যক্ত করিতেছি যে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ গত অল্পভাগ মাত্র এই মুদ্রিত পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, অপরাংশ সমস্তই অভিনব রূপে লিখিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপির আকার হইতে বর্ত্তমান পুস্তক ত্রিগুণাধিক বর্দ্ধিত হইয়া সমধিক স্থূলাকার হওয়াতে তদনুরূপ মূল্যও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীহরচন্দ্র বসু।

নির্ঘণ্ট

উপক্রমণিকা এবং আস্তিক নাস্তিকগত স্বরূপ লক্ষণ ... ১
নাস্তিক কুতর্কের প্রতিবাদ ১৩
জগদীশ্বরের মহিমা প্রদর্শন পূর্ব্বক জ্ঞান স্বরূপ প্রতিপন্ন
ও অস্তিত্ব প্রতিপাদন বিষয় ২৫
পরাৎপর পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় ৪৫
প্রেমময় পরমেশ্বর আপন প্রীতি অনুরোধে জগৎ সৃষ্টি
করা এবং তাবৎ জগৎকাব্য দ্বারাই প্রীতিপূর্ণ পরম
বন্ধুর সমূহ প্রীতিভাব প্রকাশ ও প্রমাণ হওয়ার বিষয় ...৫১
ঈশ্বর ও তদ্গত ধর্ম্মে সাধারণ জনসমাজের প্রবৃত্তি আকর্ষণার্থ
বিপদময় সংসারের অনন্ত বিপদ বিঘ্ন এবং প্রপঞ্চ
সংসারের অনিত্যতা তথা মায়াময় সম্পর্কের অলীকতা
প্রদর্শন বিষয় ৬০
সন্যাসধর্ম্ম খণ্ডন ৮৪
ইহ পরকালের মঙ্গলার্থ সাধারণ জনসমাজ ঈশ্বর ও ধর্ম্মে
আস্থা স্থাপন করণ সঙ্কল্পে বিশেষ উপদেশ ... ৯০
ঈশ্বর প্রীতিযুক্ত বৈজ্ঞানিক ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম লক্ষণ
সূত্রে হিন্দু আবিষ্কৃত ব্রহ্মজ্ঞান ও তদধিকারী নির্ণয়
মূলক বিবিধ বিষয় প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চরিত্র
দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিকেরা যে রূপে আরাধনা ও যাহা

মানঃ বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং তৎসূত্রে কোন পুস্তক বিশেষ ঈশ্বর প্রণীত না থাকা ও কৃষ্ণ ও ক্রাইষ্ট প্রভৃতি অবতারের অবতরণ সম্বন্ধীয় হেতুবাদের প্রতিবাদ ইত্যাদি ৯৮

প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক সাধকের সাধন প্রণালী ইত্যাদি ... ১৯৯

বৈজ্ঞানিক সাধকের মুক্তির দের বিষয় ১২৭

হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মীয় দোষ গুণের সমালোচন বিষয় ১৮৪

প্রস্তাবিত ধর্ম্মতন্ত্রঘটিত পরকালগত সিদ্ধান্তের সমালোচন ২৬৮

নাস্তিক সম্বন্ধে বিহিত প্রবোধ এবং শেষ উপদেশ . . ২৭৩

আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের দোষে এ দেশের শোচনীয় দুরবস্থা ও ঘোর বিপদ উপস্থিত তদ্বিস্তারিত এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলীকতা ... ২৭৭

ঈশ্বর সম্বোধন পূর্ব্বক শেষ প্রার্থনা এবং ধন হইতে জ্ঞানচরিত্রের প্রধানত্ব ইত্যাদি বিষয় । ৩৪৯

নাস্তিক প্রবোধ

প্রথম অধ্যায়

উপস্থিত বিপৎকালে ঈশ্বর স্মরণ না করে এমত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাস্তিক অত্যন্ত বিরল, বরং আছে না আছে সন্দেহ স্থল; যেহেতু আস্তিক নাস্তিক উভয় দলের অনুযায়ী লোকেরাই উপেক্ষণীয়, অতএব প্রোক্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অথচ মানবোচিত স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, এমত নাস্তিক বর্ত্তমান থাকেন কি না থাকেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তকগত প্রসঙ্গের সূত্রপাত করা যাইতেছে।

জগৎপাতা ঈশ্বর ভূমণ্ডলস্থ প্রাণি সমূহকে যে দৃষ্টিতে দেখেন এবং প্রতিপালন করেন, অদ্বিতীয় ঈশ্বর-পরায়ণ প্রীতিপূর্ণ আস্তিকেরও সাধারণের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টি ও আচরণ করা একান্ত

যুক্তিসিদ্ধ, কারণ ঈশ্বরের অপ্রীতিকর আচরণ করিলে কখনো ঈশ্বর-প্রীতি রক্ষা হইতে পারে না, বরং অকপট আস্তিকের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মাকর্ষণেই সেই-রূপ আচরণ আপনা হইতেই হইয়া থাকে অর্থাৎ পরমদয়ালু পরমেশ্বর যেমন আস্তিক, নাস্তিক, সৎ, অসৎ, উত্তমাধম, দোষী নির্দ্দোষ সকল প্রকার লোককেই সমদৃষ্টিতে সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বরপ্রেমী যথার্থ আস্তিকেরও স্বদেশীয় বিদেশীয় স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী কোন শ্রেণীগত মনুজের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ অথবা তাচ্ছল্য করা কদাপি বিধেয় নহে।

যদি নাস্তিক কিম্বা দুরাচারী লোকেরা মানবলোক পৃথিবীর যোগ্য বা সেইরূপ মানবের সৃষ্টিকরণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হইত, তবে তাহারদিগের সৃষ্টি না হওয়া অথবা ঈশ্বরকোপে একদিন সেই তাহারদিগের বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র কি ছিল, যখন তাহা হয় নাই তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে আস্তিক, নাস্তিক, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সৎ অসৎ সকল প্রণালীর লোকই পৃথিবীর

যোগ্য এবং এইরূপ বিভিন্ন প্রণালীর লোকের সদ্ভাব থাকাতেই পৃথিবীর কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। যে হেতু নাস্তিক দ্বারা আস্তিক অধার্ম্মিক হইতে ধার্ম্মিক অসৎ কর্ত্তৃক সতের প্রকাশ পায়, যেমন অন্ধকার দ্বারা আলোক জনিত সুখের অনুভব হয়।

যখন এক জগৎপিতা জগদীশ্বর হইতেই সমুদায় জগতের সৃষ্টি ও রচনা হইয়াছে তখন এক পিতা হইতে উৎপন্ন সমুদয় মানব কুলজাত স্ত্রী পুরুষ সকলেই পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধে সম্পর্কীয় বটে এইরূপ বোধ ও বিশ্বাস যে আস্তিকের থাকে তিনি ইতর বিশেষ ভেদ বিনা সর্ব্ব সাধারণ মানব-কেই ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্কে স্নেহ ও দয়া করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই এবং তিনি নাস্তিককেও ঘৃণা বিদ্বেষ না করিয়া ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে তুল্য রূপে স্নেহ যে করিবেন তাহাতে সংশয়াভাব, বরং বিপদ-ময় সংসারে উৎপতিত বিপৎসময়ে নাস্তিক ভ্রাতার আশ্রয় ও অবলম্বন স্থান বিরহে তাহাকে মহা-সঙ্কটাপন্ন দেখিলে তাঁহার নিরতিশয় ভাবিত ও

তাপিত হওয়াই নিতান্ত সম্ভব, কারণ ঈশ্বরপরায়ণ সদাস্তিক সমষ্টি মানবসম্বন্ধে সমভাবে মঙ্গলার্থী হয়েন।

নাস্তিক হয় কেন? এই প্রশ্ন হইতে প্রস্তাব করা যাইতেছে, যখন কিঞ্চিৎ বোধাধিকারী বালকের মনেও জগৎ কার্য্য দৃষ্টেই ঈশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি হওয়া স্বভাবত অনুভূত হয়; এবং বিনা উপদেশে ও বিনা শাসনে কি সমভূম কি পর্ব্বতবাসী সভ্য অসভ্য সমস্ত দেশীয় সকল জাতি প্রত লোকেরাই ঈশ্বরোদ্দেশে কোন না কোন এক ধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতীত লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না তখন মানব প্রকৃতিতে ঈশ্বরালোচনার উদয় স্বভাবতই যে হয় তৎপ্রতি অনুমাত্রে সন্দেহ নাই, প্রত্যুত ইহপরকালের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও সুখের লালসায় অথবা বিপদুদ্ধার কামনায় কিম্বা সাংসারিক মঙ্গলাশয়েই হউক আস্তিক হইয়া ঈশ্বরোপাসনাতে রত ও ঈশ্বরে ভক্তি প্রীতি করা একান্ত সম্ভবনীয় বটে এজন্যই বাস্তবিক আস্তিক মানবগণ আমরণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরাভিপ্রেত সত্য ধর্ম্মের

বলম্বী হইয়া সমুচিত নিষ্ঠা পূর্ণ ব্যবহার ও আচরণ করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক আস্তিকের উক্তরূপ সদাচরণ অনর্থক ও বিফলও হয় না যেহেতু তাঁহার সদাচরণের ফল প্রতিষ্ঠা ইহকালেই ভোগ হয় অর্থাৎ ইহকালেই লোক সমাজে প্রকৃত ধার্ম্মিক নামে বিখ্যাত হইবার বহুমানিত ও বিশ্বাসী থাকিয়া সদা সমাদরে কাল হরণ এবং নিষ্পাপ মূলক বিমল আত্মপ্রসাদ ও প্রেমময় ঈশ্বর প্রীতিসূচক বিশুদ্ধ রসাত্মক ভাব ও কৃতজ্ঞতা রসে নিমগ্ন হইয়া যার-পর নাই অতুল্য আনন্দ ও অনুপম সুখ অহরহ অনুভব করেন, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে সহজেই ঈশ্বরারাধনা মানব জন্মের সার্থক সাধন আপনা হইতে যে যুক্তি সিদ্ধ বোধ হইবে, তৎপক্ষে কোন রূপেই সংশয় হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর নাই এই মাত্র পর্য্যালোচনাতে আলোচনাকারীর বর্ত্তমান কি ভবিষ্যতে কোন প্রকার আনন্দ কিম্বা সুখ অথবা হিতের সম্ভাবনা আছে এমত কিছুই উপলব্ধ বা লক্ষিত হয় না, তবে নাস্তিক হয় কেন?

মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ও হইতে পারে না।

যখন কোন মানব স্বার্থ-বিরুদ্ধে কোন কার্য্য কি বিষয়ে লিপ্ত হয় না তখন অশন বসন ভূষণাদি গত কোন সুখের সম্ভাবনা বিরহেও নাস্তিকদের নাস্তিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কি? যদিও তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নহে, তথাপি এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে যে কারণে দুর্ব্বোধ সামান্য প্রজাগণ রাজ বিদ্রোহী হয়, সেই কারণেই কোন কোন বুদ্ধিভ্রষ্ট মানব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ জগৎ কারণ জগদীশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় সূচক বিতণ্ডা করত অনর্থক পাপপঙ্কে বিলিপ্ত হইয়া মানব জন্মের যথার্থ পুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হয়।

অনুমান করি নাস্তিক মতাবলম্বীরা এরূপ বিতণ্ডা করিলেও করিতে পারেন যে মানবগণ ভ্রম-বশত অবান্তরিক পদার্থের কামনায় ব্রতোপবাসাদি কষ্ট-কর উপাসনা করিয়া বৃথা কাল হরণ এবং পশু ক্লেশ স্বীকার করে, সেই ভ্রমাত্মক জন সমূহের ভ্রম

মুক্তি ও সত্য প্রকাশ করণাশয়ে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু এমত বিতণ্ডাও যুক্তি সঙ্গত নহে কেন না যথার্থ সত্য প্রকাশ করিতে কাহারো মনে ভয় ও লজ্জার উদ্রেক না হইয়া বরং আত্ম প্রসাদ গত নির্ভয়তাই প্রকাশ পায় যখন নাস্তিকেরা ভয় ও আশঙ্কাতে আপনা-দিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গোপনে অথবা কৌশলে মত প্রকাশ করেন, তখন তাঁহারদিগের বাক্যে সত্যের লেশমাত্র থাকাও স্বীকার করা যাইতে পারে না. সুতরাং তাঁহাদিগের বাক্য ও মত যে অমূলক তাহা তাঁহারদিগের কপট ব্যবহারে ,আপনা হইতেই প্রকাশ পায়, যদি তাঁহারদিগের বাক্যে কণাক্ষরেও সত্য থাকিত তবে তাঁহারদিগের ভয় ও আশঙ্কার কারণ কি ছিল ?

হে নাস্তিক মতাবলম্বি ভ্রাতৃগণ। তোমার দিগের নাস্তিক বাদ প্রকাশে ভূমণ্ডস্থ মানব কুলের অহিত বিনা মঙ্গলের সম্ভাবনা কিছুই নাই, কারণ নিযন্তা পরমেশ্বরকে শাস্তা ও দণ্ডকর্ত্তা জানিয়া এবং প্রাকৃত রাজভয় সত্ত্বেও যখন মনু-

জেরা সার্থপরতা ও অভিমানমূলক হিংসা দ্বেষা দির বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণে মুহূর্ত্তেকের জন্যেও বিরত হইতেছেন না তখন ঈশ্বরের নাস্তিত্বে বিশ্বাস হইলে কি লোকসমাজ বিস্ময়কর পাপাচরণে নিরস্ত হইবেক বরং নির্ভয় বশত অপেক্ষাকৃত অধিক পাপাসক্ত হইয়া অবনীকে মানব শূন্য মরুভূমি তুল্য করিবেক সন্দেহ নাই অতএব যে সত্য মানব কুলের সমূলে বিনাশক সেই সত্য, সত্য হইলেও প্রকাশ যোগ্য হইবে না। হে ভ্রাতৃ-গণ! সাধারণের হিতসাধন করা যে মানবোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বোধ করি তাহা তোমরাও অস্বীকার করিবে না, তবে সাধারণের অশিবজনক নাস্তিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কি ?

যখন নাস্তিক মতাবলম্বিদিগের চিত্তে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব গত বিচারের উদয় হওয়ার বিশেষ হেতু নির্দ্দেশ হইল না, তখন তদ্বিষয়ের উদ্দেশ্য নির্ণয়ার্থে চিন্তাভিভূত হইলে যেন কোন অপরিচিত মহাজ্ঞানি উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন অহে জ্ঞানেচ্ছু ! তুমি কি চিন্তা করিতেছ ? নাস্তিক হয় কেন

জানিতে ইচ্ছা করিতেছ ? তবে সাবধান হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

ঈশ্বর উদ্দেশে কোন ধর্ম্মযাজন করুক বা না করুক অত্যন্ত বিষয়াসক্ত মনুজ মাত্রই বিষয় বাসনারূপ মাদকে বিচেতন এবং নাস্তিক। শ্রদ্ধাভক্তিহীন মানব কেবল নামমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই আস্তিক হয় না, যাঁহার ঈশ্বরেতে অটল প্রীতি ও অচল ভক্তি থাকে, এবং যিনি ঈশ্বর প্রাপ্তি কামনায় সাতিশয় যত্নসহকারে অনন্য চিত্তে ঈশ্বরোপাসনা ও ঈশ্বরাভিপ্রেত ধর্ম্ম যাজন করেন এবং যিনি মানবজন্মের সার্থক ও পুরুষার্থ কেবল ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরলাভকে জানেন তিনিই যথার্থ আস্তিক কিন্তু ঐরূপ আস্তিক অতি দুর্লভ, সুতরাং মনুজকুলের অধিকাংশই প্রকারভেদে নাস্তিক মধ্যে পরিগণিত বটে তন্মধ্যে ঈশ্বরের নাস্তিত্ববাদি নাস্তিকও সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যখন এই ভূমণ্ডলে অনীশ্বরবাদী নাস্তিকের আবির্ভাব হয় তখন সেই মানবগত বিষয়াসক্ত পিশাচ মন শয়নে সপ্নেও বিষয় ধ্যান করে,

সুতরাং ঈশ্বরোপাসনাদি মহদনুষ্ঠানকে বিষয় সাধনের অন্তরায় বিবেচনায় ঈশ্বরের নাস্তিত্ব বাদে প্রবৃত্ত হইয়া নানা বিতণ্ডামূলক কুতর্ক উপস্থিত করত বিষয় মদে বিমোহিত হয়; অথচ সেই মানবের তেজস্বিনী বুদ্ধি তাহাকে ঈশ্বর বিদ্রোহি ও অস্থায়ি প্রপঞ্চ বিষয়াসক্ত দৃষ্টে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করে না তাহাতে ঐ মানব কখন কখন কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ ও চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে আপনাকে লোকসাধারণের বিরুদ্ধ ধর্ম্মি মহাপাতকি বোধ করত নিরতিশয় ব্যাকুল হয় তখন তাহার বিষয়াসক্ত পিশাচ মন ঈশ্বরের নাস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত-ভাব-বিরোধি অসংলগ্ন যুক্তি উদ্ভাবনদ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করে, যেমন সদাস্তিক মানব অপক্কাবস্থায় সর্ব্বক্ষণ আকারের সহিত ব্যবহার করাতে, কোন কোন সময় নিরাকার ঈশ্বরে চিত্তের স্থিরতা রক্ষা করিতে অসক্ত হইলে আস্তিকবন্ধু ঈশ্বরপ্রীতি নিরবয়ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব গত সংযুক্তির প্রয়োগ দ্বারা সেই আস্তিকের আস্তিকতা রক্ষা করে সেইরূপ নাস্তি-

কতা রোগও নাস্তিককে সান্ত্বনা করে ইহাই নাস্তি বাদ উৎপত্তির হেতু।

এই সূত্রে আরো কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে বিষয়াসক্ত অথচ সুবোধ প্রাজ্ঞ অনেক বিষয়ীর সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করা হইয়াছে, তাহাতে যথার্থ সত্য যুক্তির খণ্ডন করিতে অসক্ত হইয়া কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন যে আপনি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন যদিও তাহা অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বটে, কিন্তু আমরা বিষয় ব্যাপারে এমত বিব্রত যে আমারদিগের অবকাশমাত্র নাই অতএব ধর্ম্মের সত্যাসত্যের মীমাংসা পূর্ব্বক ধর্ম্মাবলম্বন করিতে আমার দিগের একেবারেই সময় নাই সুতরাং পুরুষানুক্রমের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর বোধ করি। কেহ কেহ বা মুক্তকণ্ঠে ইহাও বলিয়াছেন যে আপনার সহিত আর তর্ক করিব না আপনার সঙ্গে তর্ক করিলে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসের লাঘব হয়, এবং বিষয়াসঙ্গে এতদ্ অনবকাশ যে সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করার সম্ভাবনা নাই,

হে পাঠকবর্গ! বিবেচনা করুন এই সমস্ত মানবেরা ধর্ম্ম হইতে বিষয়কে গুরুতর বোধ এবং নামমাত্র ধর্ম্ম যাজন করেন কি না? যখন ঈশ্বরপ্রেমী আস্তিক, কেবল ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর-কার্য্য-জ্ঞান লাভ করিয়া এবং ঈশ্বরাভিমত ধর্ম্ম-যাজন ও ঈশ্বরে প্রীতি ভক্তি অর্পণ পূর্ব্বক ঈশ্বর-প্রাপ্তি-কামনায় আজীবন সত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করত জীবন শেষ করাকে দুর্ল্লভ মানব জন্মের চরিতার্থতার যথার্থ হেতু নির্দ্দেশ করেন, তখন বিষয়া-সুরোধে যাহারা ধর্ম্মের সত্যাসত্যের মীমাংসা করা নিতান্ত প্রয়োজনাভাব বোধ করে, তাহা-রদিগকে আস্তিকমধ্যে কিপ্রকারে গণনা করা যাইতে পারে। এতাবতা বিষয়াসক্তি হইতেই যে নাস্তিকতার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

প্রাচীন ও আধুনিক নাস্তিক মতাবলম্বীরা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বিষয়ে যে সমস্ত বিচার ও তর্ক করিয়াছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম এই যে, ভৌতিক জড়ময় শরীরের গুণই চৈতন্য-বিশিষ্ট

বুদ্ধি, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র সচেতন জীব আর নাই, সুতরাং জীব না থাকিলে কাযে কাযেই পরকাল ও ঈশ্বরোপাসনা মূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান অলীক ও অমূলক ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর আছেন কি না, তাহার কোন নিদর্শন পুরাতন পুস্তকে নাই এবং অধুনাতন বাচনিক তর্কেও প্রাপ্ত হওয়া যাই-তেছে না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই মাত্র বলেন যে যেমন চূর্ণ হরিদ্রার সংযোগে রক্তবর্ণ হয় সেইরূপ পার্থিবাদি পঞ্চভূতের সংযোগেই চৈতন্যময় বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, কেহ কেহ কহেন যে যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না তাহা প্রামাণ্য নহে, এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, যুক্তির লক্ষণ কি? অর্থাৎ স্বজাতীয় পদার্থের সহিত সমতুল্য উপমাকে যুক্তি বলা যায়, অন্যথা পরস্পর বিজাতীয় বিরুদ্ধ পদার্থের সঙ্গে প্রদর্শিত যুক্তি ভাববিরোধী অসংলগ্ন প্রযুক্ত, তাহা যুক্তিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, বরং তদ্রূপ যুক্তিকে প্রকৃত যুক্তি উদ্ভাবকেরা যুক্তি বলিয়াই স্বীকার করেন না, বাস্তবিকও তাহা যুক্তি নহে।

যখন পরস্পর বিরুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত

দৃষ্টান্ত বিচারে নিতান্তই অযুক্ত স্থির হইল, তখন প্রাচীন নাস্তিকদিগের প্রদর্শিত জড়ময় শ্বেত ও হরিৎ বর্ণ চূণ হরিদ্রার সংযোগে জড়ত্ব রক্তবর্ণ হওয়া যুক্তিকে চৈতন্যের উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে না, কেন না বিজাতীয় প্রভিন্ন জড়পদার্থের সংযোগে জড়ত্ব রক্তবর্ণ ভিন্ন চৈতন্যের উদ্ভব হয় না। এমতাবস্থায় জড়পদার্থের সংযোগে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কি? অতএব ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে প্রাচীন পণ্ডিতেরা অচেতন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থের সহিত অতীন্দ্রিয় চেতনময় বস্তুর তুলনা করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ফলত জড়চৈতন্যের বিচারে জড়ের দৃষ্টান্ত জড়, চৈতন্যের উপমা চৈতন্য বিনা বুধগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

প্রাচীনেরা যে অপ্রত্যক্ষ অপ্রমাণ বলেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যে হেতু তাঁহারা স্বয়ংই বহুবিধ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। যথা যে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়

সেই চক্ষু ও যে চেতনময় বুদ্ধি দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অপ্রমাণ বলেন সেই বুদ্ধি, নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও কার্য্যের পরীক্ষাতে যখন তাহারদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন জগৎ কার্য্যের পর্য্যালোচনাতে যে ব্যষ্টিসমষ্টি সকল কার্য্যের মস্তকেই পরামর্শ থাকা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তদ্দৃষ্টে জগৎকারণ চৈতন্যময় জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করিবেন না কেন?

আধুনিকেরাও কেহ কেহ জড় পদার্থ মস্তিষ্ককে বুদ্ধি স্বীকার করেন, কি যুক্তিতে স্বীকার করেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু যখন কোন জড়পদার্থ হইতে বুদ্ধি নির্গত করিয়া পরীক্ষা করার উপায় নাই এবং মৃত্তিকাদি ভূত-চতুষ্টয় মধ্যে কাহারো চেতন বা জ্ঞান থাকা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন সদ্যুক্তির আবিষ্কার হয় নাই পরেও হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন একেবারে বিরুদ্ধজাতি সাকার জড়পদার্থের গুণ নিরাকার চৈতন্যময় বুদ্ধি হওয়া বোধ করি সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবও স্বীকার করিতে পারেন না; অতএব এই উক্তিও চূর্ণ হরিদ্রার তুল্য।

কোন কোন আধুনিক নাস্তিক মতাবলম্বীরা মাদক সেবনে মনের সহিত কলেবরের অচেতনতা দৃষ্টে স্বতন্ত্র চেতনময় জীব না থাকার হেতু নির্দ্দেশ করেন, ইহাও ভ্রান্তিমূলক, কারণ শরীর এবং মন উভয়ই অভিন্ন, যে হেতু নিদ্রাবস্থাতেও উভয়ই অচেতনত্ব প্রাপ্ত হয়, এজন্য স্বতন্ত্র চেতনস্বরূপ জ্ঞানময় জীবের অসদ্ভাব হইতে পারে না। যে হেতু এতদ্বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার অগ্রে মন ভিন্ন চেতনময় জীবের নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক; এই নিমিত্ত সজীব শরীরের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইতেছে।

যে কালে শরীর ও মন এবং ইন্দ্রিয়াদি পরস্পর পরস্পরকে অবগত থাকে, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলে, আর যখন সেন্দ্রিয় শরীর অচেতন থাকে, কেবল মন জাগ্রদবস্থাগত বিষয় স্মরণ করে, তাহাকে স্বপ্ন কহা যায়, এবং যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীর ও মন উভয়ই বিচেতন হন, তাহাই সুষুপ্ত্যবস্থা, অতএব ঐ সুষুপ্ত্যা-

বস্থায় যিনি জাগ্রত থাকিয়া অন্যের আহ্বানে মনকে জাগ্রত করেন, তিনিই স্বরূপতঃ চেতনময় জীব; অতএব মনের সহিত দেহের অচেতনতাতে তাঁহার অচেতনত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? পরন্তু মন যদিও বাস্তবিক শরীরের গুণ ভিন্ন চেতনবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কিন্তু সেই চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ জীবের প্রভাবে কেবল মন কেন অচেতন শারীরিক কার্য্যও চেতনের ন্যায় প্রকাশ পায়। বাস্তবিক মন আর শরীর অভিন্ন, এজন্য প্রাচীন গ্রন্থকারেরা মনকেও একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে স্থির করিয়াছেন।

যদ্যপি অবনিজাত অজ্ঞ লোকমাত্রেই মনকে আমি বলিয়া বিশ্বাস করে, অথচ সময়ে সময়ে আমার মন সুখি আমার মন দুঃখি ইহাও বলে এবং আমিও অজ্ঞানবশতঃ পূর্ব্বে মনকেই আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু এইক্ষণ নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে জানিতেছি, মন আমি নহি, তর্ক তুলনা বিচার মীমাংসাকারক দয়া ক্ষমা ন্যায়পরতা তুলনা কৃতজ্ঞতাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্ত্যাধার চেতনময় জীব পদবাচ্য নিরাকার বুদ্ধিই

আমি, আমার সহিত কলেবর যন্ত্রের সংযোগ হইলে দৈহিক গুণস্বরূপ আবরণ-রূপী মনের আবির্ভাব হয়। এবং আমার প্রভাবেই মন চেতনের ন্যায় সুখ দুঃখের অনুভব ও স্মরণ মনন চিন্তাদি করিতে সক্ষম। যেমন কাচফলকে পারদ সংযোগ হইলে অবাস্তবিক মনুজ মুখ-প্রতিবিম্ব দর্পণমধ্যে সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়; যেমন মানব মুখের বিচ্ছেদে দর্পণস্থ মুখ-প্রতিবিম্ব তিরোভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমারো শরীর সংযোগ বিরহে মনের চিহ্নমাত্র থাকে না, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য শক্তি ও শিল্প-চাতুরী! যে মন ফলিতার্থে অবাস্তবিক পদার্থ হইয়াও বাস্তবিক বস্তুর ন্যায় দেহসম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহক, এবং কামাদি ও তাবৎ ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক, পরন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়াশয়ে সদা উন্মত্তের ন্যায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বোধ করত স্বার্থপরতাদি মূলক অসদাচরণে সদা রত থাকে।

আমি নিত্য সত্য পদার্থ হইলেও মন অভাবে স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে ক্ষমবান নহি, সুতরাং

যে আধারে ধর্ম্মবৃত্ত্যাদির সহিত আমি ক্ষীণবল ও মন ও তাহার অঙ্গস্বরূপ কামাদি ও ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষাকৃত বীর্য্যবান সেই আধারে মনের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকেও নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং যে মানবাধারে আমি সমধিক তেজীয়ান ও বল-বান আর তুলনা, ন্যায়-পরতা দয়া ক্ষমাদি ধর্ম্ম বৃত্তি সমস্ত আমার একান্ত সহায়, সেই আধারে মন ক্রমে শান্ত ও বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম জনিত রস অনুভব করিতে পারিলে ক্রমে সৎপথাবলম্বী হয়। তথাপি ইন্দ্রিয়গণের অতি নিকট সম্পর্কীয় প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় বিনা জ্ঞান-সাধ্য জ্ঞান বিজ্ঞান আলো-চনাতে অরুচি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে না; এ জন্যই অধর্ম্ম ও অধার্ম্মিক লোকের সংখ্যার অন্ত নাই, কিন্তু জ্ঞানগর্ভ কার্য্যে মনের যত অধিক ব্যুৎ-পত্তি হয়, ততই মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এ নিমি-ত্তই জ্ঞানি লোকেরা জ্ঞানবিরোধি জনসমাজের দারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে প্রসক্ত হন; পরন্তু মনের আরো একটী আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে যেমন পীতবর্ণের উপনেত্র অর্থাৎ চসমা ধারণ করিলে

সকলই পাতবর্ণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনেরও যখন যে বিষয়ে ধারণা হয়, তখন সেই বিষয় বিনা অন্য কিছুই দেখে না, যথা মনেতে ঈশ্বরপ্রীতি ধারণা হইলে সকল প্রসঙ্গেই সেই প্রীতি উপলব্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ সামান্য লোকেরা নায়কনায়িকা ঘটিত প্রীতিপ্রসঙ্গে গান করিলেও ঈশ্বরপ্রেমির মনে ঈশ্বরপ্রীতিই অনুভব এবং সুখাস্পদ কার্য্যমাত্রেই সুখ প্রদাতা ঈশ্বরকে স্মরণ হয়, কিন্তু রস বোধ বিনা ইহা হয় না, এবং রসবোধ একবার হইলে আর বিস্মৃত হওয়ার উপায় নাই। যেমন সন্তরণ শিক্ষা হইলে আর ভোলে না, অতএব মনের এতদ্রূপ স্বভাব প্রীতি ও জ্ঞানের পক্ষে নিতান্ত হিতজনক। যখন আমার বিয়োগে দেহ মহানিদ্রাভিভূত হইলে পুনরায় আর চেতন ও মনের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই, তখন আমার অবস্থানকালে মনের সহিত শরীর নিদ্রা অথবা মদ্যাদি সেবনে অচৈতন্য হইলেও আমি যে চেতন ও জাগ্রত থাকি, তৎপক্ষে সংশয় ও সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা কি? যখন জড়ময় কলেবর ও জড় চৈতন্য হীন মন ভিন্ন চেতনময় বুদ্ধি-

বিশিষ্ট যে আমি একান্ত স্বতন্ত্র যুক্তি সিদ্ধ হইল তখন নাস্তিকগণের মদ্য সেবনে মনের সহিত দেহের অচেতন হওয়া সাজ্যাতিক উক্তি এবং তাহাদিগের বহু আয়াস সাধ্য অমূলক ভাব বিরুদ্ধ আরোপিত যুক্তি সমস্ত যে নিতান্ত অলীক ও অনর্থক তাহা পাঠকবর্গ সহজ মনোযোগেই বুঝিতে পারেন, পরন্তু শরীর বিনা মনের আবির্ভাব হয় না বিধায় অশরীর সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বরকে হিন্দু মুসলমান ও খ্রিস্ট ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপুস্তকে অনন্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই সূত্রে নাস্তিক মতাবলম্বীদিগকে গর্ব্ব করা যাইতেছে, যে তাঁহারা মানবকুলের অমঙ্গলসূচক কূটভাব যুক্ত সাজ্যাতিক উক্তি করিবেন না, কারণ মদ্য সেবন ঘটিত যে বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা দুর্ব্বল কেন প্রবল আস্তিকেরও ভ্রমজনক হইতে পারে যে হেতু যে চিকণ যুক্তি দ্বারা বুদ্ধিস্বরূপ জীবের স্বতন্ত্রতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহা হঠাৎ প্রত্যুত আস্তিকের হৃদয়ে উদয় হওয়াও সুকঠিন। এ অবস্থায় প্রস্তাবিত

সাঙ্ঘাতিক উক্তি যদ্দ্বারা সাধারণ জন সমাজের-জীব ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা এবং তাহা হইলে লোকসমূহের বহু অশুভ ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে, এবং ইহা রাজ-ভয় শূন্যও হইতে পারেনা, আর যদি নাস্তিকগণের বিতণ্ডা ও জল্পমূলক আরোপিত যুক্তি ও উক্তি স্বীকার করাও যায়, তাহাতে জীব ও পরকালের অনৃততা ভিন্ন জগতের নিয়ামক জ্ঞানস্বরূপ জগদীশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় ও সন্দেহের সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে, কেন না নাস্তিকেরা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন যুক্তি প্রয়োগ করেন নাই, তদ্ভিন্ন প্রকৃতিবাদিরা যে স্বেদজ কৃমি কীটাদির স্বভাবত উৎপত্তি দৃষ্টে জড় পরমাণুতে চৈতন্যের সত্তা অনুমান করেন, তাহাও ভ্রমমূলক, কারণ চৈতন্য-ময় জগদীশ্বর জগৎময় ব্যাপ্ত থাকাতেই তাঁহার সৃষ্ট কীটাদিতেও তাঁহার সত্তা বিদ্যমান থাকাই যুক্তিসিদ্ধ, এমত স্থলে প্রকৃতিবাদিরা জগৎকারণ ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করত অতীন্দ্রিয় চেতন পদার্থকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়েতে অনুমান করা তাঁহারদের

প্রকৃতি দোষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যাহা হউক এতদ্বিষয়ে আর বাগাড়ম্বর না করিয়া এক্ষণে জগদাধার সর্ব্বেশ্বরের স্বরূপ ও অস্তিত্ব প্রতিপাদকমহিমা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যে কার্য্যেতে কৌশল ও সম্বন্ধ এবং উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনমূলক পরামর্শ থাকে, সেই কার্য্যই জ্ঞান কার্য্য, তাহা জ্ঞান বিনা স্বভাবত রচনা হওয়া অত্যাল্প জ্ঞানি মানবেরাও স্বীকার করিতে পারেন না। যদিও উক্তমত পরামর্শ জগতীয় ইতর বিশেষ সমুদয় কার্য্যের মস্তকেই লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তত্তাবৎ জানিতে ও লিখিতে এক মানবের ত কথাই নাই, সহস্র কোটি মানবেরও সাধ্য নাই, সুতরাং বিস্তার পক্ষে আগ্রহ না করিয়া যথাসম্ভব কতিপয় যুক্তিমাত্র প্রণয়ন করা আবশ্যক বোধে মনুজ দেহ যে কৌশলে পুষ্ট ও রক্ষিত হয়, অর্থাৎ অশন-কার্য্য-সম্পাদক এক রসনা ও তাহার বিষয় রসকে অবলম্বন

করত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনাদির হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

রসনাতে প্রভেদরূপে তিক্ত মিষ্টাদি রস গ্রহণাত্মক যে গুণ আছে, তাহাকেই কৌশল বলিতে হইবেক, কারণ যেমন ত্বক মাংস রক্তে রসনার উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ মেদ মাংস শোণিত চর্ম্মে হস্তেরও নির্ম্মাণ হইয়াছে, যদি শর্করাগত মিষ্ট রস আস্বাদনের শক্তি রসনা ও হস্তের তুল্যরূপে থাকিত, তবে রসনার রস গ্রহণাত্মক গুণকে কৌশল বলা যাইত না বটে, কিন্তু যখন শর্করাগত মিষ্ট রস বোধ রসনা ভিন্ন হস্তের দ্বারা হইতে পারে না, তখন রসনার রসগ্রহণাত্মক গুণকে অবশ্য কৌশল স্বীকার করিতে হইবেক, যে হেতু মহাকৌশলী পরমেশ্বর এক রক্ত মাংস ত্বকময় শরীরের প্রভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধন উদ্দেশে প্রভেদ গুণ বিভক্ত করত অদ্ভুত জ্ঞান ও শক্তিমূলক বহুবিধ সুকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

রসনাতে রসগ্রহণাত্মক গুণ যেমন কৌশল, ঐরূপ

রসনার বিষয় ইক্ষু দণ্ডের মিষ্ট রস প্রদানাত্মক গুণ—যাহা সাধারণ বৃক্ষ ফল মূলাদিতে একপ্রকার নাই, বরং নানা কার্য্য সাধনার্থ অনন্ত বৃক্ষ গুল্ম ফল মূলাদিতে অনন্ত গুণ বিভাজিত করিয়া নির্ম্মাণ করাতে ইক্ষুদণ্ডগত রস প্রদায়ক গুণও যে কৌশলসম্পন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। যেরূপ বিষয়ী রসনা ও বিষয় ইক্ষুদণ্ডগত কৌশল যুক্তিমার্গে প্রতিপন্ন করা গেল, সেইরূপ বিষয়ী ও বিষয়েতে যেরূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও দর্শান যাইতেছে। যদি রসনাতে রসাস্বাদন করা গুণ মাত্র থাকিত এবং রসনার বিষয় ইক্ষু দণ্ডের উৎপত্তি না হইত, তবে রসনার রস গ্রহণাত্মক গুণ থাকিলেও তাহার ফলজনক ও প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না, যে হেতু বিষয় অভাবে বিষয়ীর ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, ঐরূপ ইক্ষু দণ্ডের সৃষ্টি হইয়া রসনার সৃজন না হইলে ইক্ষুদণ্ডগত রস প্রদানাত্মক গুণও নিষ্ফল ও বিলুপ্ত থাকিত, সুতরাং একের অভাবে অন্যের উৎপাদন নিরর্থক জন্য পরস্পর তুল্য সম্বন্ধে উভয়েই উভয়ের বাধ্য

যেমন পিতা বিনা পুত্রের এবং পুত্র অভাবে পিতার সম্ভাবনা নাই ইহাকেই বাধ্যবাধক সম্বন্ধ বলিয়া থাকে।

রসনা ও তাহার বিষয়েতে রস গ্রহণ ও প্রদানের গুণ সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্য কেবল মানব কলেবরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং রক্ষা ও দেহান্তর উৎপত্তি, ইহা বিনা অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। প্রয়োজন—বপু বিশিষ্ট মানব সৃষ্টি করা। অতএব রসনা ও রসনার বিষয় নির্ম্মাণে কৌশল, সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, এই পরামর্শ মূলক কার্য্য চতুষ্টয় থাকা সপ্রমাণ হইল, যখন রসনা ও রসনার বিষয় তুল্য সম্বন্ধে এক নিয়মান্তর্গত, তখন এতদুভয়ের নির্ম্মাতা যে এক তৎপক্ষে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এইক্ষণে পাঠকবর্গ প্রণিধান করুন, এই উভয় বিষয়ী ও বিষয়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে নির্ম্মাতাকে এইরূপ আলোচনা ও পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল কি না? বিষয়ী ও বিষয়েতে রস গ্রহণ ও প্রদানাত্মক গুণ প্রদত্ত না হইলে মানবাদি কলেবরধারী প্রাণীর শরীর পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং রক্ষা ও দেহান্তর উৎপাদনের

উপায় হইতে পারিবে না ইত্যাদি সমালোচনা ও পরামর্শ হইতেই যে রসনা ও রসনার বিষয় ইক্ষুদণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। হে মানব ভ্রাতাগণ! অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-স্বরূপ নিরাকার পরমেশ্বরকে জানিতে এইরূপ যুক্তির অনুধ্যান বিনা উপায়ান্তর নাই; অতএব এই সকল যুক্তির প্রতি মনুজগণের প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে আলোচনা করা একান্ত উচিত ও কর্ত্তব্য।

এইক্ষণে নাস্তিক ভ্রাতাগণকে জিজ্ঞাস্য এই যে প্রস্তাবিত আলোচনা ও পরামর্শ করিতে জড় পদার্থ পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন ভূতের শক্তি ও ক্ষমতা আছে কি না? এবং চৈতন্য বিশিষ্ট জ্ঞান বিনা উক্তরূপ আলোচনা ও পরামর্শ হইতে পারে কি না? যদি বলেন, জড় পদার্থের দ্বারা কোন পরামর্শ ও আলোচনা হইতে পারে না, এবং জ্ঞান কার্য্য পরামর্শ, জ্ঞান ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কোন মতেই নাই, তবে জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় ও সন্দেহ জনক বিতণ্ডা

করা হয় কেন? যদি বিষয়রস এতই সুখকর বোধ হইয়া থাকে যে, তৎপ্রাপ্তির চেষ্টা বিনা সময় বিফল বোধ হয়, তবে তাহা করিতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরপরায়ণ মানবগণ কখন নিবারণ করেন না, কিন্তু বিষয়-দাতা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি অর্পণ করা কৃতজ্ঞ মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যদি তাহা করিতে সময় নষ্ট ও ভার বোধ হয়, তবে না করুন, প্রত্যুত তাঁহার অস্তিত্বে বিতণ্ডা করা কি সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞতা নহে? অতএব করুণাময় ঈশ্বর সম্বন্ধে মানব হইয়া অনস্তিত্ববাদ করা যে মহা পাপজনক, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে।

যদ্রূপ রসনা ও রসনার বিষয়গত আদান প্রদান গুণসূত্রে কৌশলাদি জ্ঞান কার্য্যের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল, তদ্রূপ কৌশলাদি মূলক জ্ঞানকার্য্য হস্তপদাদি তাবৎ ইন্দ্রিয়েতে এবং তৃণ হইতে পর্ব্বত ও পরমাণু হইতে জ্যোতির্ম্মণ্ডল পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টি কার্য্যেতেই প্রদীপ্তরূপে বর্ত্তমান আছে। যদিও তত্তাবৎ প্রকটন করা সাধ্যায়ত্ত নহে এবং

মানবদিগকে পরমেশ্বর কোন বস্তুরই স্বরূপ জ্ঞান প্রদান না করিয়া কেবল এখানকার কার্য্য নির্ব্বাহ উপযোগী গুণগত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং গুণগত জ্ঞান প্রত্যক্ষ না হইয়া আনুমানিক হয়, অতএব অনুমিতি পরীক্ষা দ্বারা যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব সমস্ত কতই উদ্ভাবিত হইতে পারে? তথাপি আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত দর্শাইতে বাধিত হইলাম।

পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হইতে এই অসীম ও অতুল্য জগৎ ও জগতীয় পদার্থমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, বিচিত্র শিল্পচতুর মহাকৌশলী পরমেশ্বর ইহাতে যে কত অসামান্য শিল্পচাতুরী ও অসাধারণ জ্ঞানগর্ভ সুকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তাই নাই। কি আশ্চর্য্য ও কি চমৎকার কৌশল, যে বিজাতীয় প্রভিন্ন জল ও অগ্নিকে সামঞ্জস্যরূপে একত্রে রক্ষা করিয়াছেন, যাহা মেঘ ও বিদ্যুৎ দৃষ্টে প্রকাশ পায় এবং জলেতেও তাপাংশ থাকা সাধারণের অগোচর নাই, অতএব স্বরূপজ্ঞানী সর্ব্বেশ্বরের শিল্পচাতুর্য্য গুণগত জ্ঞানী মানববুদ্ধিতে ধারণা হওয়া সহজ

নহে, বরং নিতান্ত অগম্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং মহাশিল্পী জগদীশ্বরের শিল্প নৈপুণ্য পর্য্যালোচনা করিতে গেলে কেবল আশ্চর্য্য-রসে যে প্লাবিত ও মগ্ন হইতে হয়, তাহা এক মানববপুগত কৌশল ও শিল্পকার্য্য অনুধ্যান করিলেই বিদিত হইতে পারে।

আমরা স্থূল দৃষ্টিতে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, এই ভূত চতুষ্টয় বিনা অন্য পদার্থ জ্ঞান-গোচর করিতে পারিনা, সুতরাং ভৌতিক মানব দেহও ঐ ভূত চতুষ্টয় দ্বারা নির্ম্মাণ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না, কিন্তু মানব কলেবর মাতৃ পিতৃ শোণিত শুক্র হইতে মাতৃ গর্ভে নির্ম্মাণ হয়, অতএব সেই একান্ত জলবৎ পদার্থে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের সারাংশ কি সঙ্কেতে স্থাপিত হয়, আদৌ তাহাই জানিবার উপায় নাই, তখন কোন্ ভূতের কত অংশ সং-যোগে অবয়বের পরিপাটী হইতে পারে, তাহা কিরূপে জানিব।

হে পরমকারুণিক জগৎপতি! মাতৃ গর্ভে

মানব বপু অপেক্ষাকৃত কোমল ও নিরতিশয় খর্ব্বাকৃতি করিয়া কি কৌশলে প্রসবের সৌকর্য্য সাধন করিয়াছ, তাহা তুমিই জান। হে দয়ালুনাথ! শ্মশ্রু পয়োধর প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষগত ভাবি লক্ষণ সমস্ত ঐ রেত রক্তময় কলেবরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রসবের বাধা এবং যত দূর সম্ভব প্রসূতির যাতনা লাঘব করত সৃষ্টিকার্য্যে অসাধারণ শিল্পচাতুরী তুমিই প্রকাশ করিয়াছ, পরন্তু মাতৃ পিতৃ শোণিত শুক্র জলবৎ পদার্থ মধ্যে মানবীয় নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিরূপে গোপন ভাবে ছিল ও মাতৃ গর্ভে ঐ সমস্তের আবির্ভাবই বা কিরূপে হইয়াছে, তাহা তুমিই জান। যখন এতাবৎ দুর্গম্য কৌশল সচেতন বুদ্ধি বিশিষ্ট মানবেরও জ্ঞানগম্য নহে, তখন পৃথিব্যাদি অচেতন অজ্ঞান জড়পদার্থের জানিবার উপায় কি? এমৎ স্থলে স্বরূপ ও গুণগত জ্ঞান বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত সৃষ্টি কার্য্যের এরূপ সুশৃঙ্খলা কোন্ জ্ঞান হইতে হইয়াছে, বোধ করি এমৎ প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিক ভায়ারাও অবশ্য নিরুত্তর হইবেন সন্দেহ নাই।

যদিও চক্ষু কেন দেখে, নাসিকা কেন আঘ্রাণ পায়, রসনা কেন রস গ্রহণ করে, কর্ণ কেন শুনে, এবং সুখকর আন্দোলনে আপনা হইতে আস্যে কেন হাস্যের উদয় ও শোকজনক আলোচনায় আপনা হইতেই কেন ক্রন্দনধ্বনি ও অশ্রু পতন হয়? তাহা স্বরূপ জ্ঞানাভাবে কিছুই জানি না, তথাপি চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণকে কেমন আশ্চর্য্য নিয়মে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করত দর্শনাদি কার্য্যের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিরাপদ সাধন অর্থাৎ চক্ষুরাদিকে উৎকৃষ্ট অঙ্গ মস্তকে স্থাপন ও চক্ষের বিপদ ভঞ্জনার্থ চক্ষের উপরিভাগে চর্ম্মাবরণ ও সতর্কতা জন্য ঐ আবরণের অগ্রভাগে রোমাবলি এবং নাসিকারন্ধ্রে ও কর্ণ বিবরে ধূলি কণাদি প্রবিষ্ট না হওনাভিপ্রায়ে নাসিকা ছিদ্র অধোমুখে এবং কর্ণকে চক্রব্যূহাকারে নির্ম্মাণ আর কটু তিক্ত ও দৃঢ় কাঠিন্য দ্রব্যাদি ধারণ ও প্রস্তর কঙ্কর এবং কণ্টকময় পথ অতিক্রমণ করণা-শয়ে হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তলগত ত্বক্‌ অপেক্ষাকৃত স্থূল, পরন্তু সঙ্কোচ বিস্তার করা প্রয়োজন জানিয়া

অন্য ভাবৎ অঙ্গ সূক্ষ্ম ত্বকে আচ্ছাদন ও হস্ত পাদ এবং অঙ্গুলি সমস্তে সুকৌশল মূলক গ্রন্থি রচনা করত করুণানিধান জগদ্বন্ধু কি সামান্য দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হে নাস্তিক ভ্রাতাগণ! এই সমস্ত কার্য্য কি বিশেষ পরামর্শমূলক নহে? এতদ্বিস্তারিত দেখিয়া শুনিয়াও নাস্তিক হও কেন?

"মানব বুদ্ধিগম্য মনুজকৃত শিল্প" বাস্পীয় পোত, বাস্পীয় রথ অথবা তাড়িত বার্ত্তাবহ ইত্যাদি যাহা ইউরোপীয় জাতীয়-শিল্প কৌশল দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া বিনা নাবিক ও অশ্বে অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চালিত হইবায় দূরদেশ নিকট হওয়াতে লোক সাধারণের অনির্ব্বচনীয় হিতসাধন হইতেছে, সুতরাং সেই অসাধারণ ধীসম্পন্ন শিল্পীরা অগণ্য প্রশংসা ভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যখন সেই সমস্ত যন্ত্র নির্ম্মাতা ও পরিচালক অভাবে একস্থানে স্থির থাকা দৃষ্ট হইলে যৎ-সামান্য বোধাধিকারী মানবও তাহা বিনা জ্ঞানে রচনা ও স্বভাবত আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করিতে পারে না, যেহেতু ঐ

যন্ত্রাদিতে বিবিধ বস্তুগুণ উদ্বোধক বুদ্ধি ও নানা শিল্পজ্ঞান বিজ্ঞাপক বহুপরামর্শ মূলক অসংখ্য কৌশল থাকা নয়নগোচর হয়, তখন মানব বুদ্ধির অগম্য মনুষ্য কলেবরাদি অনুপম অত্যুৎকৃষ্ট অভাবনীয় জ্ঞানগর্ভ শিল্প বিনা জ্ঞানে স্বভাবত উৎপন্ন হওয়া কি সচেতন মানব স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারেন? অতএব এরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ অনন্ত জ্ঞান কার্য্য দৃষ্টেও জ্ঞান স্বরূপ জগৎস্রষ্টা জগদধিপের অস্তিত্বে সংশয় করিলে সে রোগের আর ঔষধ কি আছে, যাহা হউক মহীয়ান্ মহিমার্ণবের আরও কিঞ্চিৎ মহিমা বর্ণন করিতে রসনা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং বাধিত হইলাম।

মহীজাত মানবাদি সমস্ত প্রাণীর পানাহার বসনভূষণ ও বিলাস মূলক দ্রব্য সমূহের উৎপত্তির প্রধান ও মুখ্য কারণ জল, ঐ জল পদার্থকে পরম পাতা জগন্নাথ কি অপূর্ব্ব কৌশলে স্থাপন ও বিশুদ্ধ করত তদ্দারা মনুজাদি প্রাণী মাত্রের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন সকলের আবিষ্করণ করিয়াছেন, তাহারই বিবরণ করা যাইতেছে, যথা, লবণদ্বারা

জলের প্রকৃতি রক্ষা করণাশয়ে জলাধার লবণ পয়োধির সৃষ্টি করত প্রথমত বারি স্থাপন, দ্বিতীয়ত ঐ জলেতে বাষ্প হওয়ার গুণ ও বাষ্প ও বায়ুর পরস্পর ভেদক শক্তি আবার পৃথিবীকে আকর্ষণ ক্ষমতা প্রদান দ্বারা অবনি সমীপস্থ বায়ুর পরিমাণের গুরুত্ব বিধান পূর্ব্বক জলীয় বাষ্পকে ঊর্দ্ধগামী, পুনরায় উক্ত বাষ্প ও বায়ুর তুল্য পরিমাণ স্থানে বায়ু সাগরের মস্তকে জলীয় বাষ্প স্থাপিত করিয়া মেঘের সৃজন; তৃতীয়ত প্রভিন্ন ঋতুর নিয়ম দ্বারা দ্রবময় জলকে প্রস্তরবৎ পুনর্ব্বার ঋতু ভেদে প্রস্তরময় বারির তরলত্ব সাধন পূর্ব্বক বৃষ্টি-বর্ষণ এবং মহীধরের উৎপত্তি করত নদীর সৃষ্টি দ্বারা লবণ শূন্য জীবন হইতে অবনীস্থ প্রাণিবর্গের জীবন ধারণের তাবৎ অভাব মোচন করত একত্রে দয়া স্নেহ প্রীতি কে প্রকাশ করিয়াছেন ?

হে নাস্তিক ভ্রাতাগণ! কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক একবার বিবেচনা কর দেখি, লবণ সংযুক্ত না হইলে জলের প্রকৃতি রক্ষা এবং লবণ যুক্ত

পয় দ্বারা প্রাণিগণের ব্যবহার ও বহু প্রকার শস্যাদির সঞ্চার, আবার মহীধরের উৎপাদন বিনা নদনদীর সৃষ্টি ও নদ্যাদি বিরহে মৃত্তিকার সিক্ততা অভাবে ওষধি ইত্যাদির উৎপত্তি না হইলে প্রাণিমাত্রের আহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ও পানীয় পয়ের অসদ্ভাব হইবেক বিবেচনায় বহু পরামর্শে প্রাণীবর্গের তাবৎ অভাব বিমোচন পূর্ব্বক অপার দয়া অতুল্য স্নেহ অসীম প্রীতি কোন্ জ্ঞান হইতে প্রচারিত হইয়াছে? কেবল জল কেন, ক্ষিতি অনল সমীরণেও এইরূপ শত সহস্র সুকৌশল স্থাপন দ্বারা প্রাণি মাত্রের জীবনোপায়ের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, যে জ্ঞান হইতে এবম্ভূত মঙ্গল ও শুভ কার্য্য সমস্ত সম্পাদিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানাধার জ্ঞানময় পুরুষই উপাস্য, তিনিই প্রেমাস্পদ ভক্তিভাজন এবং তিনিই জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর হয়েন। হে জগন্নাথ! মানবেরা তোমা হইতে এতদ্রূপ বিলাস ও সুখজনক জীবন ধারণোপযোগী আহার ব্যবহার্য্য, পরিধেয় ও আভরণযোগ্য সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও তোমাতে প্রীতি ভক্তি

অর্পণ করা দূরে থাকুক, কৃতজ্ঞ চিত্তে একবার স্মরণও করে না, প্রত্যুত অনেকে তোমার অস্তিত্বেও বিতণ্ডা করিতে ত্রুটি করিতেছে না, তাহাতেও তোমার বিরক্তি নাই। হা নাথ! তোমার ক্ষমার পার নাই, প্রীতির সীমা নাই, দয়ার কূল নাই, স্নেহের অবধি নাই।

হে অবনিস্থ মানবকুল! যে বহুবিধ বিলসনীয় উপভোগ্য সম্ভোগ করিতেছ, ইহা কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার চিন্তা কি বারেকও করা উচিত নহে? কি আশ্চর্য্য! যেমন পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া জ্ঞানান্ধ মানবেরা যথেচ্ছ বিলাসী হয়, কিন্তু সম্পত্তি মদে মত্ত হইয়া একবারও মনে করে না, যে ঐ সম্পত্তি কি উপায়ে ও কত কষ্টে উপার্জিত হইয়াছে, সেই রূপ প্রার্থনার পূর্ব্বে বিবিধ সুখ-সেব্য কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া মানবেরা বারেকও আলোচনা করে না যে এতাবৎ বিলসনীয় দ্রব্যের উপাদান কারণ কে? এবং কি প্রকারে এ সমস্ত অবনিতে আবির্ভূত হইয়াছে। হে করুণাময় দাতা! তুমি এত অসংখ্য দান করিয়াছ,

যে তোমার প্রদত্ত দ্রব্যে তোমাকেই গোপন রাখিয়াছে, অর্থাৎ গৃহীতারা দান সংগ্রহ করিয়াই বিশ্রাম ও অবকাশ পায় না, অতএব তোমাকে স্মরণ করিতে সময় কোথা? কি অকৃতজ্ঞতা যে নানা উপভোগ্য ভোগ করিয়াও দাতাকে কৃতজ্ঞ মনে স্মরণ করা দূরে থাকুক, বরং দাতার অস্তিত্বেও সন্দেহসূচক বিতর্ক করিতে ত্রুটি করিতেছে না। রে নাস্তিকতা রোগ! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

যখন অবনির সহিত গগনস্থ শশাঙ্ক অর্ক গ্রহাদির বাধ্য-বাধক সম্বন্ধ থাকা প্রসিদ্ধ, তখন ভূমণ্ডল ও অসীম আকাশস্থ নক্ষত্রাদি পরস্পর সম্বন্ধে বিধৃত ও ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে সম্পাদন করিতেছে, তাহা যুক্তি বিনাও সাধারণের বিশ্বাস মতে প্রামাণ্য বটে, কিন্তু মহা-কৌশলী পরমেশ্বর কি চমৎকার ও আশ্চর্য্য কৌশলে পৃথিবী ও শশি তপনাদির আকার গোলাকারে নির্ম্মাণ করত ন্যূনাতিরেক গতিতে মহা শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করাইয়া দিবা রাত্রি পক্ষ মাস অয়ন বৎসর বার তিথিকে অপরিবর্ত্তনীয়

নিয়মে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণীবর্গের পরিশ্রম বিশ্রাম এবং বাৎসরিক গণনা ও ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বিধান ও সুবিধা করিয়াছেন, যে জ্ঞান হইতে এতাবৎ অচিন্তনীয় শিবজনক কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিই জগৎ কর্ত্তা জগদীশ্বর এবং তাঁহার অভ্রান্ত নিয়ম ও শাসনেই বিনা পরিবর্ত্তনে জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। হে অভ্রান্ত জগৎপতি! তোমার অদ্ভুত শক্তি ও কৌশলেই এই পৃথিবী গ্রহাদি পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে ধাবিত হইয়া মহাকাশে অবস্থান করিতেছে, অতএব তোমার মহিমা ও জ্ঞানের সীমা তুমিই করিতে পার, তদ্ভিন্ন কীটাণুকীট মানবের কি ক্ষমতা ও সাধ্য যে তোমার মহিমা বর্ণন ও কীর্ত্তন করে, কি ক্ষেদ ও পরিতাপের বিষয় যে এরূপ অননুভূত জ্ঞানগর্ভ অনন্তকৌশলময় কার্য্য দৃষ্টেও বিষয় লোলুপ পামর লোকেরা তোমার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দেহ করে, বোধ করি তাহা স্বভাব ও সচেতন চিত্তে করে না, যেমন কোন মদ্যপায়ী সামান্য কৃষক মদ-মত্ততাতে অবনীকে রাজশূন্য বোধ করে, সেই

রূপ বিষয় মদ্যপায়ী বিমোহিত মানবেরাও তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সহিত মানবাকারের তুলনা করিলে মনুজবপু কোন বস্তু মধ্যেই পরিগণিত হয় না, এমত অগণ্য ক্ষুদ্র দেহগত সামান্য বুদ্ধি যাহার স্বরূপ জ্ঞান মাত্র নাই, তাহার কি শক্তি যে এই এক পৃথিবীরই সমাক্ বস্তু এবং সমুদয় স্থানের পরীক্ষা করিয়া অবগত হইতে পারে, তাহাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি যে জগৎ তাহার অন্ত এবং তাহাতে কি আছে জ্ঞান-গোচর করত ইদমেব তত্ত্বং সিদ্ধান্ত করা কি মানবের সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে? বরং অতি নিকট সম্বন্ধীয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের যে দর্শন স্পর্শনাদি গুণ আছে, তাহা কি হেতু বশত হইয়াছে, স্বরূপ জ্ঞান না থাকাতে যখন তাহাই মানবেরা জানিতে পারে না, তখন নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও অপূর্ণ ধী-সম্পন্ন মানব হইয়া মহান্ জ্ঞান-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার করা, সামান্য মদমত্তের ন্যায় দুঃসা-

হসিক প্রলাপ উক্তি প্রকাশ করা ভিন্ন প্রজ্ঞা সম্মত বলা যাইতে পারে না।

যদিও কীটাণুকীট মানব হইতে মহান জ্ঞান-স্বরূপ মহীয়ান্ পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হওয়া কোন মতে সম্ভাবিত নহে, তথাপি পরম কারুণিক সদয় পরমেশ্বর ক্ষুদ্র ঘটে হস্তী প্রবেশ করণের ন্যায় তাঁহার কার্য্য পর্য্যালোচনা যোগ্য বুদ্ধি ও প্রীতি রত্ন যদ্দ্বারা মনুজকুল মানব জন্মের পুরু-ষার্থ সাধক ঈশ্বর ও মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম, তাহা প্রদান করত করুণাময় বন্ধু মানবকুলের প্রতি অসাধারণ ও অসামান্য দয়া ও করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল এই মাত্র প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, অধিকন্তু অতি বৃহৎ ও প্রকাণ্ড গ্রহ সূর্য্যাদিকেও মানব কর্ম্মে নিয়োগ পূর্ব্বক মনুজ-দিগকে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠতা বিধান করত অজস্র দয়া যে বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা কোন্ সচেতন মানব স্বীকার না করিয়া নীরব থাকিতে পারেন? অতএব হে মানব ভ্রাতাগণ! সেই করুণা-ময় বান্ধবের প্রদত্ত প্রীতি ও ভক্তি তাঁহাকে অর্পণ

করত মানব জন্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন কর, কখন প্রপঞ্চ বিষয় মদে বিচেতন হইয়া মানব জন্মের যথার্থ পুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হইও না।

নাস্তিক মত খণ্ডন এবং জগদীশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন আর সেই মহীয়ান্ পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি ও শ্রুতি প্রকাশ করা হইল, তাহা অপ্রচুর নহে; বরং ঐ সকল উক্তি ও যুক্তির বলাবল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে সম্পূর্ণ ও প্রচুর বোধ হই- বেক সন্দেহ নাই। অতএব এতদ্বিষয়ে অধিক উক্তি বাগাড়ম্বর মাত্র, সুতরাং এই প্রস্তাব আর বাহুল্য না করিয়া সম্প্রতি সেই জগদাধার জগদীশ্বরের স্বরূপ যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়।

জগৎ কার্য্যের পর্য্যালোচনাতে যখন পৃথিবী ও জ্যোতির্মণ্ডলস্থ দৃশ্য অদৃশ্য গ্রহ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষ-

ত্রাদি পরস্পর সম্বন্ধে এক নিয়মে বদ্ধ থাকা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন এক কারণ হইতে যে এই বিশাল জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই কিন্তু সেই জগৎ-কারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও যখন তাবৎ জগৎ কার্য্যের মস্তকেই উদ্দেশ্য প্রয়োজন সম্বন্ধ কৌশল মূলক জগৎকর্ত্তার অনন্ত পরামর্শ অনুভূত হইতেছে, তখন মহান জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎবিষয়ে বিন্দুমাত্রও শংসয় হইতে পারে না এবং সেই মহান্ জ্ঞান বিনা যে জগৎ ও জগতীয় পদার্থ মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা বহু যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, এইক্ষণে সেই মহান জ্ঞান মানবীয় জ্ঞানের ন্যায় কলেবরবিশিষ্ট কি না, তাহারই মীমাংসা করা যাইতেছে।

দেহধারী মানবেরা পরিচ্ছিন্ন দোষে দোষী প্রযুক্ত খণ্ড, অপূর্ণ, অল্পজ্ঞ, এক দিক ও অদূরদর্শী এবং বহু, সুতরাং এক মানবের দ্বারা বিস্তৃত রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন

হইতে পারে না, এজন্য প্রাকৃত রাজগণকে বিস্তৃত রাজ্য শাসনার্থ বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু এই অতি বৃহৎ ও অনন্ত জগতের স্থাপন ও শাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অদৃশ্য এক কারণ বিনা দ্বিতীয় এক জন মাত্র সাহায্যকারী কার্য্যকারকও নেত্র কিম্বা জ্ঞান-গোচর হইতেছে না, অতএব দৃশ্য জগতের অদৃশ্য জ্ঞান বিজ্ঞানময় অনাদি ও অদ্বিতীয় এক কারণ বিনা কারণান্তর থাকা যখন কোন প্রকারে প্রমাণ হইতেছে না, তখন ঐ অনাদি কারণ মানব তুল্য দেহ বিশিষ্ট জন্ম মৃত্যু ধ্বংস প্রাদুর্ভাব ও হ্রাস বৃদ্ধির বাধ্য হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার পিতা মাতা নাম গোত্র এবং নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকার সম্ভাবনা নিতান্ত বিরহ। তবে সেই কারণের নিশ্চয় নির্দ্দেশ কিরূপে হইতে পারে, তদ্বিষয়ক আলোচনা করাই আবশ্যক। যখন সমষ্টি জগৎ এক কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই এক কারণেরই শাসন ও নিয়-মাধীনে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন সেই জগৎ কারণ যে অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণ এবং সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ আর

সর্ব্ব-শক্তিমান্ ইচ্ছাময় সর্ব্বব্যাপী চেতনময় জ্ঞান-স্বরূপ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ প্রস্তাবিত বিশেষণ সমস্তের ব্যভিচার হইলে এমত বৃহৎ ও প্রকাণ্ড জগতের সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মযুক্ত শাসনাদি কার্য্য কোন মতে এক কারণ হইতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু সর্ব্বব্যাপী পদার্থের পরিচ্ছিন্ন দোষ অথবা ভৌতিক আকার থাকার সম্ভাবনাই বা কিরূপে হইতে পারে? যেহেতু সর্ব্বব্যাপী পদার্থে পরিচ্ছিন্ন দোষ অর্শিতে পারে না, বিশেষতঃ নশ্বর ও ভৌতিক বপু হইলে নিত্য নিরাময় ঈশ্বরত্ব রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং ভৌতিক কলেবর হইলেই রোগ তাপ জরা মরণাধীন হইতে হয়, তাহা হইলে অনাদিত্ব ও কূটস্থ নিত্যতা অর্থাৎ অনপেক্ষণীয় নিত্যতা অভাবে এক কারণ হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতির সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না, অতএব জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরের জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ধ্বংস প্রাদুর্ভাবশীল কলেবর নাই, তিনি নিশ্চয় কূটস্থ নিত্য নিরাকার নিরঞ্জন জ্ঞান-স্বরূপ হয়েন।

যিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্ব-শক্তিমান্ এবং যাঁহার কলেবর না থাকাতে কোন দ্রব্যেরই প্রয়োজন নাই, অথচ নির্ব্বিকার অভিমানশূন্য অদ্বিতীয়, তাঁহাতে আনন্দ বিনা আর কি থাকিতে পারে, পরন্তু যিনি অনাদি ও কূটস্থ নিত্য এবং যাঁহার স্বরূপত ও গুণগত উক্ত প্রকার জ্ঞান না থাকিলে জগৎ নির্ম্মাণেরই উপায় নাই, সুতরাং তাঁহার আকার যে সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ তাঁহাতে সন্দেহ নাই, আর যখন তাঁহার সৃষ্ট জগতেরই অন্ত নাই, তখন জগৎব্যাপী যে তিনি তাঁহার অন্ত কিরূপে হইতে পারে? অতএব তাঁহার অনন্ত আখ্যাতে অভিহিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বটে।

এই পৃথিবীতে প্রকার চতুষ্টয়ে সৃষ্টি দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, যাহারা মাতৃ গর্ভে জরায়ু আচ্ছাদনে অবগুণ্ঠিত থাকিয়া প্রসূত হয়, তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে, মনুষ্য পশু ইত্যাদি, যাহারা ডিম্ব হইতে জাত হয়, তাহারা অণ্ডজ,—পক্ষী, মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, সর্পাদি, যাহারা দূষিত স্বেদাদিতে জন্মে, তাহারা

স্বেদজ, মশক মক্ষিকা কীটাদি, যাহারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলা যায়, বৃক্ষ গুল্ম লতাদি, এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি মধ্যে মানবই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহাদিগের চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও রসনায় তৃপ্তি হেতু এবং নানা কার্য্য সাধন উদ্দেশে মঙ্গল সংকল্প পরমেশ্বর রূপ রস গন্ধ বিশিষ্ট অগণিত ফল মূল পুষ্প পত্র ঔষধি এবং বিচিত্র রঞ্জিত সুস্বর পশু পক্ষী মৎস্যাদির সৃজন করিয়া আপন মঙ্গল সংকল্প সপ্রমাণ করাতে তিনি মঙ্গলস্বরূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ঈশ্বরের স্বরূপগত বিশেষণ সমস্ত তাঁহার জগৎ পুস্তক হইতেই উদ্ধৃত করা গেল, কিন্তু বেদ কোরাণ বাইবল গ্রন্থাদিতে যে যুক্তি বিনা ঈশ্বর পরিচায়ক উক্ত বিশেষণ সকল লিখিত থাকা দৃষ্ট হইতেছে, ঐ সকল গ্রন্থ রচয়িতারাও ঈশ্বরের জগৎ পুস্তক হইতেই প্রোক্ত বিশেষণ সমস্ত উদ্ধার করিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই, নচেৎ স্থানান্তরে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কি? যখন যুক্তি পথে ও বহু দূর দেশীয় প্রভিন্ন জাতি

বিরচিত বাইবল, কোরাণ ও বেদাদি গ্রন্থে প্রস্তাবিত বিশেষণ সকল সুসঙ্গত রূপে ঐক্য হইল, তখন ঐ সমস্ত বিশেষণের বিশেষ্য যে পরমেশ্বর তাহাতে আর কি রূপে সন্দেহ হইতে পারে, অতএব এতদ্বিষয়ে নাস্তিক ভ্রাতারাও অবশ্য নির্ব্বাক থাকিবেন সন্দেহ নাই, এইক্ষণে প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রীতি বিকাশক যুক্তি প্রকটনে চেষ্টিত হইলাম।

জগৎ সৃষ্টিতে জগৎপতির কোন স্বার্থজনিত উদ্দেশ্য থাকা যদিও সামান্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না বটে অর্থাৎ প্রাকৃত রাজাদিগের ন্যায় রাজস্বাদি কিছু গ্রহণ করেন না, পরন্তু যখন সাধু চরিত্রে গম্ভীর বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক মানবেরাই অভিমান মূলক প্রভুতা ও তদন্তর্গত স্তব স্তুতি এবং চাটুকার ও স্তাবক লোকদিগকে ভাল বাসেন না, তখন বুদ্ধ্যাধার জ্ঞান বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অথচ একান্ত নিরভিমানী নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় জগদীশ্বর তাহা ভাল বাসিবেন কেন? কিন্তু যেস্থলে কেহই একেবারে উদ্দেশ্য বিনা নিরর্থক কর্ম্মে

লিপ্ত হয় না, সে স্থলে এমত বিশাল ও প্রকাণ্ড জগৎ নির্ম্মাণে মহাপ্রাজ্ঞ জগৎকর্ত্তার একেবারে কোন উদ্দেশ্য না থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, অতএব সেই উদ্দেশ্য কি, তাহারই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

যখন জগৎপতি জগদীশ্বরের বিনা স্বার্থ উদ্দেশে মানবকুলের সুখ-স্বচ্ছন্দতা প্রতিপাদনার্থ বিহিত অনুষ্ঠান করা জগতীয় তাবৎ কার্য্যেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং প্রীতির লক্ষণও বিনা প্রয়োজনে ভালবাসা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন জগৎপতি পরমেশ্বর যে প্রীতিপূর্ণ প্রেমাধার তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না, সুতরাং প্রীতি থাকিলে প্রীতি প্রকাশ ও রাখিবার স্থান অবশ্য আবশ্যক অর্থাৎ প্রীতি থাকিলে প্রীতি স্থাপন যোগ্য স্থান অভাবে যে প্রীতির গৌরব ও লাবণ্যরূপ সফলতা কিছুই থাকে না, তাহা যাঁহার প্রীতি ভাব আছে, তিনিই নিশ্চয়রূপে অবগত আছেন, পরন্তু গুণগ্রাহক বিনা গুণের সত্তা হিন্দু বিধবার যৌবন অথবা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় নিতান্ত

বিফল, অতএব সর্ব্ব গুণময় গুণাশ্রয় প্রেমাধার পরমেশ্বরের আপন প্রীতি স্থাপন ও স্বকীয় অনন্য-পান্য অতুল্য মহৎ গুণ সমস্ত প্রকাশার্থ মনুজ-কুলকে সৃষ্টি করাই জগৎ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, এ জন্যই মানবেতর সমুদয় প্রাণীবর্গ হইতে মানবদিগকে অসংখ্য গুণে অধিক বুদ্ধি ও প্রীতি এবং তুলনা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়-পরতা, ও সত্যনিষ্ঠতাদি স্বকীয় ঔদার্য্য গুণ সমস্ত প্রদান পূর্ব্বক আপন আদর্শ-স্বরূপ মনুজকুলের সৃষ্টি করত ঐ মানবদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দে প্রতি-পালন করণাশয়ে প্রেমময় জগৎ পাতা মানবেতর পশু পক্ষী ও মীন এবং মহী ও মহীধর বৃক্ষ গুল্ম ফল মূল পুষ্প পত্র ওষধি পয়োধি নদ নদী এবং তপন শশধর গ্রহ নক্ষত্রাদি জগদন্তর্গত সমু-দয় পদার্থের সৃজন পূর্ব্বক তত্তাবতের উপরে মানবগণের অধিকার ও শ্রেষ্ঠতা বিধান করত মনুজগণের প্রতি অসাধারণ প্রীতি ও অসীম ভাল-বাসা ও অপর্য্যাপ্ত দয়া ও অপার স্নেহ প্রকাশ করি-য়াছেন, তদনুসারে পশু পক্ষী আদি নামাঙ্কিত

সকলেই নিরাপত্তিতে এক বাক্যে যে মনুষ্যের কার্য্য সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছে, তাহা যুক্তি বিনা কেবল জগৎ কার্য্যের আলোচনা মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

নাস্তিক মতাবলম্বীরা মানবকুলের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এজন্য মনুষ্য পশু সকল প্রাণীই সমতুল্য এতন্মধ্যে কেহ কাহারও অধীন ও কার্য্য নির্ব্বাহক নহে বলিয়া প্রমাণ করিতে বৃথা আয়াস স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই, রে নাস্তিকতা রোগ! তুমি কেবল নাস্তিকগণের বিবেক বুদ্ধি হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই, চক্ষু পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছ। হে নাস্তিক ভ্রাতাগণ! তোমরা কি দেখিতে পাও না? হয় হস্তী গো মেশ মহিষ গর্দ্দভ উষ্ট্র মৃগ বরাহ শশক সজারু ছাগ কুক্কুর বিড়ালাদি প্রায় পশুমাত্রই অবিশ্রামে মানবগণের কার্য্য সাধন ও আমিষ প্রদান করিতেছে, এবং পশুরা কি অট্টালিকা উদ্যান ও বাষ্পীয় রথ অথবা পোত কিম্বা তাড়িত বার্ত্তাবহ নির্ম্মাণ এবং জ্যোতিঃপদার্থ রসায়ন শাস্ত্র

কিম্বা ব্যবস্থাদি প্রণয়ন অথবা কৃষি বাণিজ্য শিল্প ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে? যদি বল পারে না, তবে পশুজাতি হইতে মানব জাতির শ্রেষ্ঠতা এবং পশুকুল মনুজকুলের অধীন স্বীকার করিবে না কেন?

কোন নাস্তিক মতাবলম্বী আমিষ ভক্ষণের প্রতিষেধক বিধান প্রণয়নকালে তাঁহার সহিত তর্ক হইলায় তাঁহাকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল যে কোন এক মানব উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে চিকিৎসক রোগ শান্তির নিদান ছাগ মস্তিষ্ক ধার্য্য করাতে একটি ছাগ পশু হত করিয়া ঐ রোগী মানবের রোগ মুক্ত করা উচিত কি না এবং একটী ছাগল প্রাণ সংশয় রোগাভিভূত হইলে কবিরাজ মানব মস্তিষ্ক দ্বারা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলে ঐ ছাগলের নিমিত্ত একজন মনুষ্য হনন করা যাইতে পারে কি না, তদুত্তরে যখন নাস্তিক ভায়া জনৈক মানব রক্ষা হেতু একটী ছাগ হত্যা করা উচিত ও সঙ্গত এবং একটী ছাগলের জন্য জনৈক মানব বিনাশ করা যুক্তিবিরুদ্ধ স্বীকার না করিয়া

উপায়ান্তর পাইলেন না, তখন মানবজাতির শ্রেষ্ঠতা কাজে কাজেই স্বীকার করিতে হইল কি না, নাস্তিক ভ্রাতারাই বিবেচনা করুন, এতাবৎ হেতু বশত নাস্তিকবাদিরা যে আপামর সাধারণ জন গণের প্রকৃষ্ট প্রত্যক্ষ বাক্যে অমূলক প্রতিবাদ করত বৃথা জল্প ও বিতণ্ডা করেন, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসেই জানিতে সক্ষম; হে নাস্তিক ভ্রাতাগণ! ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও উপাসনা কি এতই ভয়ানক কষ্টকর যে তাহা হইতে মানবেতর পশুর সমতুল্য হওয়াও শ্লাঘা বোধ কর।

যদিও বিনা প্রয়োজনে ভালবাসাই প্রীতির স্থূল লক্ষণ কিন্তু চরিত্রগত ঐক্য পরস্পর প্রেমাবদ্ধ ও মিলনের হেতু সন্দেহ নাই, যদি পরস্পর উভয় ব্যক্তির চরিত্র গত ঐক্যেতে প্রীতি ও মিলন হয়, তবে স্বার্থ উদ্দেশ বিনা পরস্পর পরস্পরের প্রিয়কার্য্য সাধন ও প্রিয় বস্তু আদান প্রদান করা প্রীতির স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম কিন্তু মানবে মানবে প্রীতি এবং ঈশ্বর প্রীতিতে এই বৈষম্য যে দুই মানবের চরিত্র গত ঐক্য বিনা মানবে মানবে প্রীতি হওয়ার

সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মানব চরিত্রের সহিত ঈশ্বর-ভাবের ঐক্য না হইলে এবং মানবেরা প্রীতি না করিলেও প্রীতি পূর্ণ ঈশ্বর স্বকীয় স্বভাব অনুরোধে সর্ব্ব সাধারণ প্রাণিকেই প্রীতি করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন অসাধারণ ধর্ম্মময় মানব ঈশ্বর প্রীতি দর্শনে তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে প্রীতি অর্পণ করিলে জগন্ময় পরমেশ্বরও জগৎ সৃষ্টির প্রকৃত সার্থকতা অনুভব করেন এবং সেই ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তিও ঈশ্বর স্বভাবের সহিত স্বীয়-চরিত্র ঐক্য করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা জন্য কৃত কৃতার্থ হয়েন।

প্রীতিপূর্ণ পরমেশ্বরের অনুপম ভালবাসা ও পরম প্রীতিকর কার্য্যের পর্য্যালোচনা কালে এক দিবস একটি আম্রফল, যাহার উপরার্দ্ধ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণে, নিম্নার্দ্ধ অতসী কুসুমের ন্যায় হরিৎবর্ণে ভূষিত এবং যাহার মনোহারি সুঘ্রাণে আমোদিত করিয়াছিল, সেই মনোলোভা ফলের প্রতি নেত্রপাত হইলে তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, তখন ঐ মনোহর ফল যেন আমাকে লক্ষ্য করত প্রকাশ করিতে লাগিল, হে মানব!

কি দেখিতেছ, তোমার পরম বন্ধু জগৎপতি তোমার নয়ন রঞ্জনার্থ আমাকে অনুপম বর্ণে সুশোভিত ও তোমার নাসিকার তৃপ্তি হেতু আমাকে সুঘ্রাণ এবং তোমার রসনার চরিতার্থতা জন্য সুমিষ্ট রসের আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আমাকে গ্রহণ করত ভোগ করিতে তুমিই প্রকৃত অধিকারী সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার যে বান্ধব আমাকে অতর্কিত রূপ রস গন্ধে তোমাদিগের মনোহারি করিয়াছেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া ভোগ করিও না, বরং কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রীতি ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ মনন করত ভোগ করিলে উৎকৃষ্ট মানব জন্মের সার্থক হইবেক, নচেৎ বিষয় মদে বিমোহিত হইয়া প্রদাতাকে বিস্মৃত হইলে কৃতজ্ঞতা বৃত্তির অনুসরণ বিনা অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার আর ইয়ত্তা থাকিবে না, এবং কৃতজ্ঞ সাধু জনগণ সমাজে মনুষ্য নামেরই যোগ্য হইবে না, ঐরূপ কমলালেবু, কণ্টকি, কদলী, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, বদরিকাদি সমস্ত ফল মাত্রই অনুরোধ করিলেক।

পুনশ্চ ব্রীহি জব গোধূম ধান্য তিল সর্ষপ মুগ-কলায় কার্পাসাদি ওষধি শস্যাদিরাও বলিতে লাগিল যে হে প্রাণীর অগ্রগণ্য মানব! তোমাদিগের দেহ পুষ্টি ও রক্ষা এবং দেহান্তর উৎপাদন ও বেশ বসনাদির জন্য মহামান্য জগৎপাতা আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, ঐ প্রকারে গজ বাজি গবী মেষ মহিষ ছাগ মৃগ শূকর প্রভৃতি পশু ও মৎস্যাদিরাও কহিল যে হে প্রাণি শ্রেষ্ঠ মনুজ! তোমাদিগের ভার বহন ও বাহন এবং কর্ষণাদি পরন্তু তোমাদিগের পুষ্টিকর সুখদ খাদ্য দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত ও আমিষ প্রদানার্থ কৃপা নিধান প্রেমময় জগৎপতি আমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐমত জাতী যূতী মল্লিকা মালতী শেয়তি সেফালিকা চম্পকাদি পুষ্প সমূহ এবং নানা বর্ণে বিচিত্র পত্রাদি, ঐরূপ ময়ূর কোকিল শুক শারী সারসাদি বিহঙ্গমেরাও প্রকাশ করিলেক যে হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানব! তোমাদিগের নেত্র কর্ণের বিনোদনার্থ সর্ব্বরসময় জগন্নাথ আমাদিগকে বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত এবং মনোহর সুস্বর প্রদান করিয়া

ছেন। হে মানব ভ্রাতাগণ! প্রার্থনার পূর্ব্বে অযাচিত মতে এতাবৎ সুখ ও বিলাস মূলক বিবিধ প্রকার অনন্ত কাম্য বস্তু প্রদান করাতে প্রীতিপূর্ণ প্রেমময় জগদ্বন্ধুর মানব সম্বন্ধে অস্বার্থ প্রীতি থাকার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ হইতে অবশিষ্ট থাকিল না, সুতরাং প্রীতির সার্থকতার জন্য যে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে আর সংশয় বিতর্কের উপায় নাই। হে মনুজ ভ্রাতাগণ! যখন অচেতন চূতফলাদি সচেতন অজ্ঞান পশুগণ পর্য্যন্ত সেই অচ্যুতের প্রতি প্রীতি ভক্তি অর্পণ করিতে সাক্ষ্যতা দিতেছে ও অনুরোধ করিতেছে, তখন বিবেক বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমস্ত সত্তেও যদি তোমরা বিষয়ান্ধতা প্রযুক্ত প্রেমময় পরম বন্ধুর বিশুদ্ধ প্রীতির অনুগমন বিনা তদ্দত্ত বিষয়মদে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে একেবারে বিস্মৃত হইলে তোমার দিগের কি অসাধারণ অকৃতজ্ঞতা ও অসামান্য কৃতঘ্নতা মূলক মহা পাপ করা হয় না? এই সুযোগে সাধারণ জন সমাজের চেতন ও সতর্কতার্থ কিঞ্চিৎ প্রবোধ জনক উক্তি করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রোক্ত চূতন্দলাদি গত রহস্য সূত্রে আরও একটি আশ্চর্য্য বিষয় স্মরণ হইল, এক দিবস সেই করুণাময় মঙ্গল সঙ্কল্প পরম বন্ধুর প্রীতি বিকাশক নানা কার্য্যের সমালোচনাতে ভূতল হইতে জ্যোতির্ম্মণ্ডল পর্য্যন্ত কোন স্থানেই এমত পদার্থ মাত্র নেত্রগোচর হইল না, যাহাতে মনুজ কুল সম্পর্কে মঙ্গল সঙ্কল্প পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় নাই, পরন্তু মানবগণের ব্যবহার ধ্যান করাতে কোন মতে প্রমাণ হইল না যে তাহারা মনোযোগ পূর্ব্বক বারেকও মঙ্গলময় পরমেশ্বরের স্মরণ মনন করে বরং মনুজকুল বিষয় বাসনায় এত ব্যগ্র ও ব্যাকুল যে তদ্ভিন্ন অন্য চিন্তা ও মননার্থ স্বপ্নেও অবকাশ পাইতেছে না, মানব কুলের এরূপ অসঙ্গত অকৃতজ্ঞতাচরণ দৃষ্টে যার পর নাই ব্রীড়া হইবায় এমত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল যে কিয়ৎ কাল সমাধি শূন্য হইয়াছিলাম। অব্যবহিত পরে প্রাপ্তসমাধি হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সেই জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বর সমীপে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, হে নাথ! তুমি জগৎ পিতা ও পাতা, বরং সর্ব্বক্ষণ ক্ষমতা-

পন্ন রাজা, পরন্তু মনুজ কুলের অসংখ্য হিত ও মঙ্গলানুষ্ঠান করাতেও তাহারা তোমাকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছে, অথচ তোমার প্রদত্ত সুখ বিলাশই সম্ভোগ করিতেছে, এমত স্থলে তোমার স্মরণ মনন ও প্রীতি জন্য সাশনমূলক কোন নিয়ম স্থাপন কর নাই কেন ? তদুত্তরে যেন সেই করুণাময় বান্ধব এই উপদেশ করিলেন যে, হে বৎস! তুমি এত অধীর হইতেছ কেন ? তুমি কি জান না যে দণ্ড ভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা নাই, যে বিশুদ্ধ চরিত্র অসাধারণ সাধু মানব প্রাপ্ত প্রীতির অনুরোধে আমার প্রীতিকর কার্য্যের অনুধ্যান করিবেক, সে স্বয়ংই ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আমাকে পবিত্র প্রীতি অর্পণ করত মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেক, তবে সাধারণ লোকেরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অত্যাচারী হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্নকারী না হয়, তদর্থ শাসন প্রণালীতে বহু নিয়ম স্থাপন করা গিয়াছে, অতএব তুমি সাধারণ জনসমাজকে বিহিত উপদেশ দিতে ত্রুটি করিও না এবং আপন কর্ত্তব্য বিষয়ে

বীত রাগ হইও না। মানবেরা আপন আপন কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিবেক, তজ্জন্য তোমার ব্যাকুল ও বিমর্ষ অথবা লজ্জিত হওয়া অপ্রয়োজন।

এইরূপ উপদিষ্ট হইলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, হা! করুণাময় নাথের কি চমৎকার নিস্পৃহ উদার স্বভাব! এবং ঐরূপ উপদেশে ইহাই হৃদ্বোধ হইল যে মানবেরা তাঁহার উপাসনা ও তাঁহাকে স্মরণ মনন করুক বা না করুক তাহাতে তিনি কোন ক্ষতি লাভ বোধ করেন না, কিন্তু লোকেরা লোকযাত্রার বিঘ্নকারি হইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন, যেমন রাজধর্ম্ম বিশারদ কোন প্রাকৃত বিজ্ঞ রাজা অনায়ত্ত রাজ্য বিস্তার করা অপেক্ষা স্বায়ত্ত রাজ্যে শান্তি স্থাপন করাকে রাজধর্ম্মের সফল বোধ করেন, সেইরূপ প্রকৃত রাজাধিরাজ মহারাজ পরমেশ্বরও স্বার্থ উদ্দেশ বিনা কেবল জগৎরাজ্যে প্রজাগণের শান্তি সুখ দেখিতে পাইলেই আপনাকে কৃতকার্য্য এবং সফল উদ্দেশ্য বোধ করেন।

এই উপলক্ষে যথার্থ আস্তিক, নাস্তিক এবং আস্তিক নাস্তিক অভিমানী ও সভ্য অসভ্য সমস্ত মানব কুলকে লক্ষ করত সকলের মঙ্গল ও সতর্কতা উদ্দেশে প্রকাশ করিতেছি যে যদিও জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর প্রজা বাহুল্য ও প্রজাগণের আত্মরক্ষা জন্য মানবদিগকে কাম ক্রোধাদি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ঐ কাম ক্রোধাদিকে উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করণার্থ মানবদিগকে কেবল উজ্জ্বল বুদ্ধি দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, মানবেরা কাম ক্রোধাদির উত্তেজনায় অত্যাচারী না হয় এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে তুলনা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়পরতা, কৃতজ্ঞতা, সত্য নিষ্ঠতাদি সৎগুণ এবং আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি তথা ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, প্রদান করিয়াছেন, হে মানবগণ! দুষ্কর্ম্ম প্রতিবেধক সমস্ত মঙ্গলসূচক বিধান লঙ্ঘন পূর্ব্বক যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অত্যাচারী হইয়া লোকযাত্রার অসঙ্গত বিঘ্নকারী হও তবে সেই মঙ্গল সংকল্প পরমেশ্বরের অপরাধ কি? হে ভ্রাতৃগণ! বুদ্ধি বিবেক এবং বারম্বার পরকীয় অত্যাচারমূলক

দুঃখানুভব সত্ত্বেও পশুবৎ আচরণ পূর্ব্বক পরম নিয়ন্তার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম লঙ্ঘন করত আপন আপন অশিব আপনারাই উৎপাদন করিয়া নিয়ম লঙ্ঘন জনিত পাপে দণ্ডার্হ হইতেছ কেন? তোমরা নিশ্চয় রূপে জানিবে যে নিয়ম লঙ্ঘন মূলক দণ্ড হইতে ইহকালেই হউক অথবা পর-কালেই হউক কোনমতে নিস্তার ও নিষ্কৃতি নাই এবং যে সমস্ত সুখাভিলাষে মহাপাপে লিপ্ত হই-তেছ তাহা বাস্তবিক সুখ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, তদ্বিস্তারিত নিম্নে প্রকাশ করা যাই-তেছে।

হে মানবগণ! তোমরা পরিণাম বিবেক শূন্য হইয়া আত্মম্ভরি অভিমানমূলক অর্থাৎ আমি রাজা আমি ধনী আমি বিদ্বান আমি জ্ঞানী আমি সুন্দর এবং অন্য তাবৎ লোক আমা হইতে অধম অথচ আমার অধীন এবং পদানত থাকিয়া উপাসনা করে এইরূপ আত্ম গৌরব ও প্রভুতাকেই পরম বাঞ্ছিত সুখ জ্ঞান কর এবং উত্তমাহার উৎকৃষ্ট বেশ ভূষা ও পর্য্যঙ্কোপরি কোমলস্পর্শ শয্যাতে শয়ন ও পরম

সুন্দরী স্ত্রী-সম্ভোগ এবং বিলাস মূলক যান বাহন, বৃহৎ অট্টালিকাতে বাস ও রমণীয় উদ্যান পরিচারণাদিকে সুখের নিদান স্থির করিয়া তৎ প্রাপ্ত্যর্থ ঈশ্বর ভয় লোক লজ্জা রাজশাসন অতিক্রম করত মহা দুষ্কৃতিজনক অমার্জনীয় পাপে কলুষিত ও কলঙ্কিত হইতেছ অর্থাৎ অন্যায় অর্জন স্পৃহাতে ছল বল কৌশলে অথবা প্রতারণা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক পরধন পরস্ত্রী হরণ এবং অভিমানের চরিতার্থতা জন্য প্রতিবাসিগণের ভয়ার্থ অহিতাচরণ করিতেও ক্রটি করিতেছ না।

হে ভ্রাতৃগণ! অন্যায় অযুক্ত অভিলাষ ও ইচ্ছার মীমাংসা প্রথমত এক মৃত্যুই করিয়া রাখিয়াছেন, যে কাল মৃত্যু কালাকাল সময়াসময় কিছুই প্রতীক্ষা করে না এরূপ অনিবার্য্য মৃত্যুর অধীনে থাকিয়া যাহারা অহঙ্কার ও দম্ভ করে অথবা দাম্ভিকতার চরিতার্থতা জন্য অপ্রাপ্ত বিষয়াশয়ে ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়া অন্যায় ও অবিচার পূর্ব্বক ছল চাতুরি মিথ্যা প্রবঞ্চনা পথে অথবা কল কৌশল ও ছলে বলে পর পীড়ন কিম্বা পরধন ও পরস্ত্রী

পরমান অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিতান্তই অদূরদর্শী পরিণাম বিবেক শূন্য সন্দেহ নাই, পরন্তু মানবেরা আপন ইচ্ছা মতে অভিলাস পূর্ণ করিতে কোন মতে প্রশক্ত নহে, যদি মানবেরা আপন ইচ্ছা মতে প্রার্থনীয় বস্তু লাভে ক্ষমবান হইত, তবে পৃথিবীতে দুঃখের লেশ মাত্র থাকিত না এমত স্থলে মনুজগণের অহঙ্কার ও দম্ভ এবং অন্যায় উপার্জ্জন ইচ্ছা নিতান্তই জ্ঞানান্ধতার ফল সংশয় নাই।

দ্বিতীয়ত দাম্ভিকেরা কি এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দৃষ্টি করিতেছেন না যে, অসঙ্খ্য ধন এবং বিস্তৃত রাজ্য ও পিতা মাতা পুত্র কন্যা অমাত্য বন্ধু বান্ধব ও সংখ্যাতীত সেনা সেনাপতি বেষ্টিত মহৈশ্বর্য্যশালী যুবক রাজা সকল ঐশ্বর্য্য হইতে পরিচ্যুত হইয়া বিষম অনুতাপের সহিত অকালে লোকান্তরগত হইয়াছেন এ অবস্থায় ঐ যুবক জীবিত সময়ে যে আমার রাজ্য আমার ধন আমার বহু পরিবার আমার সেনা সামন্ত ইত্যাদি থাকা মনে করিয়া ধরণীতে পাদস্পর্শ করিতেন

না, সেই অহঙ্কার তাঁহার কোথায় রহিল, ঐরূপ কোন বিপুল ধনশালী যুবক নিরতিশয় দম্ভ সহকারে বিলাস বাসনায় বিচিত্র উদ্যান প্রস্তুত জন্য দশ বার্ষিক নিয়মে অদ্য কার্য্যকর নিযুক্ত করিয়া কল্যই করাল কালগ্রাসে গ্রাসিত হইবায়, হা হতাশের সহিত ইহ লোক পরিত্যাগ করিলেন ও কোন অপরিমিত বয়স্ক ধনী সন্তান অদ্য যথোচিত উৎ- সাহের সহিত সুরম্য হর্ম্ম্য ও উৎকৃষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণার্থ দ্বিলক্ষ মুদ্রা ব্যয় ধার্য্য পূর্ব্বক কারুগণ সহিত বহু পরামর্শ করিলেন, কল্যই নিদারুণ শমন সদনের অতিথি হওয়াতে বিষম বিষাদের সহিত তাঁহার পরলোকে যাত্রা করাই সার হইল, এই প্রকার কোন বহু উপার্জ্জন শীল প্রধান মানব আপন উন্নত বয়স্ক সন্তানকে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্ত দৃষ্টে বন্ধু বান্ধবের সহিত সেই সন্তানের বিদ্যা চর্চ্চা অর্থাৎ আমার পুত্র গণিত ও সাহিত্য উভয় বিষয়েই উত্তম এবং ইহার চরিত্রও অনেক বালক হইতে মহৎ কখনও পিতা মাতাদি গুরুজনের সঙ্গে ঊর্দ্ধমুখে উচ্চ

বাক্য কহে না বরং অতি নম্রভাবে আচরণ করিয়া থাকে, এবং ভৃত্যবর্গ সকলেই ইহার নিরহঙ্কার ও শান্ত স্বভাবে ইহার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকে, পরন্তু মদ্যপান দ্যূত ক্রিয়া লাম্পট্যাদি ব্যসন দোষ মাত্র নাই, ইত্যাদি প্রশংসা সূচক আলাপ করতে অদ্য কতই আনন্দ অনুভব করিলেন তাহার ইয়ত্তা কে করে কিন্তু কল্যই অতিসার রোগে সেই সন্তানের নিধন হওয়াতে একেবারে অতলস্পর্শ শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন, ঐরূপ ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক কোন বালক অসংখ্যবিত্ত স্বামী আপন পিতৃ ক্রোড়ে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সদা-হ্লাদে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, হঠাৎ সেই অপরি-চিত দুঃখী বালকের পিতৃবিয়োগ এবং অস্বামিক ও অরক্ষিত বিত্ত দৃষ্টে ধূর্ত্ত বঞ্চকেরা অপহরণ করি-বায় নিতান্ত দুস্তর দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া যারপর নাই দুঃখভাগি হইলেন, এই প্রকার উদা-হরণের অন্ত নাই।

প্রথমত এক মৃত্যুইত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অদ্বি-তীয় কারণ ও তাবৎ সুখের নিদারুণ অন্তরায়, আবার

দেখ কোন সম্রাট শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য ও যুদ্ধ কৌশলে অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ এবং দিগবিজয় করত অপর রাজগণ মধ্যে অতুল্য ও অদ্বিতীয় রূপে গণ্য তদ্ভিন্ন তাহার সভামণ্ডপ বহু অমাত্য বন্ধু বান্ধব ও নানা দিগ্দেশীয় মহাকবি ও দার্শনিক পণ্ডিত তথা অসংখ্য কর্ম্মচারী এবং ধন রত্নে পরিপূর্ণ আবার সুশোভিত অন্তঃপুর-ললামভূতা অনুপম লাবণ্যময়ী পরম সুন্দরী রমণীয় রমণীকুলে ও দাস দাসীতে সমুজ্জ্বল অপিচ দ্বারদেশ মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ রথী এবং সেনা নায়ক ও সৈন্য শ্রেণীতে নিরতিশয় শোভনতম ও নিতান্ত প্রতাপান্বিত থাকাতে বিপক্ষ রাজগণেরা সদা সশঙ্কিত থাকিতেন, সুতরাং শত্রু আক্রমণ এবং সুদৃঢ় সাশনে দস্যু তস্করাদি ভয় মাত্র পরিশূন্য হইবায় কোন প্রকারে শান্তি সুখ ও আমোদ প্রমোদের বিরাম ছিল না, কিন্তু এমত সুখ সৌভাগ্য সময়েই দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ স্বয়ং সম্রাট লোচন দ্বয় হারাইয়া একেবারে তাবৎপ্রকার সুখ স্বাস্থ্যে বঞ্চিত, বরং অন্ধতা জন্য চতুর্দ্দিক

হইতেই বিপক্ষ রাজন্যগণ ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া ঐ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শালী সাম্রাজ্যের বিধ্বংশ ও বিনাশ কামনায় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত পরতন্ত্র হইলে আপন অধিকৃত বিস্তৃত রাজ্য অত্যন্ত শঙ্কটাপন্ন দৃষ্টে স্বয়ং নৃপমণি এমত আক্রান্ত ও ব্যাকুল হইলেন যে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বিদূরিত হওয়াতে সুখ-স্বচ্ছন্দতা একান্তই তিরোহিত হইল পরন্তু মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও সুস্থির থাকার উপায় থাকিল না, এই স্থলে চক্ষু সম্বন্ধীয় কার্য্যকারিতা বিষয়েও কিঞ্চিৎ বর্ণন করা শ্রেয় জ্ঞান করিলাম।

যদিও সাধারণ জন সমাজ অনেকেই নয়নকে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান গণ্যে মুক্তকণ্ঠে বহু প্রসংশাবাদ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু নেত্রের শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধানত্বের কারণ কি আন্দোলন নিরাছে বোধ করি তদ্বিষয় অনেকেই অপরিজ্ঞাত, সুতরাং নয়নের প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। যদ্যপি আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল ও প্রয়োজনীয় এবং অভাব-জনিত কষ্ট ক্লেশ প্রায় সমান হইলেও

রসনার রস গ্রহণ ও বাক্ শক্তি, নাসিকার শ্বাস-প্রশ্বাস ও আঘ্রাণ, শ্রুতির শ্রবণাধিকার বিনা অন্য ক্ষমতা না থাকাতে ইহাদিগের শক্তি সাধ্য সীমা-বদ্ধ সন্দেহ নাই, কিন্তু নেত্রাধিকার একান্ত ব্যাপক অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সাবধান সতর্কতাদি তাবৎ কার্য্যেই লোচনের অত্যা-বশ্যক, তদ্ব্যতীত প্রস্তাবিত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইতে পারে না বিধায় চক্ষুর্দ্বয় সকল ইন্দ্রিয় হই-তেই শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান বরং রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না পরন্তু রসনাদি অপরেন্দ্রিয় ত্রয়ের অভাব হইয়া যদি নেত্রমাত্র বর্ত্তমান থাকে তবে জীবন ধারণে তত কষ্ট হয় না যত কষ্ট ও যাতনা এক নয়ন হীন হইলে হইতে পারে, কারণ অন্ধ মানব পদে পদে প্রতি কার্য্যেই পরাধীন হওয়াতে নেত্রহীন জনের অপার ঐশ্বর্য্য ও বিপুল ধনসম্পত্তি থাকিলেও সতত অধীনতা যন্ত্রণায় ত্যক্ত বিরক্ত হও-য়াতে নিতান্ত বাঞ্ছিত জীবন রত্নে পর্য্যন্ত অবসাধ হয় সুতরাং অনেকে মৃত্যু কামনাতেও বাধিত হয়েন। ঐরূপ অতি তেজস্বী ধী বিশিষ্ট মহাবিদ্বান প্রবল

ক্ষমতাশালী অতুল্য কার্য্যক্ষম কোন রাজপুরুষ যিনি পরম সূক্ষ্ম চাতুরী ভেদ করিতে অসাধারণ নিপুণ এবং যাঁহার কার্য্য দক্ষতাতে রাজা প্রজা সকলেই সন্তোষ বরং সকলের মুখে অবিশ্রামে যাঁহার প্রসংশা সূচক বাক্য বিনা অন্য কথাই নাই। কিন্তু তিনি বহু মূত্ররোগে এত বিব্রত যে সুখাদ্য আহার করার ত সাধ্যই নাই প্রত্যুত অবিশ্রান্ত মূত্র ক্ষরণ হইবার উত্তম শয্যাতে শয়ন করা দূরে থাকুক বসিতেও পারেন না, এরূপ ধন ঐশ্বর্য্য বাগান বাড়ি পিতা মাতা পত্নী পুত্র বহু পরিবার সত্ত্বেও কেহবা গ্রহিনী, কেহবা উদরাময়, কেহবা রক্তামাসয়, কোন ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগে অর্দ্ধাঙ্গ ও বাক্ শক্তি রহিত কোন জন মহাব্যাধিতে গলিতাঙ্গ পলিত কেশ হইয়া আহার নিদ্রায় বঞ্চিত, সুতরাং বিভাবরী কেবল শয্যা কণ্টক যন্ত্রণা ভোগ করত জীবন যাপন করিতেছেন বরং এতাধিক গুরুতর ও উৎকট রোগে আক্রান্ত বহু মানব অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে অসক্ত হইয়া উপস্থিত শঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার মানসে

দিবা রাত্রি একান্ত অপ্রার্থনীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিতেছেন। আরও দেখ, কোন যুদ্ধ বিশারদ বীর-চূড়ামণি রাজা দিগ্বিজয় দ্বারা আপনাকে সর্ব্বজয়ী অদ্বিতীয় বোধ করত অপার হর্ষ অনুভব করিয়া মহা গর্ব্বিতান্তঃকরণে কাল হরণ করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে দেশান্তর হইতে আগত প্রবল বলশালী বিপুল সৈন্যপতি অন্য রাজার হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও রাজ্য ভ্রস্ট এবং রাজধানী পরিচ্যুত হইয়া নিদারুণ বিষাদ-সাগরে মজিলেন। কোন অত্যাচারী রাজা রাজদর্পে দর্পিত ও স্বেচ্ছাচারের বশম্বদ হইয়া প্রজাগণের অসন্তোষজনক অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা মূলক অত্যাচার করাতে প্রজাবর্গ ঐক্য মতে রাজ-সভাতেই ঐ রাজাকে দারুণ প্রহার ও ক্রূর আঘাতে সংহার করিল। আজি কি কোন ভূম্যধিকারী অংশীবঞ্চনাশয়ে কৃত্রিম নিদর্শন প্রস্তুত করণাপরাধে রাজদণ্ডে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হইলেন, অদ্য কি কোন অজিতেন্দ্রিয় বিবেক হীন ধনগর্ব্বিত লম্পট যুবক বলাৎকার রূপ মহাপাপে দ্বাদশ বর্ষ নিয়মে কারারুদ্ধ

হইলেন, কল্য কোন রাজপুরুষ উৎকোচ গ্রহণাপ রাধে পদচ্যুত ও দ্বীপান্তর গমন করিলেন, আজি কি বাণিজ্য ব্যবসায়ী কুবেরতুল্য কোন ধনির শতাধিক অর্ণবপোত মহাভীষণ বাত্যায় সাগর মগ্ন হওয়াতে একেবারে নিঃস্ব ও মহাদরিদ্র শ্রেণীভুক্ত হইলেন, এতদ্ভিন্ন ভয়ানক ঝটিকা ভূমিকম্প উল্কাপাত আগ্নেয়গিরির অগ্নি উচ্ছাসন তথা জল প্লাবন এবং মহামারি দুর্ভিক্ষ, পরন্তু সামাজিক ও পারিবারিক কলহ বিবাদে কত শত বিপদের সম্ভাবনা যে তাহার অন্তই নাই।

যদি কোন মানব নীরোগ ও নিরাপদে যথোচিত সুখ সম্ভোগের সহিত পরিমিত আয়ু প্রাপ্তে জীবিতও থাকেন, তাহাও শতাধিক বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে, সুতরাং তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবেক, যে হেতু মানবেরা সহস্র কোটি বৎসরের গণনা করিতে পারেন, এমত স্থলে সম্রাটই হউন, কিম্বা কুবের তুল্য ধনিই হউন, অথবা অগাধ বিদ্যাশালী জ্ঞানবানই হউন, কি অতুল্যরূপ যৌবন-বিশিষ্ট কুলীনই হউন, যখন সকলেই মৃত্যু

ও অনন্ত বিপদ এবং অকিঞ্চিৎকর পরমায়ুর বাধ্য, তখন এই পৃথিবীতে কাহারো অহঙ্কার ও দম্ভ করার সম্ভাবনা নাই, যে করে সে নিতান্তই পরিণাম জ্ঞান-শূন্য পশু, অপরন্তু আহারাদিতে যে সুখ মনে কর তাহাও বাস্তবিক সুখ নহে, কেবল এখানকার কার্য্য সম্পাদনার্থে পরম কৌশলী পরমেশ্বর আহার ব্যবহারাদিতে সুখের লেশ মাত্র দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করাইতেছেন।

হে মনুজকুল! দেখ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সুখাদ্য আহারও রসনা হইতে অধোগামী হইলে আর রস বোধ থাকে না এবং তাহার পরিণাম মল মূত্র, পুনশ্চ সেই আহারীয় দ্রব্যাদিতে দেহ বর্দ্ধিত হওয়ার কাল অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত যেমন সুস্বাদ বোধ হয়, বয়সাধিক্যে সেইরূপ বোধ হয় না, ইহাতেই বিবেচনা করিবে যে আহারীয় সুখ বাস্তবিক সুখ নহে, তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গ-জনিত সুখও নিতান্ত ক্ষণিক তাহারও পরিণাম রেতস্খলন বিনা নহে এবং সন্তান উৎপত্তিই তাহার চরম উদ্দেশ্য পরন্তু যৌবনকাল অতীত হইলেই তাহাতেও অরুচি

জন্মে সুতরাং তাহাও সুখের অনুরূপ বিনা স্থায়ী সুখ হইতে পারে না। অতএব এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সুখের আস্পদকে জ্ঞানি মানবেরা সুখ মধ্যে পরিগণিত করেন না, বরং এই সমস্ত চকিতের ন্যায় সুখাস্পদ বিষয় কেবল দেহ রক্ষা ও বৃদ্ধি এবং শুক্র ও সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত পদাতিক স্বরূপ বোধ করেন, অতএব নিষ্পাপ মূলক নির্ভয় ও আশা রহিত নিশ্চিন্ততা তথা স্বাধীন রূপে ঈশ্বর প্রীতি ও প্রাপ্তি জনিত ভূমানন্দই যথার্থ স্থায়ী সুখ, তাহা অচল প্রীতি ও অটল ভক্তিপূর্ণ ঈশ্বর পরায়ণ পবিত্র চরিত্র ও তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন মুক্ত মানব বিনা অপরের বোধগম্য নহে। পরন্তু সাংসারিক নানা উদ্বেগে চিন্তাকুল অথবা রোগগ্রস্ত থাকিলে কি আহার কি বিহার কি দুগ্ধফেণনিভ কোমলস্পর্শ শয্যা কি বশন ভূষণ যান বাহন কি বৃহদট্টালিকা ও প্রাসাদ কি মনোরম্য উদ্যান কিছুই সুখের নিমিত্ত হইতে পারে না, বরং অনেক সম্ভ্রান্ত প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী বহু ব্যাপার বিশিষ্ট নীরোগ মনুজের বিবিধ সুখ বিলাস উপযোগী দ্রব্যাদি থাকা সত্ত্বেও কিসে উপার্জ্জিত

গুরুতর সম্ভ্রম রক্ষা পাইবেক তৎঘটিত দুশ্চিন্তাতে একেবারে নিদ্রাশূন্য থাকিতে দেখা গিয়াছে। ঐ সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক হইতে বরং কৃষিজিবী অত্যল্প বোধাধিকারী পরিশ্রমশালী মানবদিগকে সুখী বলিলেও একবার বলা যাইতে পারে। কারণ তাহারদিগের মানাপমান সম্ভ্রমের আশঙ্কা না থাকাতে কোন চিন্তার দায়ই নাই পরন্তু নিয়মিত পরিশ্রমে জঠরানল প্রদীপ্ত থাকিবায় সামান্য দ্রব্য আহারও সুস্বাদু বোধ ও পরিপাক হয় এবং অপ্র-বাসী বিধায় সদাকাল কলত্র পুত্রাদি পরিবার সহ-বাসে আনন্দমনে সুনিদ্রাতে রাত্রি প্রভাত করে।

হে ভ্রাতৃগণ! এই সকল হেতুবশত নিশ্চয় রূপে বোধ হইতেছে মহাকৌশলী পরমেশ্বর যে আহার বিহারাদিতে সুখের গন্ধমাত্র দিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য কেবল প্রজা বাহুল্য এবং প্রজা বাহুল্যের হেতু কেবল ঈশ্বর প্রেমি বৈজ্ঞানিক সত্য ধার্ম্মিকের সদ্ভাব, অতএব এই কর্ম্ম স্থল পৃথিবীতে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিলে ইহ পরকালে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত

মনে অত্যানন্দ অনুভব করিতে পারিবে। অন্যথা এখানেও নানা ক্লেশ লাঞ্ছনা পরকালেও কৃত কর্ম্মের সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইত্যবধানে ঈশ্বরাভিপ্রেত ধর্ম্মাচরণ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তদ্বিষয়ে প্রমাণান্তর অনুসন্ধান করিও না। এইক্ষণে কলত্র পুত্রাদি পরিবারবর্গকে যে আত্ম বোধে মুগ্ধ হইতেছ, তৎসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ উপদেশ ব্যক্ত করিতেছি।

হে মানবগণ! তোমরা যে আমার পিতা আমার মাতা আমার স্ত্রী আমার কন্যা বিশ্বাস করিতেছ ইহাও অত্যন্ত ভ্রমজনক বিনা নহে, কারণ তোমার আগন্তুক মৃত্যুকে তোমার পিতা অথবা তোমার পিতার লোকান্তর গমন কালে তুমি মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হইতে পার কি না? যদি বল মৃত্যুকে নিবারণ করিতে কাহারও শক্তি নাই, তবে তোমার পিতা কিম্বা তুমি পিতার পুত্র এই সম্বন্ধ অলীক ও মিথ্যা হইল কি না? বরং তুমি যখন স্বকীয় নিতান্ত প্রেমাস্পদ জীবনকে রক্ষা করিতেই অশক্ত, তখন তোমার স্বীয় কলেবরই একান্ত সম্পর্ক শূন্য।

বাস্তবিকও আমার পুত্র আমার কন্যা আমার দেহ এই সম্পর্ক বস্তুত মিথ্যা, কারণ যে বস্তুতে আমার অধিকার নাই সে বস্তু আমার কি রূপে হইতে পারে, কেবল সুচতুর পরম কৌশলী পরমেশ্বর জগৎকার্য্য পরিচালনার্থ মহা মায়া বিস্তার করাতে আপন শরীর ও পত্নী পুত্র তনয়াদিকে আমার বিশ্বাস করিয়া তাহারদিগের ভরণ পোষণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ধনাগম চেষ্টাতে ব্যতিব্যস্ত ও বহু ভয় এবং ঘৃণা লজ্জা অতিক্রম করিয়া অন্যায় ও অসৎ উপার্জ্জনের ত কথাই নাই দস্যুবৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বনে ধনোপার্জ্জন করত শান্তি ভোগ করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ ও শঙ্কা করিতেছ না। হে জগৎ-পাতা! তুমি ধন্য চতুর চূড়ামণি! তোমার চতুর-তাকে বলিহারি যাই, কি চমৎকার মায়া ও কৌশলে জগৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছ, জগৎ কর্ত্তা হইয়াও কোন কার্য্যেই তোমাকে যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কৌশলগুণে সৃষ্ট পদার্থেরা আপ-নারাই সাতিশয় ব্যাকুল ও ব্যস্ততার সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।

হে মানব ভ্রাতৃগণ! জগৎপাতার অভিপ্রায় মতে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য বৈধ রূপে করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু মহা মায়াতে বিমোহিত হইয়া আমার আমার করিয়া দণ্ডার্হ পাপাচরণে লিপ্ত হইও না, তাহা ঈশ্বরেরও অভিমত নহে, পরন্তু কারাবাস দণ্ড দস্যুরই হইয়া থাকে, তাহার পরিবারবর্গ——যাহারদিগের লালন পালনার্থ দস্যুবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জন করে তাহারা কেহ দণ্ডনীয় হয় না, তবে কেন পরের জন্য মহা পাপজনক দুষ্কর্ম্ম এবং ধনগর্ব্বিত অন্যায়ান্বিত স্বেচ্ছাচার সম্পন্ন অন্যান্য চাটুবাদরত ধনি মানবগণকে ঈশ্বরবৎ মান্য করত অদ্ভুত চাটুবাদ অর্থাৎ মূর্খকে পণ্ডিত, অজ্ঞানকে পরম জ্ঞানী, মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী, কৃপণকে দাতা, ক্রূরকে সরল, নিষ্ঠুরকে দয়াল বলিয়া স্তুতিবাদে, আবার ঐরূপ ধনিলোককে দৃষ্টিমাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাপরাধির ন্যায় করপুটে অনুগমন ও তাহার আরোপিত মিথ্যা বাক্যের সাক্ষ্যতা প্রদান এবং তাহার হাস্য দৃষ্টে হাসী ও তাহার ক্রন্দন দৃষ্টে রোদন অপিচ

ছদ্মবেশী কৃত্রিম ব্যবহারি মানবেরা স্থান ও পাত্র ভেদে শাক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্ম সঙ্ সাজিয়া এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন ও গাত্রমর্দ্দন এবং প্রয়োজন মতে পাদুকা-পর্য্যন্ত অগ্রসর করণাদি বরং ততোধিক অসৎ ও কুৎসিত উপায়েও ধনীগণের মনোরঞ্জন দ্বারা একেবারে মানব মহত্ত্ব বিসর্জন পূর্ব্বক অন্তিম নীচতা স্বীকার করিয়াও নিতান্ত কাপুরুষোচিত স্বার্থ-সাধন করাকে শ্লাঘা ও এতদ্বিষয়ে যে যত পরিমাণে অধিক পটু সে তত পরিমাণে আপনাকে অধিক ক্ষমবান বোধ করে। কি ঘৃণা কি লজ্জার বিষয়? যে স্থলে স্বাধীনতা প্রিয় মহান মানবেরা এরূপ কার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে জীবন নাশকেই শ্রেয়ো-জনক জ্ঞান করে, এমত স্থলে ঐ জঘন্য লোকেরা উক্ত মত অতি নীচ কর্ম্ম করিয়াও আমি পণ্ডিত আমি কুলীন বলিয়া প্রগাঢ় অভিমান ও প্রগলভতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে না।

হে মনুজগণ! মরণাধীন পিতা মাতা তনয় তনয়া কলত্র ভ্রাতা ভ্রাতষ্পুত্র ভগিনী ভাগিনেয়

পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতির মধ্যে যাহার প্রতি যত অধিক স্নেহ ও প্রীতি করিবে, তাহার জন্য তত অধিক শোক তাপ এবং ক্রন্দন করিতে হইবে, তাহা দুই প্রকারেই হওয়া সম্ভব অর্থাৎ সেই সন্তান স্নেহাস্পদ মানব তোমার সাক্ষাতে লোকান্তরিত হইলে অথবা তাহার সাক্ষাতে তুমি লোকান্তর গমন করিলে বিয়োগ [illegible] জনিত বহু যাতনা-মূলক শোকাবেগ অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। পরন্তু সেই পরলোক গামি প্রেমাস্পদ যদি জিতেন্দ্রিয় দয়াশীল জ্ঞানবান ন্যায়পর সত্যনিষ্ঠ ঈশ্বর পরায়ণ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্ এবং বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত ও উপার্জ্জনশীল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি হয়, তবে তাহার প্রত্যেক গুণই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় হৃদয়বিদারক হইয়া প্রাণ নাশক হওয়া অসম্ভব নহে, বরং ঐরূপ শোকে অনেকের প্রাণ বিয়োগও হইয়াছে। আর সেই স্নেহাস্পদ মানবের চরিত্র যদি কামাচারি অথবা চৌর্য্য চাতুরী কিম্বা ক্রূর কি নিষ্ঠুর তথা ক্রোধশীল হয়, তবে তদ্দ্বারা সকলের ব্যভিচার ও পরানিষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাহা হইলে লোক নিন্দা

সূচক প্রভৃতি বাক্য শেল স্বরূপ হৃদয় বিদীর্ণ কর সন্দেহ নাই। প্রভ্যুত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে মহা অনর্থকর ব্যাপার উপস্থিত কালে কত শত অসহ্য যাতনা সহিতে হইবে তাহার ইয়ত্তাই নাই, অতএব এই সমস্ত অবশ্যম্ভাবি বিষয়ের বিচার পূর্ব্বক আপনাকে সাবধান করিতে পারিলে অর্থাৎ আমার কেহ নহে, সকলই ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরাধীন জানিয়া অলিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করিলে প্রস্তাবিত যাতনা মূলক শোক তাপাদি দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে না।

হে মানবকুল! মদীয় এতাবৎ উক্তিতে এমত মনে করিও না যে পিতা মাতা পত্নী পুত্রাদি পরিবার ত্যাগ করত সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি, যদিও হিন্দু মুসলমান ইংরাজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রকার ভেদে সন্ন্যাসী হওয়ার বিধি ও সন্ন্যাসী থাকা দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহা যে ঈশ্বরাভিপ্রেত এমত কোন প্রবল যুক্তি জগৎ পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, বরং তদ্বিরুদ্ধেই অকাট্য যুক্তি সমস্ত জগৎ গ্রন্থে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকা দৃষ্ট হইতেছে, যথা

পরম পাতা জগদীশ্বরের পাতৃত্ব গুণ হইতে মহোপকারী স্নেহের উৎপত্তি হইয়া সেই স্নেহ হইতেই পিতা মাতার হৃদয়ে স্নেহের আবির্ভাব হইয়াছে। যে স্নেহেতে বাধিত হইয়া মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের প্রাণসংশয় যন্ত্রণাকে যন্ত্রণাই বোধ করেন না এবং সন্তান প্রসব হইলে ঐ সন্তানের মলমূত্রে সদা আর্দ্র এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও ঐ সন্তানের লালন পালনে মহা ব্যগ্র এবং সেই সন্তান যে পর্য্যন্ত যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন সুখাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং ভোগ না করিয়া ঐ সন্তানকে ভোগ করাইতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন এবং আজীবন ঐ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল ও শঙ্কিত থাকেন। পরন্তু মঙ্গলাশয়ে কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা হেতু শরীর শোষক কষ্টকর বহু ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন। ঐরূপ পিতাও শিশু সন্তানের লালন পালন ও বসন ভূষণ এবং সুশিক্ষার জন্য বহু আয়াশ বিবিধ কষ্ট ও নানা প্রকার অপমান এবং অশেষ ভয় বিপদ স্বীকার করিয়াও ধনাগম

চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন না, বরং স্বয়ং অশন বসনাদিগত কষ্ট পাইয়াও সন্তান সম্বন্ধায় উচিত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ কায়মনোবাক্যে যত্নশীল থাকেন। অতএব এ রূপ মহোপকারী পিতা মাতা যাঁহারা স্থবিরাবস্থায় ঐ সন্তান হইতে প্রতিপালিত ও সেবিত হওনার্থ একান্ত বাধ্য এবং তজ্জনাই পরম-পাতা পরমেশ্বর সন্তানেতে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া বন-গামী ও সন্ন্যাসী হইলে প্রথমতই জগৎপাতার প্রদত্ত স্নেহ ও ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার অমর্য্যাদা ও অবমাননা পূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক মুখ্য আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। যখন পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালনই যথার্থ সত্য ধর্ম্ম, তখন এরূপ প্রবল আজ্ঞা অবজ্ঞা করিলে অবশ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ জগতে প্রজা বাহুল্যের নিমিত্ত জগৎপতি মানবাদিকে দুর্জ্জয় বলবান কামবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহার গুণ স্ত্রীসঙ্গ লিপ্সা এবং যাহার এমত প্রবল বল যে আহারাদি কোন বিষ-

সেই স্বপ্নে সফলতা নাই কিন্তু স্বপ্নে পর্য্যন্ত কাম ভোগের সফলতা হইয়া থাকে, যেহেতু জগৎ স্রষ্টা জগদীশ্বরের বহু প্রজা উৎপত্তি করাই গুরুতর ও প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং কাম বৃত্তিতে এমত প্রবল বল প্রদান করিয়াছেন যে মিথ্যা স্বপ্নেও সত্য জ্ঞান করে, এমত স্থলে সন্ন্যাসী হইলে কেন ঈশ্বরের অমোঘ আজ্ঞা নিশ্চয়ই অনাদর ও অবহেলন করা হয়, পরন্তু সন্ন্যাসী হইলে অনাহারে জীবন ধারণ হইতে পারে না এবং আহার করিলেই শুক্রের উৎপত্তি ও কাম সম্ভোগের ইচ্ছা হয়, আর ঐ রেতঃ একান্ত ধারণযোগ্য ও সম্ভবপর নহে, অতএব যদি সেই সুত প্রসূতক শুক্র হইতে বৈধরূপে সন্তান উৎপাদন না করিয়া অস্বাভাবিক অথবা অন্যা উপায়ে কলেবর নির্ম্মাণ উপযোগী স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ শুক্র অকারণে বৃথা নষ্ট করা হয় তবে সুতহা পাপে পাপী হইতে হয় সন্দেহ নাই।

তৃতীয়ত ঈশ্বর স্থাপিত সকল বিধানই সাধারণের জন্য এক ও এক নিয়মান্তর্গত; কোন

বিধিই বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র রূপে থাকা যখন জগৎ পুস্তক দ্বারা প্রমাণ হয় না, তখন যদি সমষ্টি মনুষ্যই সন্ন্যাসী হয়, তবে জগৎপতির সৃষ্টি নিতান্তই লোপ ও উচ্ছিন্ন হওয়ার একান্ত সম্ভব। অতএব সন্ন্যাস ধর্ম্মগত বিধি ব্যবস্থা সঙ্গত এবং ঈশ্বরাভিপ্রেত বোধ হয় না, তবে সংসারের সহিত সমাজের বিশেষ সম্বন্ধ থাকা হেতু হিংসা দ্বেষ ঈর্ষাদি ঘটিত পাপ তাপ সংস্রবের নিতান্ত সম্ভব এবং বহু পাপী সংসর্গে নিষ্পাপ সত্যধর্ম্ম যাজনে অসৎ লোকের অসহ্য অত্যাচার ও অশেষ প্রকার বিপদ বিঘ্ন অতিক্রম করিতে অধৈর্য্য ও অসক্ত হইতে হয় বিবেচনায় তদ্ভয় বশতঃ যদি কোন অবৈজ্ঞানিক সাধু চরিত্র মানব মনুজ সম্পর্ক হইতে ভিন্ন ও বনগামী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনাতে একান্ত লিপ্ত হয়েন, হইতে পারেন, কিন্তু তাহা যে সঙ্গত ও ঈশ্বরাভিপ্রেত উচিত কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা সিদ্ধান্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক মহান্ মানবেরা স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রাণ বিয়োগ

হইলেও সন্ন্যাস ধর্ম্মকে ঈশ্বরাভিপ্রেত বিহিত ও প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারেন না। যেহেতু বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম জগৎ গ্রন্থান্তর্গত এবং জগৎ পুস্তকে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিযোগী কোন বিধান অবভাষিত হয় না, সুতরাং সন্ন্যাস ধর্ম্ম যখন ধর্ম্ম মধ্যেই পরিগণিত হইল না বরং ঈশ্বরাজ্ঞা পালনধর্ম্মই মুখ্য ধর্ম্ম স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে, তখন আহার বিহারাদি গত অকিঞ্চিৎকর সুখেও সাধারণ জন সমাজকে বঞ্চিত থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে না, বরং বৈধ উপায়ে সেই সমস্ত সুখ সম্ভোগ করিতে জগন্নিয়ন্তার সমীচীন নিয়ম ও সম্পূর্ণ অভিপ্রায় থাকাই প্রমাণ ও প্রকাশ করা হইয়াছে। সুখাভাস মাত্রস্বরূপ আহার বিহার ও অবাস্তবিক সম্পর্কীয় পুত্র মিত্র কলত্রাদির নিমিত্তে ও মিথ্যা অভিমানের চরিতার্থতা জন্য পরম নিয়ন্তার স্থাপিত অলঙ্ঘনীয় নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বার্থপরতা মূলক অন্যায় ও অবিচারে পর-মান পর ধন পর পত্নী পরভূমি হরণাদি পর পীড়া রূপ মহা মহা পাপে রত ও লিপ্ত হওয়া কোন

মতে মানব প্রকৃতি সিদ্ধ উচিত ও উপযোগী হইতে পারে না। ইহাই মদীয় ব্যক্ত বক্তব্যের যথার্থ তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য।

হে মনুজকুল! তোমারদিগের সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন যোগ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক নহে। তথাপি আরো কিঞ্চিৎ লিখিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি. হে ভ্রাতাগণ! যে দয়াময় ঈশ্বর তোমারদিগের সুখের জন্য অনন্ত কাম্যবস্তু উৎপাদন করিয়া অপার দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি অর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই। যদি তাহা না কর ক্ষতি নাই, আবার নানা কারণে বিবিধ পাপাচরণ পূর্ব্বক দণ্ডনীয় হইলে সেই অপাপবিদ্ধ জগন্নাথের প্রতিই দোষারোপ কর কেন? সেই একান্ত নিস্পৃহ ~~উদারমতি~~ জগৎপতি তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত হয়েন না, তাহা তাঁহার উপদেশ বাক্যে উপরেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলে দারুণ অত্যাচারী হইয়া স্বর্গতুল্য আনন্দধাম অবনীকে যে ক্রন্দন সাগর নরককুণ্ড

করিয়াছ, ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ অসন্তোষকর। যখন ভূতলজাত অনেক সাধু চরিত্র মানবকে স্বার্থপরতা ও হিংসা দ্বেষ ঈর্ষাদি দোষ শূন্য বরং তদ্বিরুদ্ধ দয়াবান্ ক্ষমাশীল ন্যায়পর সত্য নিষ্ঠাদি সমুচিত গুণ বিশিষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন ঐ সমস্ত গুণ তুল্য রূপে সকল মানবেরই থাকা একান্ত সম্ভবপর এবং তাহা হইলে এই পৃথিবী কি সুখময় আনন্দধাম গণ্য হইত না? কেবল তোমারদিগের অবিবেক ও জ্ঞানান্ধতা নিবন্ধন নানা অত্যাচারে কি এই অবনি শোকাগার বিপদ স্থান হয় নাই? কি পরিতাপের বিষয়! করুণাময় জগৎপাতা অবনিজাত প্রাণীবর্গের বিপদ বিঘ্ন নিরাকরণার্থ যত প্রকার সদুপায় ও মঙ্গলময় নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, অনবধান দোষে তোমরা সকলই ব্যতিক্রম পূর্ব্বক আপনারাই দুস্তর দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতেছ। হে ভ্রাতৃগণ! একবার মনে কর দেখি, পরকীয় যে কার্য্যের দ্বারা স্বকীয় মর্ম্মান্তিক বেদনা কিম্বা গ্লানি অনুভব হয়, স্বীয়কৃত সেই কার্য্য দ্বারা অন্যেরও ঐরূপ বিষম যাতনা বা অপমান

হয়ই হয়, ইহা জানিবার নিমিত্তই পরম কারুণিক পরমেশ্বর কেবল মানববর্গকেই তুলনা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। ঐ তুলনা বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও যে জানিয়া শুনিয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরের অভিপ্রায় লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিষম অত্যাচারী হইতেছ, ইহার পরিণামও নিশ্চয় গরলময় সন্দেহ নাই। পরন্তু তোমরা কি পুরাবৃত্ত ইতিহাসাদিতে অত্যাচারী কুলাচার রাজবৃন্দের দুর্দ্দশা ঘটিত প্রস্তাব দৃষ্টি কর নাই? অর্থাৎ অতি পূর্ব্বকালে লঙ্কাদ্বীপস্বামী বিবেকশূন্য অজিতেন্দ্রিয় মানবধর্ম্ম-বিপন্নকারী স্বেচ্ছাচারী অধম অত্যাচারী রাবণ ও ভারতবর্ষস্থ কংশ, দুর্য্যোধনাদি রাজা ও বঙ্গদেশ শাসিতা ইদানীন্তন নবাব সেরাজোদ্দৌলা ও রোম সিংহাসনস্থ প্রাচীন সম্রাট্ নিরু ও কালিগুলা প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাগণ অত্যল্পকাল রাজ্য ভোগ না করিতেই বাক্যাতীত অপমানের সহিত দারুণ অপঘাতে লোকান্তরগামী হইয়া কৃত অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত-রূপ প্রচুর শাস্তি ভোগ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান কালেও অত্যাচারীর বিবিধ বিড়ম্বনা অহরহ কি নেত্রগোচর হইতেছে না? যখন কোন মানবই কৃত

অসদাচারণের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি ও সদাচারণের পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইতেছে না, তখন এতদ্দৃষ্টেও তোমারদিগের চৈতন্য হয় না কেন? ভাবিয়াই স্থির করিতে পারি না।

হে ভ্রাতৃগণ! সর্প শার্দ্দূলাদি হিংস্র সরীসৃপ ও পশুদিগকে ক্রূর বলিয়া তোমরাই ঘৃণা বিদ্বেষ করিয়া থাক, তবে কেন তোমরা ততোধিক ক্রূরতা পূর্ব্বক স্বজাতি মানব হিংসাতে প্রবৃত্ত হও, অপিচ পশ্বাদির তুলনা বৃত্তি না থাকাতে তাহারা পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, এবং অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াও হিংসা করে না। তোমারদিগের তুলনা বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও অমূলক অভিমান ও ঐহিক স্বার্থ সাধনার্থ ভ্রাতৃ হিংসায় রত হওয়াতে তোমরা পশু হইতেও অধম গণ্য হও কি না? তোমরাই বিচার কর। আবার দেখ, পশুরা কি গোপনে চেষ্টা করিয়া কাহারো অপকার সাধন করিতে পারে? পশুরা কি সন্ধি কাটিয়া চৌর্য্য অথবা নৌকাযোগে আক্রমণ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি করিতে পারে? পশুরা কি বলপূর্ব্বক স্ত্রী হরণ করিতে পারে? পশুরা

কি কৃত্রিম নিদর্শন প্রস্তুত করত অংশী বা অপরকে বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারা বঞ্চনা করিতে পারে ? পশুরা কি ছল চাতুরী কিম্বা প্রতারণা পূর্ব্বক কাহাকে স্বীয় স্বত্বে বঞ্চিত করিতে পারে ? পশুরা কি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান দ্বারা স্বার্থ সাধন অথবা পরাজিত করিতে পারে ? পশুরা কি স্বার্থ উদ্দেশে নিরীহ দুর্ব্বল প্রজা পীড়ন করিতে পারে ? পশুরা কি অভিমানের সার্থকতা জন্য সকৌশল অত্যাচার এবং বিবাদের সূত্রপাত পূর্ব্বক বৈর নির্য্যাতন করিতে পারে ? পশুরা কি পরবিত্ত পরৈশ্বর্য্য পরগুণ দৃষ্টে কাতর হয় ? পশুরা কি বৈরতা সাধনার্থ অলীক দ্বন্দ্ব উপস্থিত করত দলা দলী করিতে পারে ? যদি বল পারে না, তবে পশুদিগ-কে ক্রূর না বলিয়া তোমারদিগকে ক্রূর শিরোমণি বলিলে সঙ্গত হয় কি না ? হে মনুষ্যকুল ! তোম-রাই প্রণিধান কর । জগদীশ্বর তোমারদিগকে পশু হইতে অনন্ত গুণে অধিক বুদ্ধি বিবেক ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করায় কি এই ফল ও তাৎপর্য্য যে তোমরা মানব হইয়া মানব সম্বন্ধে যার পর নাই

অন্যায় অপকার করত পশু হইতেও অধমা এবং ঘৃণিত হইবে ?

হে ভ্রাতৃগণ! পশুরা নিতান্ত অজ্ঞান ও অবোধ এবং তাহাদিগের ঈশ্বর উপাসনাদি কার্য্যান্তরে অধিকারও নাই, সুতরাং তাহারা সারাদিন আহার-অন্বেষণ ও আহার করিয়াই দিন কর্ত্তন ও রাত্রিতে নিদ্রা দ্বারা বিশ্রাম করে, তোমরা পশু হইতে সহস্র গুণে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও যদি অহ-নিশ আহার বিহার সংক্রান্ত বিষয়ান্দোলনে অতিবাহিত কর, তবে পশু হইতে তোমাদিগের শ্রেষ্ঠতা ও প্রধানত্বের তাৎপর্য্য কি থাকিল ? বরং গবাদি পশুরা যেমন অহুদিন তৃণাহার করিয়া রাত্রিতেও ঐ ভক্ষিত তৃণ উদ্গীরণ পূর্ব্বক রোম-স্থন করে, সেই রূপ তোমরাও সমস্ত দিবার চর্ব্বিত বিষয় রাত্রিতেও পুনঃ চর্ব্বন করিয়া পশুর সম-তুল্য হওয়া কি অনুতাপের বিষয় ? এবং তোমরা যে আপনাদিগকে মানব পরিচয় দেও তাহা কি লজ্জাকর নহে ? আমি নিঃসন্দেহ রূপে বলিতে পারি, পরম দয়ালু পরমেশ্বর মানবগণকে যেরূপ

বোধাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মনুজেরা দিবা মধ্যে মনোযোগ পূর্ব্বক এক প্রহর কাল বিষয়ান্দোলন করিলেই বিষয় সম্বন্ধে সকল মনোরথ হইতে পারে? অবশিষ্ট দিবা এবং রাত্রিতে বিশ্রাম কাল ব্যতীত অন্য তাবৎ সময় সাধারণ সম্বন্ধে দেশের মঙ্গলানুষ্ঠান এবং অনাবিষ্কৃত বিষয় সকলের আবিষ্করণ ও জ্ঞান বিজ্ঞান মূলক শাস্ত্র চর্চ্চা, পরন্তু ইহ পরকালের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরারাধনা ও মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরের মঙ্গলময় কার্য্য সমস্তের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মানব জন্মের সার্থকতা সাধন করিতে পারে, তদ্ভিন্ন সঙ্গীত বাদ্যাদি দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে আনন্দ অনুভব করাও ঈশ্বরের অনভিপ্রেত বোধ হয় না, তাহা না করিয়া যাহারা কেবল বিষয়ানুশীলন, পর নিন্দা ও পর পীড়াজনক আন্দোলনে দিন যামিনী অতিবাহিত করে তাহারা মনুষ্য নামেরই যোগ্য হইতে পারে না।

হে মনুজ বৃন্দ! তোমারদিগের সম্বন্ধে আরো একটি বিষয় না বলিয়া নীরব হইতে পারিলাম না, অর্থাৎ যে সর্ব্ব শক্তিমান ইচ্ছাময় পরাৎপরের

ইচ্ছা মাত্র অসংখ্য নিয়ম ও কৌশলময় এই বিচিত্র বিশাল জগৎ ও জগতীয় পদার্থ মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং যিনি জলবৎ পদার্থে মানবাকারের সৃজন করিয়াছেন, তিনি কি মানবদিগকে প্রস্তর দ্বারা এতাধিক দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলবান এবং অপেক্ষা কৃত দীর্ঘজীবী করিয়া সৃষ্টি ও নিরাপদে রক্ষা করিতে পারিতেন না? অবশ্য পারিতেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন এরূপ অকিঞ্চিতকর জীবন, অপিচ অনন্ত বিপদে বিপদান্বিত হইয়াও প্রপঞ্চ বিষয়াশক্তি হইতে মুহূর্ত্তেকের জন্য মানবেরা বিরত হইতে পারে না এবং ঈশ্বরাভিমত ধর্ম্মাচরণ অথবা ঈশ্বরে প্রীতি ভক্তি অর্পণ করা দূরে থাকুক স্মরণ পর্য্যন্ত করিতেছে না, প্রত্যুত অনেকে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক নাস্তিক হইতেছে, আবার অনেকে ঈশ্বর নিয়ম লঙ্ঘন জনিত দুষ্কৃতি জন্য দণ্ডিত হইয়া স্বকার দোষ সেই পাপ শূন্য নিরঞ্জন ঈশ্বরেতে আরোপ করিতেছে, তখন এতাধিক দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও রোগ বিপদ বিনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু

করিলে কি পৃথিবীতে ঈশ্বর শব্দ মাত্র থাকিত বরং ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকে এত অনর্থ ও বহু বিপদের অধীন করিয়া সৃজন করাতে কি ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে না? যে তোমরা অনন্ত বিশ্বমূলক [illegible] অধীনে অকিঞ্চিৎকর বিষয় ও এতদ্ভিন্ন সম্পর্ক শূন্য দেহ এবং পুত্র মিত্র কলত্রাদিতে আসক্ত না হইয়া অলিপ্ত ও উদারভাবে ঈশ্বরাভিপ্রেত বাস্তবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ স্নেহ মমতা ভক্তি কৃতজ্ঞতা এবং দয়াদি ধর্ম্ম প্রবৃত্ত্যনুসারে ঈশ্বর উপদেশ ও বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ মতে ঈশ্বরের ন্যায়ানুগত বৈধ আদেশ পালন পূর্ব্বক তদ্দত্ত বিশুদ্ধ প্রীতি তাঁহাকে অর্পণ তথা অচল ভক্তি যোগে কায়মনোবাক্যে অবিচল শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অবিচ্ছেদ সাধন যদভাবে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভাবনা নিতান্ত বিরহ তাহা আগ্রহাতিশয়ে সম্পন্ন এবং জগৎপতির প্রতিষ্ঠিত বিধানানুযায়ী নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিবর্জন অপিচ যশ মান কীর্ত্তি ও পার্থিব আশা কামনা

বিনা কেবল ঈশ্বর প্রাপ্তি উদ্দেশে তাঁহার উপাসনাতে একান্ত তৎপর থাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্যাৎকার লাভ করত, নিতান্ত শ্রান্তিহর শান্তি ও সর্ব্ব সুখময় মুক্তিরস আস্বাদন দ্বারা দুর্ল্লভ মানব জন্মের প্রকৃত ও সার উদ্দেশ্য সাধন করিবে ?

হে ভ্রাতৃগণ ! এতাবৎ উক্তিতেও যদি তোমারদিগের বিগত মোহ এবং চৈতন্য না হয়, তবে আর কি উপায় ও সাধ্য আছে যে, তোমাদিগের মঙ্গল ও হিত সাধন করিতে পারি। অতএব দৃঢ়তর নির্ব্বন্ধ সহ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, নিতান্ত ঐন্দ্রজালিক একান্ত মরীচিকাবৎ অলীক ও প্রপঞ্চ বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া প্রেমময় পরম বন্ধুর প্রদত্ত পবিত্র প্রীতি অসত্য ও অবধানস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক স্বাস্থ্য ও অনন্ত আনন্দ প্রদ পরমেষ্ট সাধনে বঞ্চিত এবং মানব জন্মের যথার্থ ও মূল বিষয়ে প্রতারিত হইও না। সাধারণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই এইক্ষণে ঈশ্বর প্রীতি যুক্ত বৈজ্ঞানিক বিশেষ ধর্ম্ম লক্ষণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

যাঁহার জগৎ গ্রন্থে সমীচীন ব্যুৎপত্তি ও প্রচুর অধিকার এবং সর্ব্বেশ্বরের জগদন্তর্গত উপদিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাকে জ্ঞান বিশ্বাস মতে যিনি ধর্ম্ম পুস্তক মান্য করত আপনাকে তদধীন জানেন অপিচ ঈশ্বর প্রীতি যাঁহার জীবন ও জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পরমানন্দ জনক এবং তদনুসারে যিনি ঈশ্বর বিষয়ক মাহাত্ম্য শ্রবণার্থ ও তাঁহার প্রস্তাব প্রসঙ্গ করিতে দিন-যামিনী ক্ষিপ্তের ন্যায় অস্থির ও ব্যাকুল থাকেন, তদ্ভিন্ন পার্থিব প্রপঞ্চ বিষয়ে যাঁহার আসক্তি ও প্রীতি মাত্র নাই। তিনিই ঈশ্বরের প্রীতি যুক্ত বৈজ্ঞানিক ধার্ম্মিক বটেন, এই অসাধারণ বিশেষ মানব এরূপ সুতীক্ষ্ণ ও ব্যাপক ধীসম্পন্ন হয়েন যে, মানবাবিষ্কৃত কোন বিষয়েরই মূল সত্য ও সার

গ্রহণে প্রতিহত ও বিমুখ হয়েন না। অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান তথা জ্যোতিষ ও পদার্থ এবং গণিত ও সাহিত্য অপিচ দর্শন ও রসায়ণ অথবা ব্যবহারিক ও বার্ত্তা শাস্ত্র যে কোন বিদ্যা কেন হউক না, অধ্যয়ন বিনা বরং অনভ্যাসে সঙ্গীত বাদ্যাদি পরন্তু কি রাজ কার্য্য কি বাণিজ্য কি শিল্প কি কৃষি কার্য্য যে বিষয়ই হইক না কেন, যাহার সার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে তিনি প্রবৃত্ত হইবেন, তাহারই বাস্তবিক ও মূল সত্য অচিরে তাঁহার প্রজ্জ্বলিত হৃদয়ে নিশ্চয় ধারণা হয়। অধিকন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ঈশ্বর কার্য্য অর্থাৎ তৃণ হইতে পর্ব্বত ও পরমাণু হইতে জ্যোতির্ম্মণ্ডল পর্য্যন্ত জগৎকার্য্য দৃষ্টে জগৎকর্ত্তার অভিপ্রায় ও তাহার ব্যবস্থাপিত বিধান উদ্ধার করিতেও ঐ মহাপুরুষ আয়াস বা কষ্ট বোধ করেন না তদ্ভিন্ন তাঁহার বুদ্ধি নেত্রের এমত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি যে, জন সমাজের চরিত্র ও মানসিক ভাব সমস্ত যেন প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন। এ জন্যই লোক সাধারণের মনোগত সদসৎ অভিপ্রায় সকল কিছুই তাঁহার নিকট গোপন ও অপ্র-

কাশ থাকে না, বরং তাঁহাকে এক প্রকার অন্ত-র্যামি বলিলেও বলা যায়, প্রত্যুত তিনি লোক চক্রে উপবিষ্ট থাকিয়া যদি কাহারো সঙ্গে আলাপ করেন, তবে কোন প্রস্তাবকারী মন্তব্য বিষয় প্রকাশ করণের পূর্ব্বে যখন প্রস্তাব কর্ত্তার পক্ষ-পাতাদি আন্তরিক কু অভিসন্ধি দৃষ্টি করেন, তখনই তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তদ্দৃষ্টে সভাসদ অন-ভিজ্ঞ লোকেরা একান্ত বিস্ময় ও চমৎকারে অভি-ভূত হইয়া মনে করেন বিনা কারণে ইঁহার রাগ প্রাপ্ত হওয়ার তাৎপর্য্য কি? এবং সেই ক্রোধের কারণ অধিগমন না হওয়াতে সভাসদ মধ্যে অনেকে বরং প্রস্তাবকর্ত্তা স্বয়ং আপন মন্দ অভি-প্রায় প্রকাশ না করা বিবেচনায় তাঁহাকে ক্রোধি স্বভাব বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন, ফলতঃ এইরূপ মনীষা সম্পন্ন লোকেরা সাধারণের মনের সহিতই যেন কথোপকথন করেন, কাহারো কথার সঙ্গে কথা কহেন না, অর্থাৎ কোন প্রশ্ন কারির স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করণ উপযোগী মুখভঙ্গি দৃষ্টেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন পুরা-

গাদি শাস্ত্রে যে পরম জ্ঞানি মহাত্মা ঋষিগণের অন্তর্যামিত্ব শক্তি এবং ধ্যানযোগে লোকের মনোগত ভাব ব্যক্ত করার প্রসঙ্গ লিখিত আছে, তাহা অলীক ও অসত্য বোধ হয় না, বাস্তবিক তাঁহারদিগের ঐরূপ অলৌকিক গুণ মন্ত্র বলে ছিল না, কেবল অসামান্য মার্জিত বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবেই উক্তমত অসাধারণ ও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল।

প্রথিত বৈজ্ঞানিক মহৎ মানবের ন্যায়পরতাবৃত্তিও এমত প্রবল যে, সর্ব্বোপরি আহ্লাদের নিশিষ্ট স্বকীয় তথা পরম ভক্তাস্পদ পিতা মাতা অথবা একান্ত স্নেহপাত্র পুত্র কলত্রাদি কাহারো দোষে পক্ষপাতি হইতে পারেন না, বরং দয়া ক্ষমা তুলনাদি পুণ্যময় মূল্যবান্ বৃত্তিরাও তাঁহার ন্যায়পরতাকে অতিক্রম পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে প্রশক্ত নহেন, এমত স্থলে কাম ক্রোধাদি হীন ও নীচ বৃত্তি সকলের অথবা স্বার্থ পরতার প্রভুতা ও বল প্রকাশের সম্ভাবনা কিরূপে থাকিতে পারে, অতএব সেই ন্যায়পর মহান

মানব কোন কারণে কখনই ন্যায়বর্ত্ম হইতে স্খলিত পদ হয়েন না আর ঐ সুধীর মানব যেমন ন্যায়পরতার দাস সেইরূপ কৃতজ্ঞতা বৃত্তিরও একান্ত বাধ্য, অর্থাৎ তিল প্রমাণ উপকারকে তাল প্রমাণ জ্ঞান করা এবং উপকারী সমীপে নিরতিশয় বিনম্র ও বিনয় ভাবে কৃতজ্ঞ ও মন্যমান থাকিয়া তাঁহার অভিমত কার্য্য সম্পাদনে এবং তৎ প্রত্যুপকার পক্ষে আজীবন ব্যাকুল ও সচেষ্ট থাকা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। এজন্য পরম উপকারি স্রষ্টা ও পাতা ও পরমপিতা মহেশ্বর ও মহোপকারী ভূ দেবতা জনক জননীর প্রতি অবিচলিত প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার এবং পদে পদে তাঁহারদিগের অনির্ব্বচনীয় হিত ও মঙ্গল ময় কার্য্য দৃষ্টে নিতান্তই কৃতজ্ঞতা রসে অভিভূত হয়েন, সুতরাং আধিভৌতিকাদি বিপদেও সেই বিমল ভক্তির ব্যতিক্রম হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার সুকৃতজ্ঞতার সমুচিত ফল।

হে পাঠক মহামতিগণ! ঐরূপ মহৎ মানব যে, একান্ত সত্যনিষ্ঠ হইবেন এবং যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি

সহকারে সত্যকে ভাল বাসিবেন ও প্রীতি করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য, বাস্তবিক ঐরূপ কুল পাবন মনুজদিগের সত্যই উপাস্য এবং সত্যই উপাসনা, প্রত্যুত সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই ব্রত, বরং এক সত্যই যে জীবনের সার ও চরম সাধন ও উদ্দেশ্য তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই ঐ প্রকার লোকেরা অনৃতবাদি অসত্য ব্যবাহারী কৃত্রিম চরিত্র মানবদিগকে এত হেয় ও ঘৃণাকর বোধ করেন যে সেইরূপ অতি ঘৃণিত ও নিরতিশয় নীচ ও লঘু পদার্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয় থাকা স্বীকার করেন না। ফলতঃ মিথ্যা হইতে অধিক গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই এবং সত্য হইতেও পবিত্র পুণ্য জনক ধর্ম্ম অন্য কিছুই নাই। কারণ তাবৎ পাপের আশ্রয় ও আবরণরূপা মিথ্যার উৎপত্তি সত্য স্বরূপ ঈশ্বর হইতে না হইয়া কৃত পাপ গোপনাশয়ে মহাপাতকি অতি পামর মানবগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এবং হত্যা বলাৎকারাদি মহাপাপ মধ্যে যে পাপ যদ্দ্বারা কৃত হয়, সে সেই এক পাপের জন্যই দায়ী ও দণ্ডনীয় হয়, কিন্তু মিথ্যা সকল

পাপের অভিভাবক প্রযুক্ত এক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমষ্টি পাপই কৃত হয়। প্রত্যুত অবনি মণ্ডলে যত প্রকার মূল্যবান দুর্লভ বস্তু ও পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে বুদ্ধি প্রীতি ও বিশ্বাস এই পদার্থ ত্রয়ই অতি উচ্চ ও অপরিমিত মূল্যবান্ এবং এতৎত্রয় পরম পদার্থ হইতেই সংসারের যাবন্ত সুভকর্ম্ম সংসাধন হইতেছে, অন্যথা ইহার একের অভাব হইলেও সংসারে স্থিতিস্থাপক ও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নিতান্ত বিরহ। অতএব যে মিথ্যা হইতে পরম ধন বিশ্বাসের বিনাশ এবং পরম গুরু বুদ্ধি ও পরম সুহৃৎ প্রীতি রত্নের বিষম গ্লানি ও বিপর্য্যয় অপমান হয়, সেই মিথ্যা হইতে গুরুতর মহাপাপ আর কি আছে? পরন্তু এক সত্য ব্রতে অবিচলিত অধ্যবসায় এবং সুদৃঢ় নিষ্ঠা স্থাপন হইলে যখন অণুমাত্র পাপের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না, তখন সত্য হইতে পুণ্য জনক বিশুদ্ধ পদার্থ আর কি হইতে পারে, অপিচ যখন জগৎকর্ত্তা জগন্নাথ স্বয়ংই সত্য স্বরূপ? তখন তদ্বিরুদ্ধ অনৃতাচারী সত্যসংহারী পামর মানব যে নিতান্তই

আত্মঘাতী ঈশ্বর বিদ্রোহি প্রকৃত নাস্তিক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পরন্তু সত্য মানব ভিন্ন অন্য প্রাণিতে অভাব জন্য মনুষ্যগণ অন্য সকল প্রাণী হইতেই শ্রেষ্ঠ এবং রাজা, এমত স্থলে মানবগত পরম মহত্ত্ব ও শিরোভূষণ স্বরূপ পরমপূজনীয় সত্যকে যে নরাধম কাপুরুষ বিপরীত ব্যবহার সূত্রে পদ দ্বারা বিদলন করে, তাহার ন্যায় মনুষ্যধর্ম্মঘাতি ও নীচ প্রকৃতি দুর্ম্মতি পাষণ্ড লোক এই মর্ত্ত্য-লোকে আর কেহই নাই, সুতরাং সত্যের ন্যায় উপাদেয় ও প্রীতিকর প্রিয়পদার্থ দ্বিতীয় না থাকাতে বৈজ্ঞানিক ধার্ম্মিক এক সত্যকেই পরমেষ্ট জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা ও আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষের দয়ার কথা আর অধিক কি বলিব, যে উপায়ও যে প্রণালীতেই হউক পরের দুঃখ ক্ষয় করাই যাঁহার স্বাভাবিক সুখ এবং সাধারণের মঙ্গল অনুষ্ঠানই যাঁহার জীবনের পরম উদ্দেশ্য ও যিনি সাধারণের অমঙ্গল বিপদ দৃষ্টে একেবারে বিগলিত হয়েন, অপিচ যিনি কালকূট

বিষধর খলস্বভাব ফণীর আসন্ন বিপদ দৃষ্টেও একান্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত বরং তদ্রূপ কার্য্য প্রত্যক্ষ হইলে মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হয়েন, তাঁহার দয়ার পরিচয় আর বিস্তার রূপে কি জানাইব, এই স্থানে সাধারণ মঙ্গল ঘটিত একটী প্রস্তাব অবতারণা করিতে বাধিত হইলাম, যাহা করুণাময় মঙ্গল সঙ্কল্প জগৎকর্ত্তার প্রাণিসম্পর্কীয় পরম শুভকর উদার মঙ্গলময় কার্য্য সমস্তেরা বলিয়া দিতেছে অর্থাৎ যদি কোন মানবের ঈশ্বর ও ধর্ম্ম জ্ঞান মাত্র না থাকে, অথচ সাধারণের মঙ্গল সাধন মাত্র কামনায় আয়ুষ্কাল বিতরণ করেন তাহা হইলে তিনি বিনা সাধন ও তপস্যাতেও ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তি এবং আত্মীয় মধ্যে পরিগণিত হয়েন, পরন্তু যাহার প্রচুর পরিমাণে ঈশ্বর ও ধর্ম্মজ্ঞান থাকে এবং যিনি ঈশ্বর প্রেমে একান্ত বাধ্য, তিনি যদি সাধারণের মঙ্গল প্রার্থনায় আজীবন ব্রতপরায়ণ থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি পরম মঙ্গলাস্পদ পরম পিতা পরমেশ্বরের একান্ত স্নেহাস্পদ পুত্ররূপে জগদধিপের জগৎ রাজ্যের যৌবরাজ্যে

অভিষিক্ত হয়েন সন্দেহ নাই। পুনশ্চ যদি কোন মণ্ডলাধিপতি প্রাকৃত রাজা, স্বার্থ উদ্দেশ বিনা আপন অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে পিতৃস্নেহে পালন ও পুত্র বোধে রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক প্রকৃত রাজধর্ম্ম পরিপালন করেন, তবে তিনি বিনা জ্ঞান ও উপাসনা বিনা মুক্তি ভাজন হয়েন, এবং সাধারণ প্রজাগণের হিত সাধন ও দুঃখ বিমোচন সূত্রে অপর স্বার্থপর দুরভিমানি প্রজা পীড়ক অত্যাচারী রাজার অধিকৃত রাজ্য যদি বল পূর্ব্বক গ্রহণ করত বিহিত নিয়মে প্রজা পালন করেন তবে তিনি রাজ্য অপহারী শ্রেণীভুক্ত না হইয়া বাস্তবিক উত্তরাধিকারী স্বরূপ গণ্য এবং জগৎপতির একান্ত স্নেহাস্পদ হয়েন, সন্দেহ নাই। এই সূত্রে আরো একটী প্রসঙ্গ বিবৃত করা শ্রেয়স্কর বোধ করিলাম, যথা জনসমাজের অবিদিত নহে যে সময়ে সময়ে এক এক দেশে অথবা গ্রামে সাধারণ প্রপীড়ক প্রচণ্ড প্রতাপশালী উগ্রস্বভাব অতি দুর্জন দুরাত্মার অবতরণ হয়, এবং তাহার স্বেচ্ছাচারিতা ন্যায় বিরুদ্ধ স্বার্থপরতা তথা কপটতা ধূর্ত্ততা পরস্ব দাম্ভিকতা

দুরভিমানিতাদি মূলজ অন্যায় স্বার্থ সাধন জনক দারুণ অবিচার ও বিষম অত্যাচারে লোক সাধারণ অতিমাত্র ব্যাকুল ও বিকম্পিত বরং দেশশুদ্ধ লোক রসাতল গমনোন্মুখ হইয়া টলটলায়মান হয়। যখন এই ভয়ঙ্কর উৎপাত ও সাধারণের আর্ত্তনাদ সেই জগৎসাধারণের বান্ধব স্বরূপ বৈজ্ঞানিক মহোদয়ের নেত্র বা কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি অসাধ্য সাধন জন্য প্রতীকার বিমুখ হইয়া একেবারে অতলস্পর্শ বিষাদ সাগরে মগ্ন হয়েন, এবং যে পর্য্যন্ত ঐ দুরাত্মা দুরাশয়ের অধঃপতন বা বিনাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যাকুলতা ও বিমর্ষের পরিসীমা থাকে না, ফলতঃ পরম পাতা ঈশ্বর এবং ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য মহিমা ও মাহাত্ম্য যে অচিরেই সেই সাধারণ শত্রু দুরাত্মার অপ্রতিহত অপরিহার্য্য বিপদ বা সংহার রূপ একবিধ শাস্তি হয়ই হয়, তদ্দৃষ্টে বৈজ্ঞানিক মহাত্মাও শান্তি সুখ অনুভব করেন। ঐরূপ মহামারি দুর্ভিক্ষাদি দৈব বিপৎ পাতে সাধারণের গুরুতর হানি অনিষ্ট দৃষ্টি করিলেও নিরতিশয় ক্ষোভ ও অনুতাপের সহিত

বিঘ্ন বিনাশ জন্য বিপদ ভঞ্জন পরম পিতা পরমেশ্বর সমীপে একান্ত মনে প্রার্থনা করিলে অগোণে সেই বিপদেরও নিরশন হয় এবং বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে ঐ মহাপুরুষ যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে ঐরূপ সাঙ্ঘাতিক ঘোর বিপদের আবির্ভাবই হয় না, বরং সাধারণের ভাবি বিপদাশঙ্কায় তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইলে আগন্তুক বিপদ যত প্রচণ্ডই কেন হউক না ধূলিকণার ন্যায় তিরোধান প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হওয়ার তাৎপর্য্য ইহাই অনুভব হয় যে, ঐ দয়াদ্র্র স্বার্থ শূন্য উদার মতি মহান মানবেরা সাধারণের বিপৎ পাতে নিরতিশয় ব্যাকুল ও ব্যথিত হয়েন এবং তন্নিরাকরণার্থ বিমল ভক্তি সহকারে একান্ত মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

এইরূপ বৈজ্ঞানিক সাধক ক্ষমা গুণেও অতি বলবান হয়েন, অর্থাৎ বিশেষ বিদ্বেষ্টা কোন দুর্জ্জন বিনাশ কামনায়ও যদি ইহাঁর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করে এবং বিঘ্ননাশন পরমেশ্বরেচ্ছায় ঐ

সংস্কারক অস্ত্র লক্ষ্য পরিভ্রষ্ট ও বিফল হয়, অথচ ঐ দুরাশয় মানব স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে বোধ করি অকুণ্ঠিত ও অসঙ্কোচ চিত্তে সেই আততায়ী পরম শত্রুকেও ক্ষমা করিতে পারেন. অনুমান করি অসম্ভব বিবেচনায় এই প্রসঙ্গের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনেকে সংশয় করিতে পারেন, তাহা করিবেন না, কারণ ক্ষমার সাগর, দয়ার নিধি, তিতিক্ষা সমুদ্র, ধর্ম্মময় স্বভাব, মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয় নিরুপম লাবণ্যময়ী প্রিয়বাদিনী প্রিয়চারিণী অথচ ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এবং আশ্রয় ও সহায় ব্যবধানে নিবিড় বিজন কাননে একাকিনী অবস্থিতা পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী নিতান্ত সরলা অবলা দ্রৌপদী সুন্দরী অপহর্ত্তা ক্রূরমতি পাপাশয় জয়দ্রথকে যে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত ক্ষমা হইতেও গুরুতর মহদনুষ্ঠান সন্দেহ নাই। অতএব ঈশ্বরানুগত স্বভাব সিদ্ধ ক্ষমাশীল মহান্ মানবদিগের ক্ষমা সম্বন্ধে সাহস ও সাধ্য দূরগম্য বটে। প্রোক্ত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যদিগের তুলনা বৃত্তি ও সাতিশয় সতর্ক

ও সচকিত হয়, যথা পরগাত্রে প্রহার ধ্বনি শ্রুত মাত্র যেন স্বীয় গাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন বোধ করেন এবং যে যে কারণে অথবা পর প্রাবল্যে স্বয়ং যে যে বিপদ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছেন, অপরের সেইরূপ দুর্ঘটনা দেখিলে একান্ত মনে ঐ বিপদা-পন্ন মানবকে পরিত্রাণ করিতে অতিমাত্র ব্যগ্র ও ব্যাকুল হয়েন, পরন্তু পরকীয় যে কার্য্য স্বকীয় অরুচিকর হয়, প্রাণান্তেও পর সম্বন্ধে সেরূপ আচ-রণ করিতে পারেন না।

এইরূপ সদ্গুণ সম্পন্ন বিশেষ মানব যে ব্যব-সায় হীন সরল স্বভাব ঋজুমতি হইবেন, তাহাতে সংশয়াভাব. প্রত্যুত এই প্রকার মানবেরা প্রায়ই প্রত্যুৎপন্নমতি উচিত বক্তা হয়েন, উপযুক্ত স্থলে ন্যায়ানুগত সত্য ও স্বরূপ উক্তি করিতে ভয় বিভী-বিকার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করেন না, বরং ভারতবর্ষ উজ্জ্বলকারি নিতান্ত নিরপেক্ষ বিমল সত্যবাদি মহাত্মা বিদুর অথবা গ্রীস দেশ ভূষণ-স্বরূপ অজেয় সাহস সম্পন্ন সত্য নিষ্ঠ জ্ঞানি প্রবর সক্রেটিস মহাশয়ের ন্যায় সত্য স্থাপন ও সত্য

কথনে কোন বিপদ বিষয়ের অণুমাত্র শঙ্কা ও সঙ্কোচ করেন না এবং অনেক সময়ে এমত ঘটনা হয় যে ভবিষ্যৎ বিচার বিনা তাঁহারা সম্বন্ধে স্বরূপ সত্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ তাহাতে শ্রোতার হিত উদ্দেশ থাকিলেও ইচ্ছা বিরোধি জন্য শ্রোতা মর্ম্মে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন বোধ হইলে এমন্ত অনুতাপী হয়েন বরং এইরূপ খেদ করিতেও বাধ্য হয়েন যে প্রস্তাবিত মত সত্য থাকুক বলিয়া নীরব থাকিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে দুর্ব্বল বোধাধিকারি শ্রোতা ঈদৃশ মর্ম্ম যাতনা অনুভব করিতেন না। ইহা বলিয়া খেদ ও অনুতাপ করেন বটে, কিন্তু করিলে কি হইবে, ঈশ্বরনিষ্ঠ সত্যানুরাগী স্বভাব দিক উচিত বক্তার উপস্থিত মতে উচিত উক্তি না করিয়া মৌনাবলম্বন করা নিতান্ত সাধ্যায়ত্ত নহে, যে হেতু ইচ্ছা না থাকিলেও অনেক সময় হঠাৎ বলিয়া বসেন এবং মনে করেন যেন অপর কেহ বলিয়া গেল, সুতরাং আবিষ্কার মাত্রই সার হয় এবং ইহাদিগের সংশয় শূন্য স্বরূপ উক্তি করার আরো একটী কারণ এই যে পক্ষপাত

হীন প্রবল মেধাবী মানবেরা আপন প্রতিকূলে পরকীয় প্রযোজ্য সত্য বানী অরুচিকর হইলেও সত্যরূপ পীযষপানে পরমানন্দ অনুভব করেন, ঐরূপ সকলেই নিরপেক্ষ সত্য কথাতে আমোদিত হইবেন মনে করিয়াই উচিত সত্য কহিয়া থাকেন, কিন্তু কাল সহকারে দেশ ভেদে মানবগণের বিপরীত রুচি দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ সত্য বাক্যে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন এমত মনুজ বঙ্গদেশে অতি বিরল, বরং নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদ্দেশীয় প্রায় মানবই প্রকৃত সত্যবাদকে অতি তীব্র এবং নিতান্ত কটু ঔষধ স্বরূপ বোধ করেন, সুতরাং সাধু সত্যবাদির প্রয়োগ হিত মূলক হইলেও মন্দ বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারী মানবগণ আপাতত অহিত বিবেচনায় প্রয়োগ কর্ত্তার প্রতি অতিমাত্র রুষ্ট ও বিরক্ত হয়েন। এতন্নিবন্ধন দরিদ্র বক্তা ধনি শ্রোতার বিষ দৃষ্টিতে পতিত, বরং চির মঙ্গলাশয়ে একেবারেই নৈরাশ হয়েন, তাহাতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা আপন স্বাভাবিক অধ্যবসায় হইতে পরিচ্যুত অথবা প্রাণ বিয়োগ

হইলেও উপাসিত সত্য পথের বিপরীতগামি হইতে পারেন না।

আবার কোন মানব ধন মান যশ কীর্ত্তি এবং প্রভুতা অর্থাৎ দলপতি বা জগৎ গুরু কিম্বা অবতার বা পরিত্রাতা নামে বিখ্যাত ও অবোধ জন সাধারণকে মোহিত করত তাহাদিগ হইতে ভক্তি বিশ্বাস এবং পূজোপহার লাভের লোভে আন্তরিক একান্ত আক্রান্ত ও আকৃষ্ট হইয়া তদ্ভাব সুযত্নে গোপন পূর্ব্বক মনোগত উদ্দেশ্য সাধনার্থ ঈশ্বর প্রাপ্তি কামনা অথবা মনেতে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উদ্দেশ্য মাত্র না থাকিলেও অতি অজ্ঞান বালক কিম্বা বালক প্রায় জন সাধারণের ভক্তি বিশ্বাস আকর্ষণ জন্য মিথ্যা মিথ্যা ঈশ্বর প্রস্তাব প্রসঙ্গদ্বারা অনর্গল অশ্রু বর্ষণ কিম্বা বিস্তার বাহুল্য রূপে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ক বিবিধ বক্তৃতা বরং লোক বিমোহ ও সংগ্রহ করণাশায়ে লাল বস্ত্র লাল শাক ও মদ্য মাংসাদি আমিষ পরিত্যাগ প্রভৃত শুভ্র বসন পরিধান আতপান্ন ভোজন হরীতকী মুখ শুদ্ধি করণাদি কঠোর যত্ন্যা-

চার ইত্যাদি বহু প্রণালীগত বাহ্যাড়ম্বর ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন অনুষ্ঠান দর্শাইতে অনুমাত্র ত্রুটি করেন না। কেহবা স্বকীয় মনে অন্যের মঙ্গল বা হিতেচ্ছা মাত্র না থাকাতেও অর্থ দোহন সঙ্কল্পে ধনি সমাজে একান্ত আত্মীয় জনোচিত হিতৈষিতা ও বন্ধুতা প্রকাশ ও প্রদর্শন, কেহ বা প্রকৃত রূপে শাক্ত বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্ম না হইয়াও অর্থ কামনায় ধনি সমীপে সঙ সাজিয়া ধনির চিত্তাকর্ষণ, কেহ বা সম্পূর্ণ রূপে নাস্তিক মতাবলম্বী হইয়াও তাহা একান্ত যত্নে গোপন করত সুকৌশলে আস্তিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধনাহরণ, কেহবা ইংরাজ বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়কে স্বপক্ষে বাধ্য করণাশায়ে হরি হর অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া খৃষ্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উভয় প্রণালীতেই উভয় দলের মনোহরণ ও মোহন জন্য কূট ভাব যুক্ত বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি দারুণ কপট ব্যবহার ও লোক সাধারণকে প্রতারিত হইতে দৃষ্টি করিলে উক্তরূপ নির্ম্মলচিত্ত সরল ও অকপট স্বভাব বৈজ্ঞানিকেরা যার পর নাই বিরাগ ও বিরক্ত হয়েন।

বরং যে পর্য্যন্ত সেই কপটতা সাধারণ জন সমাজে ব্যক্ত ও বিকাশ করিতে না পারেন, এবং ব্যক্ত করিলেও অতি ভক্তি পরবশ গোঁড়ামি রোগে আক্রান্ত অদূরদর্শী ধামাধরা অপদার্থ মানবেরা বিশ্বাস না করে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের উৎকণ্ঠার পরিসীমা থাকে না, বোধ করি ঐরূপ উৎকণ্ঠার প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইতে পারেন, এজন্যই জানাইতে বাধ্য হইলাম। অর্থাৎ যাহার আন্তরিক উদ্দেশ্য কেবল প্রভুতা ও পূজোপহার মাত্র, তাহার মুখে ঈশ্বর কীর্ত্তন চক্ষে রোদন এই কুহকময় কার্য্য কেমন, যেমন চৌর্য্য অভিসন্ধিতে তস্কর তরণী সাধু নির্দ্দিষ্ট পতকায় সুশোভিত করা, সুতরাং ঈদৃশ কুহক জালে অনেক অপরিণাম দর্শি অল্প বোধ জন্তূপম মানবগণকে বদ্ধ ও প্রতারিত হইতে দেখিলেই ঐ ধর্ম্মভীরু ন্যায় পর সত্য প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে প্রস্তাবিত কুহক ভেদ করণার্থ উৎকণ্ঠার পরি সীমা থাকেনা। এবং বাধ্যতা বশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে অশক্ত হইলে, নিতান্তই যেন বিপদ সাগরে মগ্ন হয়েন, ফলতঃ ঐমত কপটাচরণ

রূপ কুহক ভেদ ও প্রকাশ করাকে তাঁহারা বিশেষ আমোদ জনক ও নিরতিশয় কৌতুহলপ্রদ কার্য্য বোধ করেন। ইহাও অনেক ধূর্ত্ত সহ সাত্রবতার কারণ ভিন্ন নহে।

এই স্থলে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কপটাচারী মানবগণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে বাধিত হইলাম। অর্থাৎ যাহারা পার্থিব ধন মান যশ প্রভৃতি লাভের লোভে ঈশ্বরারাধনা অথবা ধর্ম্মের প্রসঙ্গমাত্র মনে না থাকিলেও কেবল লোকানুরাগ ও সংগ্রহ কিম্বা লোকসমাজের ভক্তি বিশ্বাস আকর্ষণাশয়ে ঈশ্বর উপাসনা মূলক সবিস্তার বাহ্যাড়ম্বর দেখায়, তাহারদিগের তুল্য নরাধম অবোধ দ্বিতীয় মানব নাই। কারণ, তাহারা করতলগত কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করত কাঁচ তৃষ্ণায় লালাইত হয়। অথবা কাঞ্চন বিনিময়ে ভস্ম ক্রয় করে। যেহেতু পার্থিব ধন জন যশ মান প্রভৃতি সকলই জীবন ও দেহ সম্পর্কীয় এবং নিতান্ত অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর, এমত অলীক ও অমূলক লাভের প্রার্থনায় কৈবল্য মুক্তি সাধনোপযোগী ঈশ্বর আরাধনা ও বিহিত উপাসনা

অনুষ্ঠান করিয়াও ঈশ্বরে প্রীতি ভক্তি অর্পণ অথবা কৈবল্য মুক্তি প্রার্থনা বিনা যাঁহারা প্রস্তাবিত অসার ও অপদার্থ পদার্থ লাভের প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়, তাহারদিগের ন্যায় দুর্ব্বোধ দুর্ম্মতি ও দুরাচার নাস্তিক অন্য আর কেহই নাই। কারণ মানবোপাসক চাটুকারেরাও বিমোহিত অজ্ঞান মানবকেই কপটতা দ্বারা বঞ্চনা পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করে, কিন্তু ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কপটী মানবেরা নির্ম্মোহ নির্ব্বিকার নিরভিমানি নির্লেপ ও নিরঞ্জন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্যামি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় সর্ব্বেশ্বরকেই বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করে। বোধকরি এরূপ সাংঘাতিক কপটাচারী মানবেরা ঈশ্বর ও ধর্ম্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তাহা হইলে এমতাচরণ কদাচই করিতে পারিত না। সে যাহা হউক, হে যশোমান প্রভুতা লোভি ভ্রাতৃগণ! বোধকরি তোমরা রাম কৃষ্ণ অথবা গৌরাঙ্গ খৃষ্ট মহামহিম অবতারগণের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে বাধিত হইতেছ। হে ভ্রাতৃগণ! তোমারদিগের কি বিবেক নাই? অথবা বিবেচনা করিতে পার না,

যে অতীত অবতারের বর্ত্তমান অজ্ঞান অবোধ এবং কুসংস্কার পূর্ণ অতি ভক্ত মানবগণের অর্চ্চনা ভক্তিতে কোন ফল বা লাভের উপপত্তি করিতে পারিতেছেন না। বরং জীবিতকালে সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুসারে দণ্ড পুরস্কার ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু কাল সহকারে সেইরূপ লোকের নিতান্তই অসদ্ভাব হইয়াছে, যাহারা লোকান্তরগত অবতারের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তবে যে নামাঙ্কিত অবতারগণ সম্বন্ধে অদ্যাপি পূজা ভক্তি প্রদান হইতেছে, তাহা কেবল বহু কালের বদ্ধমূল কুসংস্কারের প্রভাব মাত্র, যদিও স্বীকার করিতে পারি যে, বালক মণ্ডলীতে সকৌশল বিশেষ চেষ্টায় রাখাল রাজের ন্যায় কেহ দলপতি হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ বৈজ্ঞানিকেরা অনুমোদন করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা এত নীচ প্রকৃতি মন্দ বুদ্ধি নহেন যে প্রেমময় পরম বন্ধু জগত পতির বিহিত উপাসনা ও সমুচিত সাধন করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ কার লাভ জনিত নিত্য শান্তি জনক ভূমা-

নন্দপ্রদ কৈবল্য মুক্তির বিনিময়ে স্বপ্ন লব্ধ রাজ্যের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পার্থিব পদ সম্পাদে মুগ্ধ ও বাধ্য হইবেন, অতএব বৈজ্ঞানিকেরা এরূপ অসার ও অপদার্থ বিষয়াতে আক্রান্ত হইতে পারেন না, বরং বহুদর্শী প্রাজ্ঞ প্রবীণ বিষয়ী লোকেরাও জীবনের অনিশ্চিততা দৃষ্টে চাতুরী মূলক পার্থিব পদ সম্পদে প্রমত্ত দলপতি দিগকে বাতুল জ্ঞানে উপহাস করিতে পারেন, আবার রাখাল রাজ্য আরো অনিশ্চিত ও অকিঞ্চিৎকর। যেহেতু রাখালেরা কৃষক হইলেই আর গোষ্ঠে গমন করে না। অতএব দলপতি হওয়ার দুরাশা বাসনা ও কল্পনাতে বিরত হইয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সরল সত্য আরাধনা পূর্ব্বক মানব জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন ও সফল কর।

তোমরা ইহা মনে করিও না যে, আপন উদ্দেশ্য যত্ন পূর্ব্বক গোপন রাখিলে অন্যের বিজ্ঞাপনের উপায় নাই। এরূপ আলোচনা ভ্রমপূর্ণ সন্দেহ নাই, কারণ এই মর্ত্ত্য লোক সদসৎ যত লোক আগত বিগত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই দোষ গুণ গোপন রাখিয়া লোকান্তরগামী হইতে

পারেন নাই, বোধ করি তোমারদিগের অবগতি নাই যে বৈজ্ঞানিকেরা কার্য্য এবং অপর ভাব লক্ষণা ও মানসিক নানা আবেশ অনুষ্ঠান সূত্রে সকলেরই মনোগত সদসৎ ভাবং ভাব গতি প্রত্যক্ষবৎ বিজ্ঞাত হইতে পারেন। সে যাহা হউক, যশ মান প্রভুতা অথবা দলপতি হওয়াদি কামনা প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের একান্ত অন্তরায়, কারণ ঐরূপ কামনা থাকিলেই লোকানুরাগ লিপ্সা হবই হয়, এবং লোকরঞ্জন ব্যবহার ব্যতীত তাহা ফলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই নাই, প্রত্যুত লোকরঞ্জন করিতে গেলেই সম্পূর্ণ সত্য ও একান্ত নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা নিশ্চয়ই হারাইতে হয়। বরং লোক সংগ্রহানুরোধে দলপতিগণ অধিকারী অনধিকারী ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সুচরিত্র কুচরিত্র ইত্যাদির ইতর বিশেষ প্রভেদ বিনা সদসৎ সকল প্রকার মানবকেই আপন আপন দলভুক্ত করিতে বাধ্য হইবায় ইহারদিগের ঈশ্বর ও ধর্ম্মভয়মাত্র থাকাই যখন প্রমাণ শূন্য, তখন এরূপ আচরণে প্রকৃত ধর্ম্ম কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না।

পরন্তু প্রীতি বৃত্তির একদা দুই স্থানে অব-স্থান নিতান্ত অসম্ভব, এতএব পার্থিব কীর্ত্তি লোলুপ মানবগণের প্রীতিবৃত্তি স্বাভিলষিত যশ মান প্রভুতাদি প্রতিভাত কার্য্যেই পর্যাবসান হয়, সুতরাং ঈশ্বর ও ধর্ম্মে একান্তই প্রীতির অভাব হইয়া যায়, এতদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত প্রলোভন বিষয়ে আরো অপরিহার্য্য বিশেষ দোষ এই যে পার্থিব আশা কামনার পরিমিতত্তা ও নিবৃত্তি সম্ভাবনা নাই, এমত স্থলে যিনি ঐ কামনায় কামুক, তিনি অবতার মাত্র রূপে গণ্য হইলেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। কিসে বিগত অনাগত এবং বর্ত্তমান অবতার গণ হইতে প্রবীণ ও প্রবল হইবেন, অথবা সকল অবতার হইতেই স্বয়ং আপনাকে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বোধ করিলে তদ্ভাব ও অনুরাগ হইতেই অতীত কিম্বা বর্ত্তমানে বর্ত্তমান অবতার অথবা কোন হঠাৎ প্রাদুর্ভূত অবতার দৃষ্টে তাহার মলিন ও ক্ষুদ্র হৃদয় কানন ঈর্ষারূপ প্রজ্ব-লিত দাবাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতে থাকে এবং সেই দহন হইতে দারুণ বিদ্বেষানলের উৎপত্তি, আবার

ঐ বিদ্বেষ হুতবহ দ্বারা প্রলয়ঙ্কর জিগীষা হিংসা পৈশুন্যাদি ভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত হুতাশনের আবির্ভাব হয়। অতঃপর যাহা ইহার বিজ্ঞ পাঠক মহামতিরা কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আপনারাই বুঝিয়া লইবেন, আমি আর অধিক বিস্তার করা অনাবশ্যক বোধ করিলাম। কিন্তু এই স্থলে এতদ্বিষয়ক প্রমাণ মূলক একটী মাত্র প্রসঙ্গের অঙ্কুর রোপণ করা উচিত বোধ হইল অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অবতার রাজা রামচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্টে অপর অবতার পরশু-রামের বিষম ঈর্ষানলের উদ্রেক হইয়াছিল, যদিও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই তথাপি বাহুল্য ভয়ে নীরব হইলাম।

অপিচ বিচিত্র চরিত্রতা জন্য শত সৎ হইলেও এক মানব সমষ্টি মনুষ্য সমীপে পৃথক কারণ বিনা যথার্থ রূপে যশস্বী বা প্রসংশিত হইতে পারেন না, যে হেতু মানবেরা আপন রুচি ও ইচ্ছা বিরোধি মহা সৎ কার্য্যও তাহা করেন না এবং সহ্য করিতে পারেন না। এতাবতা বৈজ্ঞা-নিকেরা পার্থিব কামনা মাত্রকেই ঘৃণা করিয়া

থাকেন কিন্তু সত্য ধর্ম্মাচরণ দ্বারা যে সত্য যশ কীর্ত্তির সম্পর্ক ও সম্ভাবনা আছে, তাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত হয়েন না। বরং তাঁহারা পরলোক গমন করিলেও তাঁহার দিগের সৎকীর্ত্তি লোকসন্তাপ ও মনোহারি রূপে পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকে, এতন্নিবন্ধন বহু পূর্ব্বগামী ধার্ম্মিকবর মহারাজা যুধিষ্ঠির মহাশয়ের সম্পদ বিপদ ঘটিত প্রস্তাবে যে, এ পর্য্যন্তও সদয় হৃদয় ধার্ম্মিক মানবের অন্তরে সুখ সন্তাপের প্রচুর পরিমাণে আবির্ভাব হয়, তাহা নিতান্তই সত্য ধর্ম্মাচরণের মাহাত্ম্য ও ফল এবং ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও প্রচুর প্রমাণ সন্দেহ নাই। অতএব হে ভ্রাতৃগণ! অকিঞ্চিৎকর অনিত্যময় পার্থিব লোভে প্রলোভিত হইয়া প্রকৃত সত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না।

ঐ সম্পূর্ণ সত্য নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের উচিত সত্য প্রবাদে আরো প্রমাদ এই যে, এক পাপী অন্য পাপীর অতি কাঠিন্য তম নিতান্ত গ্লানিকর সত্য কথাতেও কিঞ্চিন্মাত্র গ্লানি বা ক্লেশ বোধ করে না। অর্থাৎ এক মিথ্যাবাদী অপর অনৃতবক্তাকে অসত্য-

বাদী অথবা এক লম্পট দ্বিতীয় কামুককে কামোন্মত্ত কিম্বা এক কুলটা অন্য ভ্রষ্টাকে শত্রুতাবশতঃ গ্লানি উদ্দেশেও যদি অসতী বলিয়া মর্ম্মাঘাতপ্রদ অসহ্য কটু বলে তথাপি কষ্ট বা অপমান মাত্র বোধ করে না, ইহার তাৎপর্য্য ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে প্রতিপক্ষেরও ঐরূপ অশেষ দোষ দর্শাইতে পারে কিন্তু বিখ্যাত সত্য বাদী অথবা প্রসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় কিম্বা দেশরাষ্ট সতী যদি প্রস্তাবিত মতে উচিত সত্য উক্তি করে, তবে ঐ সকল পাপ-মতিরা সেই সত্য বাক্যকে নিতান্তই অগ্নিময় জ্ঞান করত মর্ম্মজ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, ইহারও কারণ এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে, বিরুদ্ধ বক্তার তাদৃশ দোষ অবিদ্যমানতা জন্য প্রদর্শন করিতে অশক্ত হয়। ইহাও বাস্তবিক ধার্ম্মিক সম্বন্ধে পার্থিব উন্নতির একান্ত অন্তরায় এবং অশেষ বিপদের কারণ স্বীকার করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক ধার্ম্মিক স্বভাব সিদ্ধ স্বরূপ সত্যবক্তা হইলেও একান্ত কলহভীরু প্রযুক্ত তাঁহার উচিত উক্তিরূপ শাণিতাস্ত্র কোন পাপবৃত্তি দুর্বোধ মানবের পাপরূপ বিস্ফোটককে

বিদ্ধ করিলে অন্তর্দাহে ধৈর্য্যহীন হইয়া অতি তীব্র বাণস্বরূপ কটুবাক্য অজস্র বর্ষণ করিলেও প্রত্যুত্তর প্রদান বিনা সহ্য করিয়া থাকেন এবং এইরূপ মনে করেন যে মদীয় প্রকৃত বাক্যে বাস্তবিকই মর্ম্মব্যথা পাইয়াছে, অতএব গাত্র দাহ নিবারণার্থ যে আমাকে গালিমন্দ দিতেছে, তাহা সহ্য করাই উচিত। আবার যাহার নিকট মনেতেও কোন দোষ গোপন করিতে পারে না, দোষী লোকেরা তাঁহাকে ভয়ঙ্কর যম স্বরূপ দেখে, সুতরাং প্রদীপ্ত জ্ঞানাধার বৈজ্ঞানিক সাধু মানবগণ চির কালই সাধারণের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়েন, এজন্য এই পাপ পৃথিবীতে অনেক মহাত্মা মহোদয় সাধুলোকেরা আজীবন অনন্ত যন্ত্রণা ও অশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন, বরং কেহ২ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। হা! ধরিত্রি! তুমি কি চির কালই প্রকৃত মহৎ মানবের আবাসযোগ্যা হইবেনা।

এইরূপ পূর্ণাধিকারি জীবন্ত জ্ঞানি বৈজ্ঞানিকেরা অপূর্ণ ও দুর্ব্বলাধিকারি সাধারণ সাধকের ন্যায়

ইন্দ্রিয় সংযম জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি শরীর শোষক কঠোর ব্রতানুষ্ঠান অথবা ইন্দ্রিয় শক্তি বিনাশ সঙ্কল্পে কোন কুৎসিত অপউপায় অবলম্বন করেন না। বরং যাহারা করে তাহার দিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ শারীরিক দুর্ব্বলতা অথবা ঔষধ প্রয়োগে ইন্দ্রিয় দমন হইলেও সুবিচার রূপ মহৌষধি বিনা মনের বিষয় বাসনারূপ রোগের শান্তি হয় না, ফলতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানিগণের অহ-রহ বস্তু বিচার দ্বারা সংসার ও ইন্দ্রিয়াভিলষিত কার্য্যগত যথার্থ তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য এবং অস্থা-য়িত্ব ও অসারত্ব অবগতি দ্বারা মনের মোহ নিদ্রা বিগত হইলে কাম ক্রোধাদি নীচবৃত্তি সমস্ত বিষ-হীন বিষধরের ন্যায় ক্ষীণ বীর্য্য হয়, সুতরাং আপন আপন বল বিক্রম প্রকাশ করিতে অশক্ত হইয়া কাযে কাযেই দমন ও বাধ্য হয়। বাস্তবিক মনের প্রবোধ হইলেই ইন্দ্রিয় দমন হয়, অতএব বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকেরা প্রজ্ঞান রূপ মাহৌষধি ভিন্ন অন্য যুক্তি যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে যত্নশীল হয়েন না।

এই প্রকার স্থির প্রতিজ্ঞ প্রবল ধার্ম্মিকেরা যদিও উপস্থিত মতে উৎপাদিত বিপত্তি বিঘ্ন এবং সমস্ত প্রকার জ্বালা যন্ত্রণাই অবিমর্ষভাবে সহ্য করিতে পারেন, বরং করেন। তথাপি বীর্য্যহীন বুদ্ধি ও বিবেক ভক্ত ন্যায় এবং ভীরু স্বভাব শান্ত প্রকৃতি যুধিষ্ঠিরাদি সাধু জনের ন্যায় একান্ত অক্রোধ অথবা অতি সহিষ্ণুতাকে উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন না, প্রকৃত বীরদিগের প্রকৃতিও সেরূপ নহে। এস্থলে অতি সহিষ্ণুতা সম্বন্ধেও একটি উদাহরণ দর্শান যাইতেছে, যথা দ্রুপদবালা যাজ্ঞসেনী, যাঁহার পাণি পীড়নাশায় ভারতবর্ষীয় যাবন্ত রাজবৃন্দ পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত ও যাহার রূপ লাবণ্য দৃষ্টে বিমোহিত এবং যাহাকে পাইবার লালসায় সমস্ত রাজন্যবর্গই অতিমাত্র ব্যগ্র ও লালায়িত হইয়াছিলেন, অথচ যিনি ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও ক্ষমতানুসারে অলৌকিক ক্ষমতাশালী পঞ্চ পাণ্ডবকে কর দান করিয়াছিলেন, এবং যিনি বিবিধ গুণে গুণবতী প্রযুক্ত অমূল্য রত্নস্বরূপে আপন পঞ্চপতি হইতে অপরিমিত মান গৌরবে এবং

বহু সমাদর ও যত্নে সেবিত হইতেছিলেন। সেই কমল তুল্য কোমল প্রকৃতি অথচ একান্ত নিরপরাধিনী নারীশিরোমণি পঞ্চরাজমহিষীকে পশুবৎ ইতর প্রকৃতি দুর্য্যোধন রাজা আপন ভ্রাতা দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রাজ সভায় আনয়ন করা এবং অতি জঘন্য অসভ্য জনোচিত নিতান্ত নিষ্ঠুর বরং একান্ত বীভৎস রসাত্মক দারুণ লজ্জাকর অন্যায় বস্ত্রহরণ রূপ অতি অসৎ রহস্য দৃষ্টি করিয়াও মহারাজা যুধিষ্ঠির মহাশয় ঐরূপ সমূহ নির্দ্দয় ক্রুরাচরণের উচিত প্রতিকার চেষ্টা বিনা একান্ত অসহ্য দৃশ্য যে অধোবদনে ও মৌনাবলম্বনে দর্শন ও সহ্য করিয়াছিলেন, ইহাকেই একান্ত অক্রোধ ও অতিসহিষ্ণুতা বলে, কিন্তু ঐরূপ দারুণ অন্যায় অবিচার বরং নিতান্ত পাশবাচরণ স্থলে কথিত বীর্য্যবন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন পূর্ণ ন্যায়পর বৈজ্ঞানিকেরা ন্যায়ানুগত কার্য্যানুরোধে বিগত জীবন হইলেও অবিচ্ছিন্ন নীরব থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং এই প্রকার প্রবলাধিকারী বৈজ্ঞানিকগণের আচার ব্যবহার অতি সহিষ্ণু যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় না হইয়া

বরং অতি উজ্জ্বল অথচ পরিণত বীর্য্য ব্যাপক বুদ্ধি সমন্বিত উদার ন্যায়পর মানবও রাজ ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সর্ব্বে সমদর্শী নিরভিমানী মনুজ ও রাজন্যগণের শিরোরত্ন স্বরূপ বিখ্যাত অদ্বিতীয় মহারাজাধিরাজ দীল্লীশ্বর আকবর সাহা মহোদয়ের কার্য্য প্রণালীর সহিত অনেক সাদৃশ্য ও ঐক্য হইতে পারে।

ঐ একান্ত পরিণামদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা জগৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা যখন প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন যে নিতান্ত পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী পার্থিব বস্তু ও অনিত্য দৈহিক সম্পর্কের স্থায়িত্ব ও স্থিরতা কিছুই নাই এবং ঐ সকল পদার্থ ও সম্বন্ধে যে সুখাভাস মাত্র অনুভব হয়, তাহা পার্থিব কার্য্য নির্ব্বাহক মাত্র, পরন্তু মানব বপু মাতৃ গর্ভে নির্ম্মাণ ও জীবন প্রাপ্তি দিন হইতে পরিমিত জীবন শতবর্ষ পর্য্যন্ত সকল সময়েই মানব দেহ ভঙ্গ হইতে কোন বাধা প্রতিবন্ধক অথবা কালাকালের কোন নিশ্চয় অবধারণ এবং ইচ্ছামত স্বাভিলষিত লাভে স্বাধীনতা মাত্র নাস্তিকাদি জীব বিবেক, স্বকীয় হৃদয়ে

অনভ্যুত অর্থাৎ পরপ্রণীত পুস্তক অধ্যয়ন অথবা বাচনিক উপদেশে অবগত সাধারণ লোকের ন্যায় মৌখিক সংগ্রহ মূলক বৈজ্ঞানিকেরা কেবল অভিজ্ঞান মাত্র লাভ করেন এমত নহে, যাহারা জগৎপুস্তক অধ্যয়নে স্বয়ং অধিকারী এবং যাহারদিগের ঈশ্বর প্রীতি বাচনিক না হইয়া জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংলগ্ন নদীর ন্যায় স্থিরতায় সম্পন্ন, তাঁহাদিগের হৃদয় উদ্ভাবিত আন্দোলিত জ্ঞান বিজ্ঞান একেবারে অবিনশ্বর অক্ষরে চিত্তপটে মুদ্রিত হয় বিধায় এ সমস্ত দৃঢ়তা সংস্কারে মনেতেও ধারণা হয়, সুতরাং তাঁহারা সাধারণের ন্যায় বাচনিক ধার্ম্মিক হইতে পারেন না, এজন্য তাহারদিগের চিত্ত শান্তি এই যে যেকোন স্থূল দেহে জীবন ধারণ করেন, তথাপি তাঁহারা সংসারী হইলেও অনাসক্তি ও অলিপ্ততা জন্য অসংসারী মধ্যেই পরিগণিত হয়েন।

এই স্থানে অনাসক্তি ও অলিপ্ততা বিষয়েও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা উচিত ও সঙ্গত বোধে বিবরণ করিতেছি, যেমন কোন সংসারী হিন্দু অবস্থ

সুলভ সুখাদ্য মাংস প্রাপ্ত হইলে অত্যানন্দ অনুভব করেন বটে, কিন্তু অপ্রাপ্তে দুঃখমাত্র অনুভূত বরং স্মরণ পর্য্যন্ত হয় না এবং প্রাপ্তি জন্য আকুলতা প্রকাশ বা অনুষ্ঠান করেন না, ইহাকেই অনাসক্ত অলিপ্ত ভোগেচ্ছু বলে। পক্ষান্তরে আমিষ বা নিরামিষ উপকরণ সহ নিয়মিত অন্ন জল না পাইলে কোন মতেই মানবেরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না এবং তৎপ্রাপ্তি লালসায় অতিমাত্রে ব্যাকুল বরং অসদুপায়েও তল্লাভার্থ কৃতসঙ্কল্প এবং বাধ্য হয়েন, ইহাকেই আসক্তি যুক্ত লিপ্ত স্বভাব বলে, অতএব বহুদর্শি প্রাজ্ঞ অথচ বিগত মোহ বৈজ্ঞানিকেরা শেষোক্ত প্রণালীগত আসক্তি যুক্ত অথবা অদূরদর্শী অপ্রাজ্ঞ বিমুগ্ধ সাধারণ জন সমাজের ন্যায় লিপ্ত সংসারী না হইয়া পূর্ব্বোক্ত মতে অনাসক্ত ও অলিপ্ত সংসারী হয়েন।

প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ স্বাধীন স্বভাব বৈজ্ঞানিকেরা যে মানবোপাসনা ও চাটুবাদের প্রতি সমূহ বিদ্বেষ ও অজস্র ঘৃণাবর্ষণ করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য বরং নীচ প্রকৃতি চাটুকারগণের একান্ত বিপরীত তাহা-

পন্ন বৈজ্ঞানিকেরা নির্গুণ কুচরিত্র ধনী হইতে সগুণ সচ্চরিত্র দরিদ্রকেই শত গুণে সমধিক আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন, পরন্তু গুণ জ্ঞানহীন কুচরিত্র কুবের তুল্য ধনী অথবা মহৈশ্বর্য্যবন্ত রাজা হইলেও তাহারদিগকে এবং ঐরূপ চরিত্রগত সামান্য কৃষককে অভেদ জ্ঞান করা ইহাঁরদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ স্বভাব, বাস্তবিকও মানব মহত্ত্ব ও প্রাধান্যের জন্য অতুল ধন মান এবং ঐশ্বর্য্য হইতেও জ্ঞান গুণ ও সুচরিত্রতা অনন্ত গুণে মর্য্যাদক ও মহত্তর, তদ্ভিন্ন বিপুল ধনী অথবা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত হইলেও জ্ঞান গুণহীন অব্যবস্থিত কুচরিত্র মানব আর পশু অভিন্ন, এতন্নিবন্ধন সেই দেশই প্রকৃত সভ্য যে দেশে নির্গুণ ধনী হইতে গুণ সম্পন্ন দরিদ্রের শত সহস্র গুণে অধিক মান সম্ভ্রম এবং তাহার মূল্যবান বাক্যকে আগ্রহাতিশয় যত্নে গ্রহণ করে, ফলতঃ গুণের পুরস্কার দোষের তিরস্কার অভাব স্থান কখনই সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা অবিজ্ঞ ধনীর উপাসনা করা দূরে থাকুক, যত বড় লোকই কেন

হউন না, তন্নিকটে দীনতা বা হীনতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারেন না, প্রত্যুত প্রার্থনা ও মৃত্যুকে অপ্রভেদ বোধ করেন, অপিচ ধন মান রূপ যৌবন বিদ্যা জ্ঞান ঘটিত কাহারো অভিমান অহঙ্কার একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না। অতএব এই অভিমানময় সংসারে ঐ প্রকার লোকের গতিই নাই।

পুনশ্চ যে বৈজ্ঞানিক সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরাজ্ঞা ও ইচ্ছার অধীন তিনি শুভাশুভ তাবৎ কার্য্যেই ইচ্ছাময় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর এবং তাঁহাকে ইহ পরকালের নিমিত্তে নিশ্চয় সহায় ও রক্ষক বোধ করাতে পার্থিব বিষয়ে একান্ত মায়া শূন্য হয়েন, সুতরাং সাধারণ অভিলষিত রজত কাঞ্চন এবং মৃত্তিকাতে ভেদ জ্ঞান থাকে না। এমতাবস্থায় যখন ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সাধারণ নিয়ম এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যে মানবের যে বিষয়ে একান্ত প্রীতি সে সেই বিষয়েই কৃতকার্য্য হয়, সুতরাং যাঁহার বিষয়ে প্রীতি তাঁহার বিষয়, যাঁহার ঈশ্বর ও ধর্ম্মে তাঁহার ঈশ্বর ও ধর্ম্মই লাভ হয়। এতাবৎ

কারণ বশতঃ প্রস্তাবিত সাধু সম্প্রদায়ের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ অশেষ বিড়ম্বনার কারণ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেও ঐ প্রকার সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন প্রবলাধিকারী বৈজ্ঞানিকেরা অবিবেকি সামান্য লোকের ন্যায় অবসাধ প্রাপ্ত অথবা কর্ম্মক্ষেত্র ধরাতলে ধর্ম্ম জন্য পরীক্ষা প্রদানে বিরত ও বিচলিত হয়েন না।

প্রথিত বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয়ে সংসারের অস্থায়িত্ব ও প্রপঞ্চত্ব বিষয়ক আন্দোলনে সংসার বিরক্তিরূপ অগ্নি ক্রমেই বিধূমিত হইতে থাকে, তাহাতে আবার ব্যবসায়ময় সংসারের বিধি বিরোধি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য ব্যবস্থা হীন দূর-ভিমানি অসংস্কার চরিত্র অবৈধ ও অন্যায় স্বার্থ পর জন সাধারণের ছল চাতুরী তথা কপটতা কৃত্রিমতা এবং অহঙ্কার নিষ্ঠুরতাদি দারুণ অসদাচরণে পদে পদে প্রবঞ্চিত প্রতারিত বরং অপমানিত তদ্ভিন্ন বহুপ্রকার ক্ষতি অনিষ্ট সততই সহ্য করিতে বাধ্য হইতে হয়বিধায় সংসার বিরক্তির আর পরিসীমা থাকে না সুতরাং উভয় প্রকার বিরক্তিরূপ

অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া বৈরাগ্য রূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উচ্ছ-সিত হইতে থাকে, ক্রমে যে পরিমাণে বৈরাগ্যের আধিক্য ও বাহুল্য হয় সেই পরিমাণেই পার্থিব আশা কামনা এবং হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারাদি বরং তাবৎ প্রকার কুসংস্কার ও অজ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হইতে বাধিত হয়। তাহা হইলে বিষয় বাসনার যত লাঘব ও খর্ব্বতা হয়, ততই সংসার বন্ধন ছিন্ন এবং প্রীতি মিশ্র ব্রহ্মানন্দ রসের উৎস বৈজ্ঞানিক আত্মাতে উৎসারিত হইতে থাকে, তখন বৈজ্ঞানিক মহাত্মা নিতান্তই নিবৃত্তি ও শান্তিরসে প্লাবিত হইতে থাকেন, ইহাকেই জীবন্মুক্ত অধিকার বলে।

অতঃপর সমষ্টি মানববর্গ যে এক জাতীয় বটে তৎসম্বন্ধীয় চর্চ্চাতে লিপ্ত হইলাম। একই নিয়ম ও একই প্রণালীতে দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানসিক এক ভাবগতি ও একই প্রকার জনন মরণ শীল নানাদেশ জাত মানব কুল মাত্রই যে ভেদ শূন্য এক জাতীয় লোক তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তদ্বিষয়ে দুই একটী যুক্তির অনুশরণ

করিতেও বাধ্য হইলাম। যথা বিদেশীয় ইংরাজ কি মুসলমান জাতীয় কোন মানব হিন্দু কুলোদ্ভব কোন মনুজ সম্মুখে অথবা হিন্দু সম্প্রদায়ী কোন মনুষ্য ইংরাজ কি মুসলমান জাতিগত নর সাক্ষাতে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আক্রমণকারী শার্দ্দূলকে সংহার পূর্ব্বক আক্রমিত মানব উদ্ধার করণার্থ যখন দেশ ও জাতি ভেদ বিনা মানব মাত্রেরই কায়মনো বাক্যে প্রাণ পণ চেষ্টা হইয়া থাকে, এবং কৃত কার্য্য হইলে মানব পরিত্রাতা আত্ম প্রসাদ রূপ আনন্দ সাগরে অবগাহন করেন। প্রত্যুত হিন্দুরা মুসলমানকে নিষ্ঠুর মুসলমানেরা হিন্দুকে পৌত্তলিক অথবা হিন্দুরা খৃষ্টিয়ানকে কুহকী কিম্বা খৃষ্টিয়ানেরা হিন্দুকে অসভ্য কাল্পনিক বলিয়া অন্য সময় ঘৃণা বিদ্বেষ করিলেও তৎকালে বিদ্বেষ ভাবের অবির্ভাব মাত্র থাকে না। পরন্তু যখন মানব কর্ত্তৃক আক্রমিত সিংহ ত্রাণার্থ কোন মানবেরই চেষ্টা হয় না এবং ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন তখন সমষ্টি মানব জাতির একতা ও ঐক্য বিষয়ে সংশয় হইবার উপায়ই নাই। বরং আক্রান্ত মানব

যুক্তি সময়ে বিদেশী বিধর্ম্মি বিজাতীয় বলিয়া ভেদ বিদ্বেষ না হওয়াতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, করুণাকর পরমেশ্বর মানবদিগকে ভ্রাতৃ স্নেহ ও স্বজাতি প্রিয়তা গুণ প্রদান করাতেই আক্রমিত মানব পরিত্রাণার্থ জাতি এবং ধর্ম্ম ভেদ বিনা মানব মাত্রের সাতিশয় ব্যাকুলতা ও ব্যগ্রতা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন দেশী বিজাতীয় হইলেও বিপন্ন মানব দৃষ্টে দয়ার্দ্র মানব মাত্রেরই বিপন্ন ব্যক্তির দুঃখ বিমোচনার্থ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার সীমা থাকে না, ইহা দ্বারাও মনুষ্য কুলের একত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মহাত্মারা ভাষা ও দেশ অথবা ধর্ম্মভেদে মানবগত জাতিভেদ কোন মতেই স্বীকার করিতে পারেন না। বরং এক জগৎ পিতা পরমেশ্বর হইতে জাত মানব কুলগত স্ত্রীপুরুষ মাত্রকেই ভগিনী ভ্রাতা নির্ব্বিশেষে স্নেহ মমতা করিয়া থাকেন, কেবল স্নেহ মমতা করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন এমত নহে, পরম পিতা জগদীশ দয়া ক্ষমা স্নেহ মমতা এবং প্রীতিরূপ আপন বিভূতি দ্বারা যে দৃষ্টিতে জগৎ ও জগতীয় প্রাণিবর্গকে দেখেন, প্রকৃত

ঈশ্বর প্রেমি বৈজ্ঞানিক মহাত্মারাও সেইরূপ বিমল প্রীতি নেত্রেই জগৎ ও জগদন্তর্গত প্রাণিমাত্রকে দর্শন করেন বরং প্রাণিমাত্রেরই সম সুখদুঃখি হয়েন, বাস্তবিক পূর্ণাধিকারী বৈজ্ঞানিক চরিত্র ঈশ্বর বিভূতির অভিনয় মাত্র কিন্তু কুচরিত্র মানবগণ আপন আপন অপবিত্র চরিত্র জন্য যেমন সর্বাঙ্গ-স্বরূপ ঈশ্বর হইতেও একান্ত ভিন্ন ও বহু দূরে অবস্থিতি করে সেইরূপ বৈজ্ঞানিক মহোদয়গণ হইতেও সুদূরবর্ত্তী হয় ফলতঃ এরূপ হইলেও কুচরিত্র মানবগণের চরিত্র ভিন্ন কাহারো জীবনের প্রতি অনাস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। বরং সচ্চরিত্র কুচরিত্র উভয় প্রকার মনুষ্যের জীবনকেই স্বকার জীবনের অভিন্ন বোধ করেন, বাস্তবিকও দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত চরিত্রই দায়ী কাহারো জীবন দায়ী নহে এমৎ স্থলে প্রাকৃত রাজন্যগণ যে হত্যাপাপের প্রতি হত্যাদণ্ড বিধান করিয়াছেন তাহা ঈশ্বর অনুমোদিত বিধি বলা যাইতে পারে না, কারণ যাহার নির্ম্মাণে অধিকার নাই তাহার ভঙ্গকরাও অনধিকার চর্চ্চা সন্দেহ নাই। পরন্তু যখন

দণ্ড তিরস্কারের তাৎপর্য্যই কেবল চরিত্র সংশো-ধন মাত্র, তখন হত মানবের চরিত্র বিধ্বংশ হইলে সংশোধন সম্ভাবনা একবারেই নিরাশ হয় সুতরাং হত্যাদণ্ড ন্যায়ানুগত বিধি বোধ হয় না।

তবে হত্যাদণ্ডে রাজা ও রাজপুরুষগণের স্বার্থ উদ্দেশ্য মাত্র নাই বরং কেবল সাধারণের ভয় সঞ্চার ও হিতের উদ্দেশেই হত্যাদণ্ড বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যদি তদ্দ্বারা মহাপাতকি পশুবৎ এক মানবের জীবনাবশানে অন্য অনেক সাধুজীবন রক্ষা ও সাধারণের হিতানুষ্ঠানের সদুপায় হয় তবে বোধ করি হত্যাদণ্ড বিধি প্রদাতা মানবেরা ক্ষমার যোগ্য হইলেও হইতে পারেন তথাপি অনধিকার চর্চা মূলক হত্যাদণ্ডরূপ অতি গুরুতর ভয়ঙ্কর ব্যাপারে সমধিক ও সমুচিত সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত ও কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক পুনরায় জাতি বিষয়ক প্রস্তাবেরই অনুসরণ করিতেছি, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যের সুশৃঙ্খলা নিবন্ধন এক মানব মধ্যে স্ত্রীপুরুষ গত যে আকার এবং প্রভিন্ন দেশ জাত মানবগণের ভাষা ও ধর্ম্ম ভেদ

হইয়াছে তাহা আকার এবং ভাষা ও ধর্ম্ম ভেদ মাত্র, ফলিতার্থে মনুষ্যগত জাতি ভেদ নহে এমৎ স্থলে প্রভিন্ন দেশবাসী দুরভিমানি স্বার্থপর দুর্জ্জন মানবেরা যে ভাষা ও ধর্ম্মভেদে জাতিভেদ করত ঈর্ষা বিদ্বেশ তথা তাচ্ছল্য পরতন্ত্রতায় দুর্ব্বল মানবগণকে প্রপীড়ন অথবা অসভ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে তাহা নিতান্তই অপূর্ণ জ্ঞান ও কুসংস্কারের ফলমাহাত্ম্য সন্দেহ নাই। এস্থলে বলবান জাতি সাধারণকে সতর্ক করিতেছি যে বলের পুরস্কার পর পীড়াকর কার্য্য নহে বরং সাধারণের মঙ্গল ও পরোপকার ও হিতসাধনই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বলের যথার্থ পৌরুষ ও পুরস্কার, পরন্তু বল থাকিলেও অবৈধ বল প্রয়োগ ব্যবস্থাসিদ্ধ হইতে পারে না এ অবস্থায় যে দুর্জ্জন বলবান্ মানব দুর্ব্বল মনুষ্য প্রতিকূলে অবৈধরূপে বল প্রকাশ করেন তিনি রাজা হইলেও মানব প্রকৃতি সিদ্ধ ব্যবস্থা বাধ্য প্রাজ্ঞ মানবেরা তাঁহাকে মনুজ মধ্যে গণ্য না করিয়া হিংস্র পশু অথবা নৃসংশ দস্যু বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করেন প্রত্যুত দয়াময় পরমেশ্বর যখন দুর্ব্বল মানবগণের

হিত ও মঙ্গলার্থে প্রবল বলশালী মনুজগণকে ভ্রাতৃস্নেহ ও স্বজাতি প্রিয়তা গুণ প্রদান করিয়াছেন তখন তাহার অন্যথাচরণ করিলে ঈশ্বরাজ্ঞা ও নিয়ম লঙ্ঘন জনিত মহা পাপের নিমিত্ত অবশ্যই প্রচুর শাস্তি ও উচিত দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইবে সন্দেহ নাই। যদিও সর্ব্বদর্শি জগন্ময় পরাৎপর পরমেশ্বর অতীন্দ্রিয় জন্য বোধ করি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ও বিশ্বাস করিতে পার না বিধায় তাঁহার ভয় কর না কিন্তু আমি নিশ্চয়-রূপে বলিতে পারি নিরপেক্ষ পরম ন্যায়পর দুর্ব্বল বান্ধব দর্প-হারি জগদধিপের সূক্ষ্ম বিচারে বলবান্ ধনবান্ কাহারও নিস্তার নিষ্কৃতি নাই এতদ্বিষয়ক প্রমাণ ও সত্যতা প্রতি পাদনার্থ বহু আয়াস স্বীকার করি-তেও হইবেক না ফ্রেঞ্চ সম্রাটের অভিনব দুর্দ্দশা দৃষ্টি করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক।

জাত্যভিমান দোষে অবনিজাত যাবত্ত জাতি হইতেই হিন্দুরা নীচ ও নিকৃষ্ট, যেহেতু অপর জাতি সাধারণ ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জতি এবং ভিন্ন ধর্ম্মকেই ঘৃণা অবজ্ঞা এবং ঈর্ষাদি করিয়া থাকে।

কিন্তু স্বজাতি স্বধর্ম্মির মধ্যে ইতর জ্ঞানে কাহার প্রতিই অনাদর অবহেলা অথবা সংস্পর্শকে জাত্যন্তরের হেতু নির্দ্দেশ করে না, হিন্দুরা স্বসম্প্রদয়ী মধ্যেই জাতিভেদ পূর্ব্বক ইতর ও সামান্য জ্ঞানে নিরতিশয় ঘৃণা বিদ্বেষ করিয়া থাকেন এবং সংস্পর্শকে জাতি চ্যুতির কারণ স্থির করাতে বিদেশীয় বিজাতীয় জনসংস্পর্শে হিন্দুরা সমুদ্র পথে দূরদেশ গমনে অশক্ত প্রযুক্ত ভিন্ন দেশীয় জ্ঞান বিদ্যা বল বুদ্ধি সাহস অধ্যবসায় বরং বানিজ্য-গত বিপুল ও প্রচুর লাভেই নৈরাশ ও বঞ্চিত হইতেছেন, পরন্তু স্বজাতীয় মানব পরজাতি-গত হইলে তাহাকে অথবা ভিন্ন জাতি মনুজকে স্বীয় জাতিভুক্ত করিতে অক্ষম জন্য হিন্দুকুল নির্ম্মূল প্রায় হইতেছে।

হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ! তোমরা নিতান্তই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী, তাহা না হইলে আকার ও জ্ঞানহীন বরং বস্তু মধ্যেই অপরিগণনীয়, কেবল কর্ম্মানুসারী উপাধি মাত্র, এমত অবাস্তবিক আকাশ কুসুম তুল্য মিথ্যা জাত্যভিমানে মজিয়া কতশত অশির

ও অনিষ্টের অধীন রহিয়াছ, তাহার অন্তই নাই, বরং ঐমতাচরণ দ্বারা মঙ্গল সঙ্কল্প করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় অতিক্রম করত সমূহ নিরয় ভাগী হইতেছ, সংশয়াভাব। হে ভ্রাতৃগণ! কাল সহকারে যখন প্রভিন্ন দেশ জাত বহুজাতি সঙ্গে ব্যবসায় সূত্রে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছ, তখন সংস্পার্শ দোষ বিরহিত থাকার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই। এমত স্থলে তোমাদিগের জাতি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবে কেন এমত অমূলক জাতি সূত্রে বহুবিধ হিত লাভে বঞ্চিত এবং স্বজাতি মধ্যে জাতিভেদ পূর্ব্বক দারুণ ঈর্ষ্যা হিংসার বশংবদ হইতেছ, বস্তুতঃ ইহা নিতান্তই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আধিপত্য সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরাধীন বৈজ্ঞানিকেরা যেমন দেশ ও ধর্ম্ম এবং জাতিভেদে কোন মানবের প্রতি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ করেন না, সেইরূপ প্রভিন্ন জাতিগত সাধারণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও উপাস্য দেবতা বা অবতারকে অবজ্ঞা অবহেলা অথবা তাঁহার দোষানুসন্ধান

এবং নিন্দা চর্চা করা নিতান্তই অবৈধ বোধ করেন, বরং মিশনরিরা যে, হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং প্রতিপাদ্য অবতার ও মাননীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নিন্দাসূচক উক্তি, তথা দোষ উদঘাটন করেন, তাহা বৈজ্ঞানিকদিগের নিতান্তই অননু-মোদনীয়, কারণ সাধারণ মানবেরা জগৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ কিম্বা একেশ্বর উপাসনা রূপ বিশেষ ধর্ম্মে একান্তই অনধিকারি, প্রত্যুত জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর জ্ঞান প্রতি-ভাতক উপযুক্ত বুদ্ধি এবং পবিত্র চরিত্র ও সদাচরণ অভাবে প্রকৃত ধর্ম্মাধিকার সম্ভাবনাও নিতান্ত বিরহ, এমত স্থলে সাধারণ লোক আপন আপন বিশ্বাস মতে যে প্রণালীতেই হউক কোন ধর্ম্মের অধীন ও আশ্রয় বিনা নিরঙ্কুশ ভাবে অশাসিত রূপে সংসারে অবস্থান করিলে লোক সমাজ নিতা-ন্তই উচ্ছৃঙ্খল এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্ম শাসন ভয় মাত্র না থাকিলে কুচরিত্র মানবগণের দারুণ অত্যাচারে সংসার একেবারেই উচ্ছন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভব, এ জন্যই হিন্দুরা পরিমিত কল্পিত ধর্ম্মের প্রচার ও

আবিষ্কার এবং খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা অবতারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যদ্যপি মুসলমানেরা বাচনিক নিরবয়ব একেশ্বর বাদ করেন বটে কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপি নিরাকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পদার্থময় ঈশ্বর সাধারণের নিতান্তই অনধিগম্য এবং জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর জ্ঞান অভাবে সাধারণের ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন অসম্ভব, এ জন্য সাধারণের ধর্ম্ম বন্ধন শিথিল ও ছিন্ন মূল হওনা-শঙ্কাতে জন সাধারণকে ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ ও স্থিরতর রাখিবার মানসে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকও আপন অলৌকিক মহিমা ও পরকাল গত ভয় লোভ জনিত সুকৌশলময় বিবিধ উপন্যাস রচনা বরং নিরবয়ব ঈশ্বরকেও প্রকারান্তরে সাকার অর্থাৎ পর-কালিক নির্দ্দিষ্ট বিচারের দিবস সাকার পদ্ধতিতে বিচারাসনে উপবেশন ও মানব প্রণালীতে প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণ পূর্ব্বক লোক সাধারণের পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন ইত্যাদি কল্পিত প্রস্তাব প্রসঙ্গ করিতে বাধিত হইয়াছেন।

প্রত্যুত হিন্দু প্রভৃতি জাতিত্রয় গতধর্ম্ম

প্রচারকেরাই ঈশ্বর ও ধর্ম্মে সাধারণ জন-সমাজের ভয় বিশ্বাস আকর্ষণার্থ আপন আপন ধর্ম্ম পুস্তককে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া প্রচার ও প্রকাশ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা নিশ্চয় অবধারিত হইতেছে যে লোক সাধারণই নিরাকার নিরঞ্জন একেশ্বর উপাসনা রূপ মূল ও মুখ্য ধর্ম্মে একান্তই অনধিকারি, যখন সাধারণ জন সমাজেরা জগৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং তৎ প্রতিপাদ্য পরমারাধ্য জগৎময় পরাৎপর পরমেশ্বর হৃদয়ঙ্গম করিতে নিতান্তই অক্ষম ও অশক্ত, তখন লোক সাধারণের মানবরচিত শাস্ত্রকেও ঈশ্বর প্রণীত বিশ্বাসে ঈশ্বর ও ধর্ম্মে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক কোন প্রকার ধর্ম্মাশ্রয়ে থাকিয়া লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত ও আবশ্যক, যে হেতু তদ্দ্বারা লোক সাধারণের অশেষ মঙ্গল ও প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা এবং দুর্ব্বলাধিকারি সাধারণ সম্বন্ধে ঐরূপ ভয় মৈত্র প্রকাশক কল্পিত ধর্ম্মও নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না, কেন না অন্তর্যামি সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সকলেরই মানসিক অনুষ্ঠান উদ্দেশ্য জানিতে বাধা

প্রতিরোধ মাত্র নাই, এমত স্থলে সাধারণের নিষ্ঠা-পূর্ণ আন্তরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কাল্পনিক সাধন প্রত্যক্ষ ফল সাধ্য না হইলেও পরোক্ষ ফলজন-কত্বে কোন প্রকারে সংশয় সন্দেহ হইতে পারে না, পরন্তু খৃষ্টানেরা নিরবয়ব জ্ঞান-স্বরূপ একেশ্বর উপাসনা রূপ মোক্ষ ধর্ম্ম পরায়ণ না হইয়াও সাধারণ হিন্দুদিগের ন্যায় অবতার অর্থাৎ একেই তিন তিনেই এক বলিয়া ঈশ্বর স্বীকার ও উপাসনা করিয়াও পরকীয় তুল্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদি হওয়া কুসংস্কারের প্রভাব বিনা প্রাজ্ঞতা সম্মত সৎকার্য্য বোধ হয় না, পরন্তু ঐরূ। নিন্দা-বাদে ইতরাচরণ ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার পক্ষেও উন্নতি ও হিত সম্ভাবনা অত্যল্প, বরং ঐরূপ অপ অনুষ্ঠানে ভিন্ন সম্প্রদায়ী মানবগণকে অনর্থক মর্ম্মজ্বালায় জ্বালাতন ও তাপিত করিতে হয়, এই জন্য এই সূত্রে পরস্পর জাতি ভেদে অনিবার্য্য দারুণ শত্রুতা ও বৈরতার প্রাদুর্ভাবে প্রাচীনকালে অনেক রাজ্য ও অনেক দেশ যে বিদগ্ধ ও বিধ্বংশ হইয়াছে, তাহা পুরাবৃত্তে দেদীপ্যমান প্রমাণ ও প্রকাশ, সুতরাং

ঐরূপ কুআচরণে কেবল পরিণামদর্শী বৈজ্ঞানিক ধার্ম্মিকেরা কেন দূরদর্শী প্রবীণ বিষয়ীরাও অনুমোদন করিতে পারেন না।

এতদ্ভিন্ন মানব নির্ম্মিত উপধর্ম্ম বিনা জাতি সাধারণের মূল ধর্ম্ম প্রায়ই তুল্য ও সমান অবস্থাপন্ন থাকাতেও যদি কোন সম্প্রদায়িরা কোন ইতর বিশেষ মনে করেন, তবে তাহা সাধু প্রণালীতে যুক্তি পথে প্রকাশ করিলেই অভীষ্ট সাধন হইতে পারে, অন্যথা অশিষ্টাচরণ দ্বারা পরস্পর স্বজাতি ও ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ও বিরোধের সূত্র সোপান স্থাপন করা সাধু সম্মত যুক্তি সিদ্ধকর্ম্ম স্বীকার করা যাইতে পারে না, এই বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কোন পুস্তক বিশেষ ঈশ্বর প্রণীত অথবা তদ্দত্ত ভাব দ্বারা রচিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐ

জগৎ কার্য্যময়, জগৎ গ্রন্থের পর্য্যালোচনায় যখন সংশয় শূন্য প্রমাণ হইতেছে যে ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টি উদ্দেশে আন্দোলন ও আলোচন তৎপর হইলে সম্যক অনুষ্ঠান ও অঙ্কুর

উপকরণ সহ যাবতীয় জগৎ কার্য্যের প্রতিকার্য্যই ন্যায় সম্মত উচিত ও উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা ও অনন্ত নিয়ম সহকারে ইচ্ছামাত্র একই সময়ে একই প্রণালীতে জগৎ সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়া পৃথিব্যাদির অবস্থানুসারে ক্রমে সৃষ্ট পদার্থ মাত্রের বিকাশ ও আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই বিশাল ও বিচিত্র জগতের তৃণ হইতে অচল ও পরমাণু হইতে গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই মানব কার্য্য সদৃশ ইন্দ্রিয় ও অন্য সহায় সাপেক্ষের নিতান্ত নিরপেক্ষ ও অনুপযোগী থাকা নয়ন ও জ্ঞান গোচর হই- তেছে, তখন বপু বিশিষ্ট মনুজ মল মুখ ও হস্ত এবং লেখনী মসী পত্র সাপেক্ষ দেশ ও জাতিভেদে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষাদি পক্ষপাত মূলক মানব দুর্গন্ধ পরিপূরিত মনুজ প্রকৃতি সিদ্ধ রচনা চাতুর্য্য এবং কৌশলময় পুস্তকাদিকে জগৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন- কারি বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বর প্রণীত অথবা ঈশ্বর প্রদত্ত ভাব দ্বারা প্রচারিত হওয়া কোন মতেই স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারেন না, যাহারা মানবাবতারিত পুস্তক বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার ও

বিশ্বাস করে, তাঁহারা জগৎ গ্রন্থ অধ্যয়নে নিতান্তই অনভিজ্ঞ ও অনধিকারি। তাহাদিগের যদি জগৎ পুস্তকান্তর্গত বর্ণমালা জ্ঞান ও অক্ষর পরিচয় মাত্রও থাকিত, তাহা হইলে মনুজ প্রকৃতি ও প্রণালী সিদ্ধ গ্রন্থ বিশেষকে অলৌকিক ক্ষমতাশালী নিরাকার ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া কদাপি স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারিত না, কারণ এই মহা বিস্তৃত জগৎ গ্রন্থ যখন অলৌকিক নিয়মানুসারি অবিনাশী অক্ষরে মুদ্রিত অথচ অপরিবর্ত্তনীয় অভ্রান্ত অনন্ত বিধি বিধানে বিবৃত ও খচিত রহিয়াছে, তখন মানব প্রকৃতি সুলভ জড় উপাসনা এবং অভিমান ও স্বার্থপরতা মূলক একান্ত কল্পিত নিতান্ত পরিবর্ত্তন শীল ভ্রম প্রমাদময় অবৈধ বিধান বিনাশী মানব অক্ষরে রচিত সামান্যভাব যুক্ত অসম্পূর্ণ সাধারণ পুস্তক সমস্ত নিরভিমানি নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ একান্ত স্বার্থহীন নিতান্ত উদার ও সরল স্বভাব সর্ব্বময় সমদর্শী অনন্ত জগৎ কর্ত্তা হইতে অবতারণা ও প্রচারণা হওয়ার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ যখন মহা ব্যবস্থাপক জগন্নিয়ন্তা জগৎ কারণের অভ্রান্ত ব্যবস্থা ও নিয়মানুসারে এক চন্দ্র এক সূর্য্য এক দিন এক যামিনী একি প্রকার ঋতুর নিয়ম ভিন্ন জাতিভেদে ভিন্ন কার্য্য ও নিয়মের সৃষ্টি হওয়া জগৎ পুস্তক দ্বারা আংশিক রূপেও প্রমাণ হইতেছে না এবং সেই ঈশ্বর কার্য্যে বিরুদ্ধে মানবগণের দ্বিরুক্তি ও আপত্তি করার সম্ভাবনা নিতান্ত বিরহ, বরং একেবারেই নাই, অথচ মনুজগণ ঐ নৈসর্গিক কার্য্য সম্বন্ধে ভ্রমেও অস্বীকার ও অবিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রত্যুত পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ড জগতের প্রত্যেক কার্য্যই বিধি ব্যবস্থা সহ এক সময়েই উদ্ভব হওয়া প্রচুর রূপে প্রমাণ হইতেছে, তখন সর্ব্বেশ্বর হইতে মানবগণের মঙ্গলার্থ কোন পুস্তক প্রচার ও প্রকাশ হইলে সৃষ্টির প্রথমাবধি ভেদ বিপর্য্যয় বিনা অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে সরল ও উদার ভাব এবং সম্পূর্ণ বিধি বিধান যুক্ত এক পুস্তকই প্রচার ও প্রকাশ হইত এবং তাহা অবনিজাত সকল জাতিগত সমস্ত মানববর্গই নিরাপত্তে একভাবে মান্য বিশ্বাস

করিত। তাহা না হইয়া সৃষ্টির বহুকাল পরে অগ্র-পশ্চাৎ সময়ে জাতি ভেদ সঙ্কুল মনুজ স্বভাব সিদ্ধ পক্ষপাত ও অভিমানময় মন মুখ লেখন্যাদি সাপেক্ষ বাইবেল কোরানাদি বহু পুস্তক প্রচার ও প্রকাশ হইত না এবং তাহা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীরা অস্বীকার ও অবিশ্বাস তথা অনাদর ও অযত্ন এবং ঘৃণা ও তাচ্ছল্য করিতে কখন ক্ষমবান ও প্রশক্ত হইত না।

তদ্ভিন্ন হিন্দু ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় ও স্ববংশের মান গৌরব ও প্রভূতা এবং ভরণ পোষণার্থ ব্যবসায়মূলক নানা উপধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বাহুল্য বিধিবিধান এবং অশেষ পক্ষপাত, মুসলমানেরা রাজত্ব কামুকতার স্বার্থ উদ্দেশে অনুগত দলাক্রান্ত লোকদিগকে একান্ত ধর্ম্ম বিরোধি নির্দ্দয় নিষ্ঠুরাচরণ অর্থাৎ পরধর্ম্মগত প্রাণী হিংসা ও বিনাশ এবং যুদ্ধে সমুহ উৎসাহ, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিরা স্বীয় ধর্ম্মে লোক সংগ্রহ ও লোকানুরাগ আকর্ষণ জন্য চাতুরি ও কৌশলময় স্বমত পোষক দুর্গমার্থ নিতান্ত উদ্ভট হিয়ালীচ্ছন্দ হেতুবাদ সমস্ত যে আপন আপন ধর্ম্ম পুস্তকে নিবেশিত করিয়াছেন, ঐ সমস্ত মানব প্রকৃতি সিদ্ধ উক্তিকে

ঈশ্বর প্রদত্ত ভাব দ্বারা ব্যক্ত হওয়া স্বীকার করিলে সেই নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহ নির্ম্মোহ নিরাকার নিরভিমানি পক্ষপাতশূন্য সর্ব সমদর্শি উদার স্বভাব ইচ্ছা-ময় সর্ব্বশক্তিমান জগৎ পতির একান্ত অকলঙ্ক বিশুদ্ধ চরিত্রে যার পর নাই অপবাদ ও কলঙ্ক আরোপ এবং তাঁহাকে ভ্রমাত্মক স্থির করিতে হয় সন্দেহ নাই। ইত্যাদি কারণে প্রকৃত ঈশ্বরনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা কোন পুস্তক বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত অথবা ঈশ্বর প্রদত্ত ভাবদ্বারা রচিত বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস পূর্ব্বক দারুণ মহাপাপে লিপ্ত হইতে প্যারেন না, ফলিতার্থেও জগৎ গ্রন্থ বিনা মানব প্রণালীগত কোন পুস্তক ঈশ্বর কর্ত্তৃক অবতারিত ও প্রচারিত হয় নাই। প্রভিন্নদেশী ভিন্ন ভাষী মানব-গণের আপন আপন জ্ঞান বিদ্যা ও প্রকৃতি অনুসারে ভ্রম প্রমাদময় প্রভেদ অভিপ্রায়ে স্বমতপোষক বিধানাত্মক পুস্তক সকল প্রণয়ন পূর্ব্বক সাধারণের ভ্রম বিশ্বাস আকর্ষণার্থ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া প্রচার ও প্রকাশ করণ সম্বন্ধে অনুমাত্র সংশয় সন্দেহ হইতে পারে না, এবং মানব প্রণীত বলিয়াই এক

জাতির ধর্ম্ম পুস্তককে অন্যধর্ম্মি লোকেরা অবজ্ঞা ও অমান্য করিতে প্রশক্ত হইতেছে, নচেৎ ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কোন মানবেরই শক্তি সামর্থ্য নাই এবং হইতে পারে না।

যদিও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম পুস্তক প্রভিন্ন জাতীয় প্রভেদ প্রকৃতিগত পৃথক পৃথক মানব কর্ত্তৃক বিরচিত হওয়াতে মানব সৃষ্ট ও আবিষ্কৃত ব্যবহারিক নিয়ম ও কার্য্য অর্থাৎ কর্ণবেধ ও ত্বকচ্ছেদাদি সামান্য ও ইতর বিষয়েই বহু অনৈক্য প্রদর্শন হয় বটে কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্ট কার্য্য ও সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা ও মাহাত্ম্য যে বহু দূরদেশস্থিত ভিন্ন জাতীয় প্রভিন্ন ভাষায় প্ররচিত পুস্তক সমস্তেও ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট মূল সত্যের ভেদ বৈষম্য অথবা অনৈক্য মাত্র নেত্র-গোচর ও লক্ষিত হয় না অর্থাৎ সকল জাতীয় ধর্ম্ম-পুস্তকেই ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় নিরবয়ব সর্ব্ব-ব্যাপি চৈতন্যময় জ্ঞান স্বরূপ এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য ন্যায়পরতা সত্যনিষ্ঠতাদি এবং দয়া ক্ষমাদি মূলক সাধারণের হিত ও মঙ্গলকর কর্ম্মই পুণ্যময় এবং স্বার্থপরতা ও মিথ্যা প্রতারণা তথা হিংসা

দ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাদি পরপীড়াকর কার্য্য সমস্তই প্রসিদ্ধ পাপজনক রূপে সম্পূর্ণ ঐক্য ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, ফলতঃ এই সকল প্রকৃত সত্য প্রস্তাবিত গ্রন্থকারেরাও জগদ্‌গ্রন্থ হইতেই উত্তোলন ও উদ্ধার করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য না করিয়া এইক্ষণে অবতার বিষয়ক সমালোচনে অগ্রসর হইলাম।

যদ্যপি অবতার কিম্বা তাঁহার চরিত্র বিরুদ্ধে প্রস্তাব প্রসঙ্গ অথবা অবতারে বিশ্বাস স্থাপয়িতা জনসাধারণের বিশ্বাসের অপলাপ করা ঈশ্বর নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের স্বভাব সিদ্ধ উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মপরায়ণের ধর্ম্ম ভিত্তিই কেবল সত্য এবং সত্য স্থাপন ও সত্য প্রকাশই এই পুস্তকের চরম ও মুখ্য উদ্দেশ্য, পরন্তু পৃথিবীর বর্ত্তমান ভাব অবস্থানুসারে ধরণীর হিত ও মঙ্গলের নিমিত্তেও কেবল সত্য প্রচার ও প্রকাশ করাই একান্ত উচিত ও আবশ্যক হইয়াছে, প্রভূত অদ্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বকাম ও সর্ব্বশক্তিমান অলৌকিক কার্য্যকুশল ইচ্ছাময় পর-

পাদন করাও এই পুস্তকের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভিন্ন নহে, এতাবতা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অরুচিকর বিষয়েও লিপ্ত ও বাধিত হইতে হইয়াছে, তথাপি অতি পূর্ব্বগামী গুরু সম্পর্কীয় মাননীয় অবতারগণের চরিত্র সম্বন্ধে বাক্যস্ফুট বিনা কেবল অতিতর্কদিগের নিতান্ত কল্পিত অত্যুক্তি এবং অমূলক ও অযৌক্তিক দুর্গম ও অস্পষ্টার্থ, কূট ও দ্বন্দ্ব ভাব যুক্ত, অল্পবোধ অজ্ঞান বিমোহন নয় জ্ঞান শূন্য হিয়ালিছন্দ হেতুবাদের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

অবতার ঘটিত বিচারে আদৌ দেখা আবশ্যক যে জগৎ কার্য্যে কোন বিষয়ের অভাব ও তন্মোচনার্থ অবতারের প্রয়োজন ও আবশ্যক হইতে পারে কি না এবং অপরিচ্ছিন্ন নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড সর্ব্বময় স্বরূপজ্ঞানী অপরমাণু অযৌগিক অন্তিম সূক্ষ্ম একপদার্থমাত্র, জগৎপতি পরিচ্ছিন্ন খণ্ড পরমাণু বিশিষ্ট যৌগিক বস্তুময় গুণ গত জ্ঞানী সামান্য মানবাকারে পরিণত হইতে পারেন কি না, যখন জগৎ কার্য্য দৃষ্টে বিদিত হইতেছে যে, উল্লিখিত ঈশ্বর

বিশেষণের বিশেষ্য পদবাচ্য জগৎ কর্ত্তা জগন্নাথ পরিচ্ছিন্ন দোষ বিরহিত, সর্ব্বময় সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ও ইচ্ছাময় হওয়াতেই অন্য সাহায্যের নিতান্তই নিরপেক্ষ, সুতরাং এক জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর হইতেই অপরিবর্ত্তন শীল অনন্ত নিয়মযুক্ত বিচিত্র কৌশলময় পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও জগতীয় পদার্থ নিচয় উচিত ও উপযোগিশৃঙ্খলানুসারে জগৎ নির্ম্মাণাত্মক সমস্ত অঙ্কুর ও উপকরণ সহ এককালে এক সময়ে সৃষ্টি হইলেও ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অভ্রান্ত ব্যবস্থাতে ব্যবস্থিত হইবায় কোন নিয়ম বা বস্তুর অভাব ও অসুসার মাত্র নাই, প্রত্যুত জগদন্তর্গত প্রাণিমাত্রের অধিকার ভেদে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ এবং ইহ পরকালের মঙ্গলার্থ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও ব্যবহার তত্ত্ব ইত্যাদি বিধি, বিধান ও আদেশ উপদেশে পরিপূর্ণ জগৎ বিস্তৃত জগৎ গ্রন্থ থাকা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তখন অবতারের প্রয়োজন ও আবশ্যক একেবারেই উপলব্ধি হইতেছে না অপিচ অগম্য অব্যয় অপরিচ্ছিন্ন অশরীরী সর্ব্ব-

ব্যাপী সর্ব্বময় অদ্বিতীয় অপরমাণু ও অযৌগিক এক পদার্থ মাত্র নিত্য নিরাময় ঈশ্বর, পরমাণু বিশিষ্ট যৌগিকরূপে ক্ষণভঙ্গুর পরিচ্ছিন্ন, খণ্ড এবং ধ্বংস প্রাদুর্ভাবশীল সামান্য মানবাকারে কোন মতেই পরিণত হইতে পারেন না, এমতাবস্থায় ঈশ্বরাবতারের সম্ভাবনাই নিতান্ত অসম্ভব।

যদি জগতের কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ অবতারের আবশ্যক ও প্রয়োজন হইত এবং থাকিত, তবে ভ্রম প্রমাদ শূন্য পরমেশ্বরের অভ্রান্ত নিয়মানুসারে সৃষ্টির প্রথমাবধিই অমানুষ প্রণালীতে তপন শশীর ন্যায় চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এক অবতার হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভবপর ছিল এবং তাহা হইলে ভূমণ্ডলস্থ সকল জাতি গত সকল ধর্ম্মী মানবেরাই ঐ অবতারকে এক ভাবে এক বাক্যে মান্য ও বিশ্বাস করিত, অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজন বিধায় ঐরূপ না হওয়াতে ধর্ম্মভেদে অতিভক্তগণের নির্ব্বাচিত মানবপ্রকৃতিসিদ্ধ মানবাবতারদিগকে পৃথক্ ধর্ম্মী মনুষ্যেরা অমান্য ও অবিশ্বাস করি-

তেছে, ফলতঃ এই সকল হেতু বশতঃ এবং ঈশ্বর প্রণীত পুস্তক অপ্রসিদ্ধতা জন্য যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মানবদেহে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় ঈশ্বরের অবতাররূপে আবির্ভাব হওয়া স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞানে প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ বৈজ্ঞানিকেরা অবতার স্বীকার ও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না এবং করেন না বরং অতীত অবতারগণের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ভক্তি দানেও অক্ষম ও অশক্ত কারণ অতিভক্তগণের প্রমাণশূন্য আরোপিত অত্যুক্তিতে অবতারদিগের বাস্তবিক সংস্বভাবের প্রতিও বিগতবিশ্বাস হওয়াতে অবতারগণ অশ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

যদিও অবতারগণের মধ্যে সকলেই কুচরিত্র এমত নহে বরং কেহ কেহ সচ্চরিত্র থাকাই একান্ত সম্ভব তথাপি অতিভক্তগণের অসঙ্গত অযৌক্তিক অতিবর্ণনা নিতান্তই বিরক্তিজনক ও অবিশ্বাসমূলক হইবায় অবতারগণের গুণসমূহও দোষে পরিণত হইয়াছে, বাস্তবিকও অল্পজ্ঞান,

মানব-মহত্ত্বহীন, ক্ষুদ্রমতি, নীচপ্রকৃতি, ক্ষমতা-শূন্য, পার্থিবকামনালোলুপ অতিভক্তেরা কুসংস্কারপরবশতায় একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিহীন হইয়া আপন আপন উপাস্য অবতার-গণের গুরুতর দোষকেও শ্রদ্ধাস্পদ গুণ রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন বিবেক হীন স্নেহ-বিমুগ্ধ সামান্য বোধ সন্তান পক্ষপাতী পিতা-মাতা অমার্জ্জনীয় শত দোষে দোষী নিতান্ত অসৎসন্তানকেও অশেষগুণের আধার মনে করে এবং পক্ষপাতী হয়, সেই রূপ অবতার পক্ষ-পাতী অতিভক্তি বিমোহিত পাষণ্ডেরাও আ-রাধ্য অবতারের একান্ত কলুষিত দোষকেও পূজনীয় মহৎ গুণ বোধ করে এবং পক্ষপাতী হয়; এতন্নিবন্ধন বিখ্যাত অবতার শ্রীকৃষ্ণের রথ, ঝুলন, রাস এবং দোল যাত্রাকে ধর্ম্মাঙ্গরূপে বর্ণন করাতে হিন্দুরা ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উদ্দেশে তা-হার অভিনয় করিয়া থাকেন বরং বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ী হিন্দুরা ঐ সূত্রে কত শত বীভৎস রসের আবিষ্কার ও অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহার অন্তই নাই. তদ্ভিন্ন কোন অতিভক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থকার বর্ণন

করিয়াছেন যে প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণ নরক নামে ধারী
রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় পূর্ব্বক তদন্তঃপুর হইতে
ষোড়শসহস্র রমণীয় রমণী প্রাপ্ত ও ভোগেচ্ছার
চরিতার্থতাজন্য যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা
ঐ শ্রীকৃষ্ণের রাম অবতারে বনবাস ভ্রমণের সময়
তাপসিক মুনি ছিলেন এবং রাম সন্দর্শনে গমন
ও রাম সম্ভাষণ লাভানন্তর উপবেশন ও মনো-
নিবেশপূর্ব্বক দর্শন করাতে দেখিয়া ছিলেন যে,
রামানুজ লক্ষ্মণ অচল ভক্তি সহকারে পরিচর্য্যা ও
আনুগত্যাচরণ করিলেও শ্রীরামচন্দ্রের সস্নেহ প্রণয়
দৃষ্টি লক্ষ্মণের প্রতি না হইয়া সহধর্ম্মিণী সীতার
প্রতিই ছিল. তদ্দৃষ্টে প্রস্তাবিত ঋষিগণ রামকে
পতিরূপে প্রাপ্তি কামনা সূচক মনন করাতে তাহা-
রাই কৃষ্ণ অবতারের সময় স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণ
করগত হইয়াছিলেন। এইক্ষণে বিজ্ঞ বিচক্ষণ
পাঠক মহাশয়েরা প্রণিধান করুন এরূপ কল্পনা
ও উক্তি একান্ত ভক্তির আবেশ অনুরাগ কি না,
অতএব অতিভক্তগণের অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে?
সুতরাং তাহাদিগের অতিভক্তিপ্রচোদিত প্রলাপ
উক্তির প্রতি প্রজ্জ্বলিত বিজ্ঞানময় বৈজ্ঞানি-

কেরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে কদাপি প্রসক্ত নহেন বরং প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ লোক মাত্রেই উক্ত মত কুসংস্কারপূর্ণ অসার বাক্যে কর্ণপাতও করেন না।

ফলিতার্থে মানবমহত্ত্বহীন নির্ব্বোধ অর্থপিশাচ নীচাশয় মানবেরা যখন ধন কামনায় পশুতুল্য ধনিমানবকেই জগৎকারণ ঈশ্বর নির্ব্বিশেষে উপাসনা ও আরাধনা করিতে পারে, তখন সেই প্রকার লোকেরা যে আপন ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্যকারী অথবা ধন লাভ এবং রোগারোগ্যপ্রলোভন দাতা কিম্বা অভেদ্যকুহক প্রচারিতা বিশেষ মানবকে ঈশ্বরাবতার ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস তথা অব্যয়ভক্তি পূর্ব্বক সাধন ও আরাধনা করিবেক, তাহার বিচিত্র কি, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ অবতারের আকর ভূমি যেহেতু এমত দুর্ব্বল ভীরুস্বভাব নীচপ্রকৃতি মানবমহত্ত্বনিরপেক্ষ অনুকরণপ্রিয় অতিভক্ত মানব অন্যত্র অতিবিরল, এতন্নিমিত্ত ভারতবর্ষে এমত সময়ই অল্প যে কালে দুই চারিটী অবতারের আবির্ভাব তিরোভাব না হয় এবং না থাকে বরং অনুসন্ধান করিলে বর্ত্তমান

সময়েও অনেক অবতারের অভিনব অনুরাগ ও প্রভাব প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে এতদর্থ বৈজ্ঞানিকেরা অবতারগণের অদ্ভুত কপটতা তথা সকৌশল কুহক ময় বহুব্যাপার শ্রবণ ও নয়ন-গোচর করত যার পর নাই জ্বালাতন এবং ত্যক্ত বিরক্ত হওয়াতে এইক্ষণে অবতার শব্দটাই কর্ণ-শূল জ্ঞান করেন। সে যাহা হউক সম্প্রতি অতি-ভক্তগণের বিবর্ণিত অবতার সম্বন্ধীয় আরো-পিত মহিমা ও প্রয়োজনমূলক অযথা হেতু-বাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে।

প্রভেদ দলগত হইলেও অবতার পরম্পরা-গত মাহাত্ম্য প্রায়ই সমান ও তুল্য রূপে বিবৃত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে এবং ইহা নিতান্ত কুহকময় না হইয়া বাস্তবিক সত্য হইলেও সৃষ্টিস্থিতি সং-হার দৃষ্টে জ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বব্যাপি মহান্ ঈশ্বর-দর্শী বৈজ্ঞানিকেরা পরিমিত মানব, বীরপুরুষ অথবা ধনলালসা ও রোগারোগ্য আশাদাতা কিম্বা ঔষধকরুটিকা দ্বারা বহু মানবের ক্ষুন্নিবা-রণকর্ত্তা মনুজদিগকে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করিতে পারেন না, যেহেতু রোগ শান্তিকর এবং মুক্তি-

কার পরিবর্ত্তে মিহ্‌রিপ্রদাতা অবতার বঙ্গদেশে বর্ত্তমানেও বর্ত্তমান আছে, তবে যে খ্রীষ্টানেরা ধরণীনিহিত মৃত মানবের জীবন দান অথবা স্বয়ং জিসস্‌ক্রাইষ্ট গতাসু ও প্রোথিত হইয়াও ভক্তদিগকে দর্শন প্রদানের প্রসঙ্গাদি প্রকাশ করেন; তাহা নিতান্তই বালক উক্তির ন্যায় হাস্যাস্পদ, কারণ যিনি তনুত্যাগানন্তর পুনরুত্থান অথবা মৃতমানবের জীবন দান করিতে ক্ষমবান, তিনি পলায়নপর হইয়াও একান্ত অনিচ্ছায় সামান্য মানব ইহুদি জাতির করকবলিত ও দারুণ ক্রুরঅস্ত্রাঘাতে প্রাণহত হওয়া কি হাস্যজনক বিষয় নহে, যদি তিনি অবিনাশী সর্ব্বেশ্বরের অবতার এবং জগতের হিতার্থে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তবে সর্ব্বেশ্বরের উৎপাদিত ও অধীন জগদন্তর্গত লোকেরা তাঁহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক এবং প্রসক্ত হওয়াও সামান্য আশ্চর্য্য ও কৌতূহলজনক ব্যাপার নহে, বাস্তবিক ইহুদি হস্তে জিসস্‌ক্রাইষ্ট প্রস্তাবিত মতে হত হওয়াতে বিপক্ষেরা ইহাই বলিতে পারে যে অতি নগণ্য জীব হইয়া মহান্‌ সর্ব্বেশ্ব-

রের ঈশ্বরত্ব ও স্বামিত্ব অধিকারে করণাক্তিলাস-রূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সেই সর্ব্বেশ্বরের ইচ্ছাতেই ঐরূপ বিষম অপঘাত দণ্ড হই-য়াছে। মহিমা পক্ষে এপর্য্যন্তই অধিক এইক্ষণে প্রয়োজনমূলক হেতুবাদের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা যাইতেছে।

হিন্দুরা সাধুর পরিত্রাণ অসাধুর বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ যুগে যুগে অবতার হও-য়ার হেতুনিরূপণ করিয়াছেন. যখন সর্ব্বকর্ত্তা জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময় এবং যাহার ইচ্ছামাত্রে বিচিত্র সৃষ্টিস্থিতি লয়রূপ মানব বুদ্ধির অগম্য ও অভাবনীয় অতি বিশাল ও গুরুতর কার্য্য সমস্ত সম্পাদন হইয়াছে, তখন তিনি এমত সামান্য অসার কার্য্যার্থ স্বকীয় মহদবস্থার বিপ-রীতে ক্ষুদ্র মানবাকারে অবতার হওয়ার সম্ভা-বনাই নাই সুতরাং ঈশ্বর অবতার সম্বন্ধে যুক্তি সিদ্ধ সিদ্ধান্ত কোন মতেই হইতে পারে না; পরন্তু হিন্দুরা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা পরমকার-ণকে প্রথমতঃ অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার সর্ব্বব্যাপী স্বীকার পূর্ব্বক পরে সেই জ্ঞান-স্বরূপ

সর্ব্বময় নিরবয়ব ঈশ্বর দুর্ব্বলাধিকারি সাধারণ জনগণের একান্ত অনধিগম্য বিবেচনায় তাঁহাদিগের হিতের জন্য ঐ ঈশ্বরের সৃজন, পালন, লয়করণ শক্তিরূপ অবস্থা ত্রয়কে সত্ত্বরজস্তমোগুণে অভিহিত করত ঐ গুণত্রয়কেই মহান্ পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামধেয় দেবত্রয়ের কল্পনা করিয়াছেন এবং ধরাতলে আবির্ভূত মানবরূপী অবতারগণকে পরব্রহ্মের অবতার না বলিয়া সেই কল্পিত বিষ্ণুর অবতার বর্ণন করাতে তাঁহাদিগের আরোপিত হেতুবাদ বিচার্য্য নহে, যেহেতু তাঁহারা আপনারাই প্রকারে অবতারের অলীকত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মের কল্পিত বিষ্ণু মূর্ত্তি যেমন বাস্তবিক মিথ্যা সেইরূপ তাঁহার অবতারও নিতান্ত অলীক ও অমূলক সন্দেহ নাই, হিন্দু হেতু সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করা গেল, তাহাই প্রচুর, অতঃপর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের চাতুরীপূর্ণ হেতুভেদ করিতে চেষ্টিত হইলাম।

খৃষ্টানেরা অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী মূল ঈশ্বরও জিসস্‌ক্রাইষ্ট এবং হলীগোষ্ট অর্থাৎপবিত্র আত্মা

এতৎ ব্যতিরেকে চিরকাল তুল্যরূপে ঈশ্বরত্ব প্রযুক্ত-তেই একেই তিন, তিনেই এক বলিয়া ঈশ্বর স্বীকার করেন, এবং মানবগণ পাপে রত ও ঐ পাপ অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হওয়াতে পাপ সমূহও অসীমত্ব স্পর্শ বিধায় ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অসীম ক্ষমতাশালী কেহ দণ্ড স্বীকার না করিলে ঐ পাপ হইতে পরিত্রাণ সম্ভাবনা একান্ত বিরহ। এতদ্রূপ বিচার বিবেচনা বাধ্য হইয়া জিসস্ ক্রাইষ্টই মেরিগর্ভযোগে মানবাকারে অবতার রূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ইহুদিদিগের দ্বারা ক্রুশযন্ত্রে ক্রুশিফিকেশন রূপ দণ্ডে দণ্ডিত ও সন্তাপিত হইয়া জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন ও মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অতএব যে মানব ঐ ক্রাইষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেক তাহারই পরিত্রাণ হইবে, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও পরিত্রাণ ও উদ্ধার হইবেক না ইত্যাদি বহু আয়াস সাধ্য নিতান্ত জটিল অথচ অজ্ঞান সুলভ দূরদৃষ্টি হীন একান্ত অসার কেবল ঘটকালীরূপ হেতুবাদ খৃষ্ট

ধর্ম্ম প্রচারকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা সামান্য বিস্ময়জনক ব্যাপার নহে যে, খৃষ্টধর্ম্মি প্রবীণ লোকেরাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঈদৃশ ভ্রম জালে পতিত হইয়াছেন।

প্রস্তাবিত হেতুবাদ যদিও প্রজ্ঞান সম্মত না হওয়াতে দৃঢ়মূল নহে, বরং নিতান্তই শূন্যগর্ভ যেহেতু উক্ত হেতুবাদে তিনটী অসীম শব্দ ভিন্ন অন্য প্রবল যুক্তি অথবা প্রামাণ্য প্রমাণ মাত্র নাই, তথাপি ঘোরচক্ররূপে যে চমৎকার কুহক জাল বিস্তার করা হইয়াছে, তাহা সামান্য মেধাবি অপদার্থ মানব যাহারা অলৌকিক ক্ষমতাশালী প্রবল ইংরাজজাতির প্রাজ্ঞতার প্রতি বিশ্বাস করে, তাহারা কথিত কুহক ভেদ করিতে অসক্ত হইয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ এরূপ চাতুরিময় বাগজাল অতিক্রম করা সাধারণ জ্ঞান সাধ্য কর্ম্ম নহে, ফলতঃ খৃষ্ট ধর্ম্মিরা মানবেতে ঈশ্বরত্ব অর্পণ জন্য উপায় । র হেই যেন লয় তাল বিহীন নবরঙ্গ ভাবের অধীন হইয়াছেন, বাস্তবিকও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত

করিতে গেলেই মানবদিগকে অর্থ হীন অনর্থক বাগাড়ম্বরে কাযে কাযে বাধ্য হইতে হয়, যদিচ এরূপ অসংলগ্ন প্রমাণ হীন প্রলাপ উক্তির প্রতি জগৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন শীল মহা জ্ঞানি বৈজ্ঞানিকেরা দৃক্‌পাত মাত্র করেন না, তথাচ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি ইউরোপীয় বিষয়াশক্ত অথচ বিশাল ক্ষমতাশালী অতুল ধনী বিপুল সম্ভ্রান্ত মনুজগণের জ্ঞান সংশয় কুহকময় চাতুর্য্য পাশে হিন্দুধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত ইংরাজী ভাষাবিৎ বহুজ্ঞতা পরিহীন অনুকরণ ব্রতী অদূরদর্শি বালকমতি হিন্দু বালক ও যুবকগণ বদ্ধ ও বাধ্য হইতেছে এবং হইবেক আশঙ্কায় উল্লিখিত ভাব অর্থ হীন অকর্ম্মণ্য হেতুবাদের প্রতিবাদ করিতে বাধিত হইলাম।

প্রথমত অবনীজাত সর্ব্বজাতিগত ধর্ম্ম পুস্তক এবং মূল ও মোক্ষধর্ম্মের আকর ভূমি জগৎ গ্রন্থ উদ্ঘাটন দ্বারা অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব জগৎময় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম এক পদার্থ মাত্র জ্ঞানস্বরূপ এক কারণ ভিন্ন দ্বিতীয় কারণ অথবা ঈশ্বরান্তর থাকা কোন মতেই যুক্তি

যক্ত প্রমাণে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, পরন্তু হিন্দুরা ঐ কারণস্বরূপ এক পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়কেই একেই তিন, তিনেই এক ব্যাখ্যা করেন ব্যতীত, তুল্য ক্ষমতাবন্ত জগৎকারণ রূপে তিন ঈশ্বর থাকা স্বীকার করেন না, তদ্ভিন্ন মুসলমান ধর্ম্মেও সর্ব্বব্যাপি একেশ্বর বিনা তিন ঈশ্বরের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, প্রত্যুত ইহুদিজাতি প্রণীত প্রাচীন ধর্ম্ম পুস্তক যাহা অবলম্বন পূর্ব্বক খৃষ্টানেরা আধুনিক ধর্ম্মপুস্তক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ পুরাতন মূল বাই-বলেও সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় একেশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বরের প্রস্তাব প্রসঙ্গ একেবারেই নাই, এমত স্থলে খৃষ্টধর্ম্মপরায়ণদিগের তিন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অযৌক্তিক ঘটকালী নিতান্তই অবতার প্রতিপোষক কল্পিত উক্তি মাত্র সন্দেহ নাই, অধিকন্তু অসীম ক্ষমতায়-তুল্য সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বময় কারণ ত্রয়ের একত্রে অবস্থান সমূহ বিপর্য্যয় নিবন্ধন তিন ঈশ্বর ঘটিত প্রসঙ্গে সত্যের লেশ মাত্র থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে না এবং তিন ঈশ্বর স্বীকার

করিবার তাৎপর্য্যই বা কি ? তাহারও বিশেষ হেতু নির্দ্দেশ হইতেছে না, অপিচ তিন ঈশ্বর স্বীকার করিলে সর্ব্ববাদি সম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব খণ্ডন হয় বিধায় তিন ঈশ্বরগত প্রস্তাব রচনা ভিন্ন যুক্তিসঙ্গত স্বীকার্য্য নহে।

দ্বিতীয়ত জগৎ কার্য্য দৃষ্টে অতর্কিত রূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, সৃষ্টি প্রবাহের স্থায়িত্ব ও বদ্ধমূল করণাভিপ্রায়ে জগৎস্রষ্টা স্বয়ং জগন্নাথই মানবদিগকে স্বার্থপরতা এবং কাম ক্রোধাদি পাপ উত্তেজক বৃত্তি সমস্ত প্রদান এবং তাহা ন্যায়ানুগত উচিত ও উপযুক্ত স্থলে বৈধরূপে ব্যবহার করণার্থে মনুজগণকে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তথা ন্যায়পরতাদি ধর্ম্মবৃত্তি এবং আত্মপ্রসাদ প্রদান করিয়াও ঐ স্বার্থপরতাদি নীচ বৃত্তির উত্তেজনায় কেহ সীমা লঙ্ঘন না করে, তদর্থ আত্মগ্লানি এবং ঘৃণা লজ্জা ভয়ের অধীন করিয়াছেন, বরং প্রস্তাবিত নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক যদি কেহ পাপে লিপ্ত হয় তবে তাহার প্রতিবিধান জন্য চরিত্র সংশোধনার্থ ইহ পরকালগত দণ্ড অর্থাৎ

পাপের লঘুগুরু ভেদে সামান্য কিম্বা কঠিন দণ্ডের নিয়ম স্থাপন করা জগৎ পুস্তক দৃষ্টে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বরং এই সূত্রে এবং এই আদর্শ অনুসারেই প্রাকৃত রাজারাও দোষীলোকের তিরস্কার ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, পরন্তু করুণাময় জগৎপতি শাসন ও শাস্তির নিমিত্ত যেমন রোগ তাপাদি রূপ বিপৎপাতের রচনা করিয়াছেন, সেই রূপ ঐ রোগাদির উপসমার্থে ঔষধি পথ্যের সৃজন করিয়া ক্ষমার সাগর দয়ার নিধি পরম পিতা ও পাতা পরমেশ্বর আপন মঙ্গল সঙ্কল্পতা প্রচুর রূপে প্রমাণ করিয়াছেন, এমত স্থলে মানব কৃত পাপ তাঁহার বিরুদ্ধে হওয়ার প্রসঙ্গটী নিতান্তই অলগ্ন এবং ঐ পাপের অসীমত্বের প্রস্তাব ও ভয়জনক বিভীষিকা মাত্র সন্দেহ নাই।

পরন্তু মানবকৃত পাপ অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধ হওয়া ও ঐ পাপের অসীমত্ব জন্য অসীম ক্ষমতাশালীর দণ্ড গ্রহণরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিনা উক্ত পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় না থাকার হেতু বিন্যাশ কি প্রকার যেমন সাধারণ প্রবাদ আছে যে, যদি কোন বৃক্ষ

পত্র ধরণীতে পতিত হইলে ব্যাঘ্রও জলমগ্ন হইলে নক্র হয়, তবে সেই পত্র একযোগে তীরে ও নীরে পতন হইলে কি হয়, এই প্রশ্নের ন্যায় প্রস্তাবিত লয় তাল হীন, হেতুবাদও সমন্বয় সম্ভাবিত নহে, ফলতঃ উক্ত বিভীষিকাময় হেতুবাদ দ্বারা কেবল জিসস্ ক্রাইষ্টেতে অবতারত্ব ও ঈশ্বরত্ব ঘটানের আন্তরিক একান্ত আগ্রহ প্রকাশ হওয়া ভিন্ন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতারত্ব প্রতিপন্ন করণ সম্বন্ধে যুক্তি যুক্ত হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, বরং যাহারা এইরূপ হেতুবাদের রচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মার্জ্জিতজ্ঞান অথবা আংশিকরূপে জগৎগ্রন্থে অধিকার থাকা বোধ হয় না। যে হেতু তাহারা প্রজ্ঞান ও জগৎগ্রন্থের একান্ত বিপরীত অযৌক্তিক হেতুবাদের অবতারণা করিয়াছেন; পরন্তু নির-পেক্ষ নিরভিমানী জগৎপতি স্বয়ং জগতের হিতার্থে অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াও যে মনুজ তন্নির্দিষ্ট ধর্ম্ম ও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেক না, তাহার নিস্তার নিষ্কৃতি না থাকারূপ নির্ব্বন্ধ করা নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহ সর্ব্বকর্ত্তা জগন্নাথের উদারভাব

সিদ্ধ হইতে পারে না, বরং এরূপ নির্ব্বন্ধ করাতে অভিমানী সামান্য মানব প্রকৃতি সিদ্ধ অবিকল কার্য্য বর্ণন করা হইয়াছে, এতৎদ্বারা খৃষ্টধর্ম্মে লোকানুরাগ ও সংগ্রহ করণাশয়ে সদুপায় রচনা করা ভিন্ন জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধি উদার ভাবময় হেতু বিন্যাস করা হয় নাই, কারণ জগৎগ্রন্থের বিপরীতে যদি ধর্ম্ম বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক ইতর মনুজ স্বভাবসিদ্ধ নীচাশয়তারূপ নির্ব্বন্ধ থাকা স্বীকার করা যায়, তবে মহান ঈশ্বরের নির্ব্বিকার নিরভিমানিতা ও নিরপেক্ষ সর্ব্বশক্তিত্ব এবং ইচ্ছা-ময়ত্ব ও উদারতাদি বিশুদ্ধ মহৎ গুণ সমস্তের প্রতি নিশ্চয়ই কলঙ্কারোপ এবং তাঁহাকে ক্ষুদ্রমতি মনুজ মধ্যে পরিগণিত করিতে হয়। প্রত্যুত সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বরের যদি প্রস্তাবিত রূপে মানব ভাব থাকা সম্ভবপর হইত, তবে পৃথিবীতে নাস্তিক ও নাস্তিক শব্দ মাত্র থাকিত না. কেননা যে মনুজ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং ঈশ্বরমান্য ও উপাসনা করিবেক না, সে মানব ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ভূতলে অবস্থিতি করিতে পারিবেক না, এরূপ

নির্ব্বন্ধ থাকাও নিতান্ত সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে কোন মনুষ্যই নাস্তিক হইতে পারিত না এবং হইলে তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইত। যখন উদার স্বভাব সর্ব্বেশ্বরের এরূপ কোন নির্ব্বন্ধ থাকা জগৎপুস্তক দ্বারা প্রমাণ হয় না তখন খৃষ্টধর্ম্মি-গণের উল্লিখিত রচিত হেতুবাদ নিতান্তই লোক বিমোহন সন্দেহ নাই।

কি পরিতাপের বিষয়? যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিশেষ মানবেরাও বিকার হীন অনভিমানী উদার প্রকৃতি মহান সর্ব্বেশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ অনুদার হেতুবাদের অবতারণা পূর্ব্বক নির-পেক্ষ অপরিমিত সর্ব্বেশ্বরের পরিমিত সাধারণ মানবের ন্যায় ক্ষুদ্রতা স্বভাবের আরোপ অথবা ঐ হেতুবাদের প্রতি সংশয়হীন বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন, আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে খৃষ্টানেরা জিসস্ ক্রাইষ্টকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় ঈশ্বরের পুত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা হইতে গুরু-তর ভ্রম আর কি হইতে পারে? কারণ অপরিমিত অসীম সর্ব্বেশ্বরকে সাধারণ মানবের ন্যায় পরি-

মিত এবং পত্নী পুত্র বিশিষ্ট পারিবারিক ও সংসারি স্বীকার ও নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সমূহ ভ্রম ও জ্ঞানান্ধতার কার্য্য করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কারণ যখন পত্নী অভাবে পুত্র সম্ভাবনা নাই, তখন অপরিমিত সর্ব্বব্যাপী নিরাকার নির্লেপ অব্যয় প্রভু যিনি সংসারের অতীত তাঁহাকে কলত্র পুত্র সম্পন্ন পারিবারিক বলিলেই সংসার লিপ্ত ও সীমা বদ্ধ করা হইতে জগন্ময় পরমাত্মার আর অধিক অপবাদ কি আছে?

তৃতীয়ত খৃষ্ট ধর্ম্মিদিগের হেতুবাদ মতে অপ্রাভেদে তুল্য ক্ষমতায় তিন ঈশ্বর স্বীকার করিলে অসীম পাপের দণ্ডগ্রহণার্থ অসীম ক্ষমতাশালী অপর ব্যক্তির অসদ্ভাব জন্য খ্রীষ্টানদিগের আয়াসসাধ্য আবিষ্কৃত হেতু অনুসারে অসীম ক্ষমতাশীলের দণ্ডবিধান কাযে কাযে পণ্ড ও অসিদ্ধ হয়, আর যদ্দি তাঁহারা ঐ তিনের একের দণ্ড হইয়াছে বলিয়া আপন আরোপিত হেতুবাদের সত্যতা রক্ষা ও স্থাপন করার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে অসীম ক্ষমতাশালী সর্ব্বেশ্বরেরই দণ্ড স্বীকার করা হইয়াছে ইহা।

স্বীকার করিলে প্রাজ্ঞ মণ্ডলীতে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু প্রজার পাপের জন্য রাজার দণ্ড হওয়া যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ সেইরূপ জগতের পাপের জন্য জগদধিপের দণ্ড হওয়াও কোন মতে ন্যায় ও যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, কি চমৎকার ভ্রম ও কুসংস্কারের আধিপত্য? যে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় সর্ব্বেশ্বর জগতের পাপের নিমিত্তে পরিচ্ছিন্ন সামান্য মানবাকারে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ড স্বীকার করিতে বাধিত হইয়াছেন, ইহা সামান্য বিস্ময় জনক বিষয় নহে যে এরূপ অকিঞ্চিৎকর একান্ত আরোপিত হেতুবাদের প্রতি পরম বিজ্ঞ ইউরোপীয়েরাও বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন, ফলতঃ ইউরোপীয় প্রাজ্ঞ লোকদিগের এমত অমূলক বিশ্বাস দৃষ্টে ইহাই অনুভব হয় যে তাহারদিগের বিষয় সম্বন্ধে যাদৃশ অনুরাগ ঈশ্বর ও ধর্ম্ম পক্ষে তাদৃশ রুচি ও আসক্তি নাই বরং নিতান্তই বিষয় বিমুগ্ধ, তাহা না হইলে যাহারা বিষয়ের উন্নতি সাধনার্থ সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বিবিধ কৌশলময় শিল্পজাত এবং

বহু পাণ্ডিত্যরূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্মসম্বন্ধে এরূপ জ্ঞানান্ধ থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মিদিগের ধন্য সাহস যে এরূপ শূন্যগর্ভ হেতুবাদ অবলম্বন করিয়াও খৃষ্টধর্ম্ম জগৎব্যাপ্ত করিতে অধ্যবসায়শীল হইয়াছেন। আমি ভবিষ্যৎবক্তার ন্যায় নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি যে এতদ্রূপ মূল ও মূল্যহীন আরোপিত ধর্ম্ম আর দীর্ঘকাল ইউরোপ খণ্ডে আধিপত্য স্থিরতর রাখিতে পারিবেন না।

যে পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মগত পত্তন ভূমির প্রতি বিশেষ আন্দোলন করা গিয়াছিল না সে পর্য্যন্ত ইংরাজ জাতীয়ের প্রভূত বিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বাস থাকাতে বাইবলন্তর্গত অবতার ঘটিত হেতুবাদ মূল্যবান বলিয়া সংস্কার ছিল, এইক্ষণে প্রস্তাবিত হেতুবাদের মর্ম্মভেদ করাতে দেখা গেল যুক্তি ও অর্থ সম্পর্কহীন কেবল বালক বিমোহন বাগ্‌জাল মাত্র, এতৎদৃষ্টে বিদিত হইল যে খৃষ্টধর্ম্ম ভিত্তি যেরূপ শূন্যগর্ভ অসার হিন্দু মুসলমান প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমূল সেরূপ অসার নহে বরং শত গুণে অর্থযুক্ত সারবান বটে,

যদিও বস্তুগত ভাবভক্তিময় কল্পিত অলৌকিক মাহাত্ম্য মহিমার অপ্রচুর নাই, তথাপি মুসলমান মধ্যে অবতারের শব্দ প্রসঙ্গ মাত্র নাই। হিন্দুরা অবতার স্বীকার না করিয়া দুর্ব্বলাধিকারি সাধারণ জন সমাজের হিতার্থে কেবল পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আরাধনারূপ নিয়ম মাত্র স্থাপন করিলে এত নীচত্ব প্রাপ্ত হইতেন না, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাঁহারা কোন মানবকে অবতার বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস অথবা মান্য করেন নাই, অনন্তরাগত অধিক পরবর্ত্তি অল্পমতি যাজকেরা যদিও অবতারের সূচনা করিয়াছেন তথাপি খৃষ্টান দিগের ন্যায় জঙ্গময় হেতু বিন্যাশ করেন নাই ফলতঃ হিন্দুরা যে পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি আরাধনার নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা নিতান্তই যুক্তি যুক্ত এবং সাধারণের হৃদয়গ্রাহী সদুপায় সন্দেহ নাই, এই স্থলেই তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে।

জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম সাধারণ জনসমাজের

অনধিগম্য বিবেচনায় হিন্দুরা পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনা প্রণালীরূপ সাধারণ ধর্ম্ম দেশের মঙ্গলার্থে বাধ্য হইয়াই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, যেহেতু সমষ্টি মানবকুলের আচার ব্যবহার এবং জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা তথা স্বভাব চরিত্র পর্য্যালোচনাতে বিদিত ও প্রকাশ যে গণনাতে মনুজগণ সংখ্যাতীত হইলেও পরীক্ষাতে অধিকাংশই মানবাকার মাত্র বরং পশুর অভিন্নই প্রতিপন্ন হয়, এস্থলে মানব আর পশুর কার্য্যগত ভেদ দর্শান আবশ্যক বোধে প্রদর্শিত হইতেছে অর্থাৎ কার্য্যকারণ, সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, বিচার অবিচার, হিত অহিত, দেশ কাল, পাত্রাপাত্র, শত্রু মিত্র, ভদ্রাভদ্র, উচিতানুচিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইত্যাদি জ্ঞান বিশিষ্ট অথচ অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টিক্ষম দূরদর্শী ব্যবস্থাবাধ্য মনুজ মানবমধ্যে পরিগণিত হয়, অন্যথা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই কর্ম্ম চতুষ্টয়ের জন্য মানব আর পশুতে প্রভেদ মাত্র নাই এইক্ষণ প্রাজ্ঞ পাঠক মণ্ডলী প্রণিধান করুন মানব

লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত মনুজ অতি দুর্লভ কি না?
কারণ সমষ্টি মনুজবৃন্দকে উত্তম মধ্যম অধম এই
শ্রেণী ত্রয়ে বিভক্ত করিলে কৃষক প্রভৃতি নীচবৃত্তি
রত মানব সংখ্যা সমধিক অধিক এবং তাহারাই
অধম শ্রেণীগত লোক তদ্ভিন্ন রাজকার্য্য পরিচালক
ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী মধ্যবিধ লোকের সংখ্যা
অধমশ্রেণী হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও সম্রাট
এবং ভূপতি ভূম্যধিকারী ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত সর্ব্বোচ্চ
শ্রেণীর লোক হইতে অধিক সন্দেহ নাই ফলতঃ
এতদ্দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকেরা যে নিতা-
ন্তই মানব লক্ষণের বিপরীত তাহা অপামার সাধা-
রণ কাহারও অগোচর নাই তদ্ভিন্ন রাজকার্য্য পরি-
চালনে যদিও বহুসংখ্যক লোক লিপ্ত থাকা দৃষ্ট
হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যেও অধিকাংশই স্বভাব চরিত্র
এবং জ্ঞানধর্ম্মে বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের অবিকল
এবং তাহারা যে রাজ্যকার্য্য পরিচালন করে তাহা
মানবোচিত জ্ঞানে সম্পাদন করে এমত নহে
কেবল জীবন উপায়ের উপায়ান্তর বিরহে বাধ্যতা
বশতই সবিশেষ নিপুণতা সহকারে অতি কষ্টসাধ্যে

অন্ধের ন্যায় হস্ত পরীক্ষা দ্বারা অভ্যাসিক রূপে যে কর্ম্ম করে তৎপ্রমাণার্থে এই মাত্র ব্যক্ত করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, স্বকীয় জ্ঞানের দ্বারা যাহারা কার্য্য করে তাহারা অভিনব কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইলে সঙ্কট বোধ করে না এবং নবীন হইয়াও প্রবীনের ন্যায় কার্য্যদক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে যাহারা কেবল অভ্যাস সূত্রে কার্য্য করে তাহারা একবিধ কার্য্য হইতে অন্যবিধ কার্য্যে পরিবর্ত্ত অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্ম হইতে শান্তি রক্ষার কর্ম্মে পরিবর্ত্ত হইলে সঙ্কটাপন্ন বিপদস্থ হয় বরং অনেকে অনভ্যাসিক কর্ম্মে অপদস্থ হইয়া জীবিকাতে বঞ্চিত হইতেও দেখা গিয়াছে। এইরূপ অন্য প্রকার কার্য্যকারী ব্যবসায়ী লোকেরাও অনভ্যাসিক অভিনব কর্ম্মে অপ্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরন্তু এতদ্দেশীয় রাজাধিরাজ এবং ভূম্যধিকারী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই অলস ও বিলাসী এবং অবিদ্বান ও স্বেচ্ছাচারী বরং অব্যবস্থিত ও অবিমর্ষকারী তথা দারুণ অভিমানী ও অহঙ্কারী ও তোষামোদ-প্রিয় স্বভাব

হয়েন সুতরাং রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যে,—ধন ও সম্পদে, মান ও সম্ভ্রমে গুরুতর হইলেও প্রকৃতি ও চরিত্রে জ্ঞান ও ধর্ম্মে—নিম্ন শ্রেণী হইতেও অধম বরং অন্তিম নীচ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবে রাজকার্য্য সম্পাদনকারী মধ্যে কিয়দংশ মানবোচিত বিহিত জ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান না হইলেও মানব মধ্যে অগণ্য নহে বরং ইহারদিগের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি যাহারা জ্ঞান বিদ্যা এবং বুদ্ধি বিবেচনায় মনুজ মধ্যে গণ্য তাহারাও ঈশ্বর ও ধর্ম্মে অননুরাগী প্রযুক্ত স্বার্থপরতা এবং প্রবঞ্চনা প্রতারণাদি দোষে পরম ধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানে নিতান্তই অনধিকারী তদ্ব্যতীত উত্তম মধ্যম অধম শ্রেণীগত প্রায় লোকেরাই যে প্রকৃত মানব লক্ষণভ্রষ্ট সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট তাহা প্রাজ্ঞ সমাজে সুবিদিত থাকাতে অন্য প্রমাণ সাপেক্ষ নহে এমত স্থলে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ শেষ ধর্ম্ম সাধারণ ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য অথবা সাধারণ জনসমাজের উপযোগী কোন মতেই হইতে পারে না যে হেতু ব্রহ্মজ্ঞান মানব লক্ষণ হইতেও

অধিক তেজস্বী বুদ্ধিও বিশুদ্ধ চরিত্র বিশেষ জ্ঞান সাধ্য বটে। প্রভ্যুত প্রধান শাসন কর্ত্তা গবর্ণর জেনেরল এবং গ্রামরক্ষক চৌকীদার এতদুভয়ের জ্ঞান বিদ্যা এবং স্বভাব চরিত্র তুলনা করিলে যখন মানব আর পশু এত প্রভেদ বোধ হয় তখন প্রস্তাবিত সংশয়াক্রান্ত বৈজ্ঞানিকের সহিত চরমাধম মানবের তারতম্য করিলে দেবতা আর বনচরের ন্যায় বিপর্য্যয় ভেদ হওয়াই একান্ত সম্ভব, এ অবস্থায় দেবতা অথবা প্রকৃত মানব সাধ্য কার্য্যে পশুবৎ সাধারণ লোকের তুল্য অধিকার থাকা কখন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে পরিণত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞ পাঠক মহামতিরা সচরাচর অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন যে যাহারা ধার্ম্মিক চরিত্র সদাশয় তাহারা প্রায়ই বোধাধিকারে অতি দুর্ব্বল এবং যাহারা বোধাধিকারে প্রবল তাহারা প্রায়ই শঠ ও চতুর এবং স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি পাপাচারি, ঐরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহারদিগকে আংশিক অধিকারী বোধ হয় বিষয়পক্ষে তাহারদিগের অধিকারমাত্র থাকা দৃষ্ট হয় না প্রত্যুত বিপরীত।

শাস্ত্রীয় সামান্য বিষয়েও প্রবেশ করিতে পারে না এবং শাস্ত্রব্যবসায়ীরা জটিল বিষয়ের মর্ম্মভেদ করিতে নিতান্তই অশক্ত, এরূপ হওয়ার তাৎপর্য্য কেবল মানবোচিত ব্যাপক বুদ্ধি এবং মার্জ্জিত জ্ঞান ও মানব লক্ষণাভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে অতএব মানবগণ সংখ্যাতে অসংখ্য ও মানবাকার হইলেও জ্ঞান চরিত্রে প্রায়ই পশু পক্ষী সরীসৃপের তুল্য ও অভিন্ন সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞান রূপ প্রকৃত ও শেষ ধর্ম্ম সাধারণ ধর্ম্ম এবং সাধারণ জনসমাজের উপযোগী হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ অল্পবোধ সামান্য জ্ঞানি মানবের যথোচিত ঈশ্বর প্রীতি অথবা অচল ভক্তি যুক্ত ধর্ম্মময় বিশুদ্ধ চরিত্র হইলেও বাক্যমনের অগোচর ও অতীন্দ্রিয় এবং অভিন্ন সূক্ষ্মতম অনন্ত আকার বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর অব্যাপক অল্পমতি মানবের হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সম্ভাবনাই সুদূর পরাহত যেহেতু কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কৌশলাদি জ্ঞান সুতীক্ষ্ণ সমুজ্জ্বল মার্জ্জিত বুদ্ধিময় বিমল হৃদয়াকাশ বিনা উদয় ও প্রকাশের সম্ভাবনা নিতান্তই অসম্ভব পরন্তু

যদিও ন্যায় পরতাদি সমস্ত ধর্ম্মবৃত্তি এবং উজ্জ্বল বুদ্ধি বিমল প্রীতি তথা কুচিন্তা কুলাসসা বিহীন পবিত্র মন এবং বিক্ষিপ্ততা ও চঞ্চলতাদি দোষ পরিশূন্য সুস্থির ও সুশান্তচিত্ত ভিন্ন পরব্রহ্ম জ্ঞান উদ্ভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। কারণ উল্লিখিত গুণ সকলের মধ্যে যাহার অভাব বা লাঘব হইবেক তদর্থই পক্ষপাতের আবির্ভাব হইয়া বিমল সত্যের অবরোধ হইলে নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় উদ্ভাবণ অসম্ভব বিনা নহে ; তথাপি ন্যায়পরতাদি ধর্ম্মবৃত্তির আংশিক অভাব ও অপূরণ উজ্জ্বল বুদ্ধি কর্ত্তৃক মোচন ও পূরণ হইতে পারে কিন্তু বুদ্ধির ন্যূনতা কোন ধর্ম্মবৃত্তি দ্বারা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনাই নাই অতএব ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মবৃত্ত্যাদির সাপেক্ষ হইলেও বুদ্ধিকেই মূলাধার এবং প্রধান স্বীকার করিতে হইবেক বাস্তবিকও হৃদয়, মন ও চিত্ত এবং ধর্ম্মবৃত্ত্যাদি সমস্ত অন্তঃকরণেরই নেতা ও অধিনায়ক একমাত্র বুদ্ধিই হয়েন এমত স্থলে অল্প-বোধ মন্দ-চেতা মানব অপর ধর্ম্মাঙ্গে সুশোভিত অথবা বিশুদ্ধ চরিত্র হইলেও তাহা ব্রহ্ম জ্ঞান রূপ পরম

ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্তই নিস্ফল। যেমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গুণবান যুবকের ক্লীবত্ব তাহার সৌন্দর্য্য ইত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্য সোপকরণ যুক্ত সুপক্ক ব্যঞ্জন একমাত্র লবণাভাবে সুস্বাদ সম্পর্কে একান্ত বিফল সেইরূপ সামান্য মেধাবি মানবের বিমল চরিত্র অথবা অচল প্রীতি ভক্তি সমস্তই ব্রহ্ম অনুষ্ঠানে নিস্ফল ও নিরর্থক সন্দেহ নাই যদিও উক্ত মত মন্দ-বুদ্ধি মনুজেরা পুস্তক বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত বিশ্বাসে তদধীন থাকিয়া কাল্পনিকাদি সাধারণ ধর্ম্মাধিকারি হওয়া বিচিত্র নহে কিন্তু অল্প বোধ মানবদিগকে তাহাতেও পূর্ণাধিকারি স্বীকার করা যাইতে পারে না, যেহেতু সামান্য মেধাবি মনুজবর্গ ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বিচার করিতে অশক্ত প্রযুক্ত কোন ধর্ম্মেই পূর্ণাধিকারি হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ অন্তিম সূক্ষ্ম জগৎ কারণ জগদীশের অনন্ত আকার রূপ মহত্ত্ব ও চরম সূক্ষ্মতা পর্য্যা-লোচনা করিলে একেবারেই অতলস্পর্শ বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয় অর্থাৎ যেমন ধূমরাশী মধ্যে তৃণ নির্ম্মিত উপকার্য্য বর্ত্তমান থাকিলে ধূমের

সূক্ষ্মতা জন্য ঐ আবরণের অন্তরে বাহিরে অধে ঊর্দ্ধে দক্ষিণে বামে সর্ব্বত্রেই ধূম প্রবিষ্ট হওয়া দৃষ্ট হয় বাস্তবিকও যেরূপ ধূম সাগরের মধ্যে ঐ তৃণ নির্ম্মিত উপকার্য্য বিদ্যমান থাকে সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান সাবয়ব জগৎ ও জগদন্তর্গত পদার্থ নিচয়কে চরম সূক্ষ্ম পদার্থময় পরমাত্মা অন্তর বাহ্য অধ ঊর্দ্ধ বাম দক্ষিণ সর্ব্বত্র ভেদ ও বিদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান আছেন সুতরাং এমত অচিন্তনীয় সূক্ষ্মতম পরম পদার্থ এবং তাঁহার অনন্ত আকার ধ্যান ধারণাতে অশক্ত হইয়া যখন পরম জ্ঞানি মহান্ মানবেরাই কেহ নাস্তিক কেহ বৌদ্ধ কেহ অদ্বৈত-বাদী হইতে বাধ্য হইয়াছেন তখন পশুবৎ মন্দ-চেতা জ্ঞান মুগ্ধ মানবেরা তাহা ধারণা করিতে কিরূপে সক্ষম হইতে পারেন ইত্যাদি সমালোচনা-তেই মহাপ্রাজ্ঞ হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বিশেষ অধিকারি নির্ণয় এবং সাধারণের নিমিত্তে সাধারণের উপযোগী পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি উপাসনা রূপ কাল্পনিক ধর্ম্মের আবিস্কার করিয়াছেন।

হা ! কালের কি কুটিলগতি পরম বহুজ্ঞ অতি দূরদর্শী মহাত্মা ঋষিগণেরা যে ব্রহ্মতত্ত্বকে অমূল্য রত্ন জ্ঞানে পরম সমাদর ও যত্নে গুহ্যাতি গুহ্যতম রূপে মনোরূপ গুহাতে নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই ঋষিগণের হৃদয়ের ধনই কাল সহকারে বালক ক্রীড়নক পদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়া অস্থানে পতিত মুক্তার ন্যায় ইতস্তত বিলুণ্ঠিত এবং চণ্ডাল গৃহস্থিত গোধনের তুল্য অনাদৃত ও যত্ন হীন রূপে যৎসামান্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ফলতঃ ভূত ভবিষৎ-দর্শী মহা প্রাজ্ঞ মহাজ্ঞানি মহাত্মারা পরমারাধ্য কৈবল্য মুক্তি প্রদ পরমতত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অনধিকারী হস্তগত হইয়া শোচনীয় দুরাবস্থ প্রাপ্ত হইবেন ভাবিয়াই প্রকৃত অধিকারি নিরূপণে বাধিত হইয়াছিলেন, বাস্তবিক তাঁহারা যাহা অনুমান করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে তদ্ঘটনায় তাহারদিগের অনুমান নিতান্তই সত্যে পরিণত হইয়াছে অতএব হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা যে বহুদর্শী পরম জ্ঞানি দেবতুল্য অলৌকিক ক্ষমতাশালী উদার প্রকৃতি মহান মানব ছিলেন তাহাই প্রমাণ

হইতেছে। সে যাহা হউক কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মারা সাধারণ জন সমাজের চরিত্র পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে সাধারণেরা ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ পদার্থ মনেতে ধারণা করিতে অশক্ত বিধায় জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর ও তৎপ্রণীত বিশেষ ধর্ম্মে ভয় বিশ্বাস বিহীনতায় নিরঙ্কুশ ভাবে অবস্থান করিলে স্বেচ্ছাচারের বশম্বদ হইয়া দুষ্কর্ম্ম ও দুরাচরণে প্রবৃত্ত হইলে পৃথিবীর অশেষ অমঙ্গল ও উৎশৃঙ্খল হইবেক সেই শঙ্কাতে বাধ্য হইয়াই পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি উপাসনা রূপ কাল্পনিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে সাধারণ লোকেরা ভয় এবং লাভের সম্ভাবনা বিহীন স্থলে মানা বিশ্বাস স্থাপন করে না সে মতে ভয় ও অভয় ব্যঞ্জক মূর্ত্তির কল্পনা করা উচিত ও শ্রেয় বোধে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারি বিষ্ণু এবং অসিমুণ্ড বরাভয় ভুজগত কালী মূর্ত্ত্যাদির কল্পনা আর ঐ মূর্ত্ত্যাদিকে বিচিত্র বসন ভূষণে সুশোভিত ও মনোহারি করত ধ্যান স্বার্থক করাতে সাধারণ জন সমাজের শ্রদ্ধা

ভক্তি আকর্ষণ জন্য সুমহৎ সদুপায় স্থাপন করা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

প্রত্যুত ঐ মূর্ত্ত্যাদির পূজা অর্চ্চনাতে সাড়ম্বর আমোদ উৎসব এবং গান বাদ্য নৃত্যাদির নিয়ম প্রবর্ত্তিত করাতে একান্ত আমোদ প্রিয় সাধারণ মানবগণের হৃদয়গ্রাহী হইবায় সাধারণ হিন্দুদিগের কাল্পনিক ধর্ম্মে সমূহ আস্থা বরং হিন্দুসমাজ কাল্পনিক ধর্ম্মে বদ্ধমূল হওয়াতে হিন্দু সমাজে অভিমত সুখ শান্তির স্থাপন হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের বহু কালানন্তর আবির্ভূত আধুনিক ব্রাহ্মণ বিশেষত বঙ্গীয় একান্ত স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা হিন্দু ধর্ম্মকে জীবিকোপায় ব্যবসায় ভুক্ত করিবায় হিন্দু ধর্ম্ম কল্পিত রূপ ও আরোপিত উপন্যাস এবং উপধর্ম্মের আবাস ভূমি হওয়াতে হিন্দু ধর্ম্ম যদিও কলঙ্কিত হইয়াছেন, তথাপি অল্পবোধ মন্দচেতা সাধারণ লোকের জন্য কাল্পনিক ধর্ম্ম যে একান্ত উচিত ও উপযোগী তাহা পরিণাম বিবেক সম্পন্ন প্রাজ্ঞ মানব মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এমতাবস্থায় ব্যবসায়গত দোষাশ্রিত বহু

বাহুল্য মূর্ত্তি ও বিবিধ উপন্যাস তথা সমস্ত উপ-ধর্ম্মের পরিহার পূর্ব্বক কেবল সত্ত্ব রজ তমো গুণাত্মক ব্রহ্মাদি দেবত্রয় এবং কালী তারা মহা-বিদ্যাদি শক্তি মূর্ত্তির কল্পিত উপাসনা মাত্র স্থিরতর থাকিলে সাধারণের নিতান্ত রুচিকর একান্ত হৃদয় গ্রাহি কাল্পনিক ধর্ম্ম সাধারণের জন্য যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ নাই।

সাধারণ জনসমাজ যাহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সাকার ভিন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষ নিরাকার ঈশ্বর উপ-লব্ধি এবং চিন্তা মনন করিতে নিতান্তই অক্ষম তাহারদিগকে জ্ঞানস্বরূপ একেশ্বর নিষ্ঠ অকল্পিত ধর্ম্মে বাধ্য রাখিবার নিমিত্ত অকল্পিত ধর্ম্ম প্রচা-রক মুসলমানেরাও যখন একান্ত আরোপিত কল্পিত বহু উপন্যাসাদি রচনা করিতে বাধিত হই-য়াছেন এবং খৃষ্টিয়ানেরা অবতার, হিন্দুরা কল্পিত মূর্ত্তি ও অবতার উভয় বিধ উপাসনা প্রণালী প্রচা-রণ করিয়াছেন, পরন্তু অবনিজাত লোক সাধারণের স্বভাব চরিত্র প্রায়ই সমান ও তুল্য এবং অত্যন্ত আমোদ প্রিয়, তখন হিন্দু প্রবর্ত্তিত কাল্পনিক ধর্ম্ম

এক প্রকারে পৃথিবী ব্যাপ্ত ও ভূমণ্ডলস্থ সমষ্টি মানবকুল সামঞ্জস্য রূপে ভ্রাতৃভাবে ঐক্য ও এক ধর্ম্ম হইলে অবনি সম্বন্ধে অভূতপূর্ব্ব প্রভূত মঙ্গলোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা। অথচ পরব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনাতে মানব অর্থাৎ অবতার আরাধনা রূপ নীচতা দোষেরও নিরসন হইতে পারে। কিন্তু প্রভিন্ন দেশীয় মানবেরা দীর্ঘকাল হইতে প্রভেদ প্রণালী গত উপাসনাদি করিয়া আসিতেছেন বিধায় আপন আপন পৈতৃক ধর্ম্মে সকলেরই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, প্রত্যুত ধর্ম্মভেদে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষেরও অপ্রচুরতা নাই। এমত স্থলে হিন্দু প্রবর্ত্তিত কাল্পনিক ধর্ম্মে জাতি সাধারণেরা অনুমোদন করিবে এমত উদার কামনা সিদ্ধ্যর্থ যদিও আশা করা যাইতে পারে না, তথাপি সমস্ত দেশীয় কুসংস্কার বিহীন নিরপেক্ষ প্রবীণ প্রাজ্ঞ অথচ স্বতঃ সিদ্ধ সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী লোকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা স্বদেশ প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্ম, স্বদেশ মধ্যে অব্যাহত ও তদনুযায়ী সদাচরণে সাধারণ লোকদিগকে বাধ্য রাখিতে সমুচিত যত্নশীল

থাকেন, তদ্ভিন্ন এক জাতি গত ধর্ম্ম ভিন্ন জাতিতে প্রচরণ ও দল পুষ্টি করণ অধ্যবসায় হইতে বিরত ও নিরস্ত হয়েন যেহেতু সাধারণ কোন ধর্ম্মই যখন কল্পিত দোষ পরিশূন্য বিশুদ্ধ নহে প্রত্যুত ভিন্ন সম্প্রদায়ী মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার চেষ্টাতে অনর্থক বৈরনির্যাতন রূপ দারুণ কলহ বিবাদে বাধ্য ও লিপ্ত হইতে হয়, অতএব তদ্দ্বারা অবনীর হিত মাত্র না হইয়া বরং বিশেষ অনিষ্ট পাতেরই একান্ত সম্ভাবনা তখন ঐ রূপ আচরণ বিশুদ্ধ জ্ঞানি ও প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণের অনুমোদিত হইতে পারে না।

এ অবস্থায় জাতি সাধারণেরা দেশ ও ধর্ম্ম ভেদে বিদ্বেষ ও বৈর ভাবের বিনিময়ে ভ্রাতৃ ও মিত্র ভাবে পরস্পর ঐক্য এবং কায়মনোবাক্যে যদি এরূপ সদনুষ্ঠান করেন যে যাহাতে সাধারণেরা পরস্পর হিংসাদি পাপাচরণে বারিত, পক্ষান্তরে এক জগৎ পিতা হইতে জাত মনুজ সমষ্টি নিশ্চ-য়ই পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্কে সম্পর্কীয় প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম দুঃখ সুখিতাভাবে ভ্রাতৃ

নির্ব্বিশেষে সদাচরণ তৎপর থাকে এমত অকৃত্রিম সদুপায় অবলম্বন করেন ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। তাহা হইলে ভূতলগত বিপদ্ বিঘ্ন সমূলে নির্ম্মূল ও নিবারিত হইয়া অবনিমণ্ডল আনন্দময় স্বর্গধাম হয় সন্দেহ নাই, এতদ্বিষয়ে আর বিস্তার না করিয়া পুনরায় ঈশ্বর প্রীতিযুক্ত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম লক্ষণের অবশিষ্টাংশ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

উল্লিখিত অবতার বিরুদ্ধ কারণ কূট বশতঃ বৈজ্ঞানিক অকৃত্রিম ধার্ম্মিকেরা জগৎ কারণ সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ একেশ্বর ও তৎ প্রণীত অলৌকিক প্রণালী সিদ্ধ জগৎ গ্রন্থ বিনা কল্পিত দেব দেবী অথবা মানব পশ্বাদি রূপ অবতার কিম্বা মানব প্রচারিত পুস্তকাদিকে ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া মান্য বিশ্বাস করেন না এবং আপনাদিগকে মানবকৃত ভ্রমাত্মক নিয়মাদির একান্ত অনধীন বোধ করেন। পরন্তু সাধারণ লোকেরা যেমন বিখ্যাত মানব অথবা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম মাত্রেই গলিয়া পড়ে, এবং বিনা পরীক্ষায় তদাদিষ্ট উপদেশাদি গ্রহণ ও বিশ্বাস

করে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ অপবিশ্বাস বাধ্য নহেন প্রভৃতি এরূপ মহান্ মানবেরা নাস্তিকি কুতর্কে অথবা আস্তিকাভিমানি কুসংস্কার পূর্ণ অতিভক্ত-গণের অযৌক্তিক প্রসঙ্গে কিম্বা অবতার স্বভাব সিদ্ধ কুহক ইত্যাদিতে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হই-বার লোক নহেন বরং ইহঁারা নিতান্তই অনুকরণ বিরত স্বভাবি হয়েন, এতন্নিবন্ধন বৈজ্ঞানিকদিগের দৈহিক মানসিক ভাব গতি ও সুখ দুঃখ তথা আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সাধারণ জন সমাজের কিছু মাত্র ঐক্য বা সাদৃশ্য বরং দেব প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকগণের আহার বিহার গত রুচির সঙ্গেও পিশাচবৎ সাধারণ লোকের পৌশা-চিক আহার বিহারাদির সহিত আংশিক রূপেও সমতা বা ঐক্য নাই। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মহা-ত্মারা অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র মানব সন্দেহ নাই, সে যাহা হউক বৈজ্ঞানিক গুণ চরিত্র এবং বাহ্য লক্ষণ, এই পর্য্যন্ত বিবরণ করত এইক্ষণে বৈজ্ঞানিক সাধুর আন্তরিক সাধন প্রণালী এবং মুক্তিফল প্রকটনে কৃত সঙ্কল্প হইলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষগণের যেরূপ বাহ্য লক্ষণ এবং জ্ঞান গুণ ও স্বভাব চরিত্র বিবরণ করা হইয়াছে, যদ্যপি ঐ সমস্ত চারিত্রিক গুণগত ন্যায় পরতাদি ধর্ম্ম বৃত্তি সমস্ত কলেবরের সঙ্গেই প্রাদুর্ভূত, তথাপি ঐ সকল সাধু বৃত্তির প্রভাব পরিণত বয়সের পূর্ব্বে বহুজ্ঞতা বিরহে প্রজ্জ্বলিত না হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এজন্য বৈজ্ঞানিকেরা বাল্যকাল হইতে প্রথমাবধিই এরূপ গুরুতর অধিকারে অধিকারী হইতে পারেন না। ফলতঃ এই প্রকার অসাধারণ মানবেরা বালককাল হইতেই সুশীল সৎস্বভাব এবং বিনয় বিনম্রভাবে পিতা মাতাদি গুরুজনের একান্ত বাধ্য ও অধিন এবং তাঁহারদিগের অনুগত ও অনুকরণে সাতিশয়

সমুৎসুক প্রযুক্ত প্রথমাবস্থায় তাঁহারদিগের আচরিত ধর্ম্ম ও তৎপ্রতিপাদ্য শাস্ত্রের অনুশীলন এবং তৎপ্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক অচল নিষ্ঠাতে তদনুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎকালেও এই প্রকার বিশেষ মানবগণের ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ আরাধ্য দেবতার প্রাপ্তি কামনা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য থাকে না এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য মর্ম্ম বিজ্ঞাপিত হওনাশয়ে তৎপ্রতিপাদ্য শাস্ত্র অনুশীলনে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অনন্তর কথিত শাস্ত্র চর্চ্চাতে ক্রমে যখন জানিতে পারেন যে, অনুষ্ঠিত সাধন প্রকৃত সাধন নহে কেবল বাহ্য বিষয় লোলুপ ও বিমোহিত সুচঞ্চল মনকে ধ্যান সাধ্য সগুণ উপাসনা সূত্রে হৃদয় প্রবিষ্ট ও সুস্থির করণাভিসন্ধিতে অজ্ঞান বিমোহন হৃদয় গ্রাহি ক্রিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর ও ধর্ম্ম উদ্দেশিক খেলা স্বরূপ কাল্পনিক সাধনময় সৎকৌশল উপায় রচনা হইয়াছে মাত্র, তখন হইতেই পরম সত্য ও প্রকৃত জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম জ্ঞানার্থ একান্ত অধীর ও অধৈর্য্য

হইলেও পূর্ব্বসংস্থাপিত বিশ্বাসের বিলোপ অথবা জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বর বোধক সম্বন্ধ ও কৌশল জ্ঞান লাভ করিতে সহজ ও সুলভ উপায়ে কৃত কার্য্য হইতে পারেন না। বরং বহু সমালোচনা এবং বিবিধ শাস্ত্র চর্চা তথা অনেক সৎসঙ্গ ও বারং-বার বিচার বিতর্ক এবং বাহুল্য বাদানুবাদ দ্বারা জগৎ কার্য্যগত কৌশল সম্বন্ধ এবং উদ্দেশ্য প্রয়োজনাদি মূলক জগৎ নির্ম্মাণাত্মক পরামর্শ সমস্ত যাহা জগৎ গ্রন্থে অবিনশ্বর অক্ষরে বিমুদ্রিত রহি-য়াছে, তাহা মন ও জ্ঞান পথের অতিথি হইলেই পরব্রহ্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইতে থাকে। তথাপি অতীন্দ্রিয় বিষয় হৃদ্বোধ হওয়া অনায়াস সাধ্য সহজ ব্যাপার নহে, বাস্তবিক ব্রহ্ম তত্ত্বরূপ মহাদ্রুম কিরূপ দুরারোহ এবং ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ অন্তিম ধর্ম্মময় শেষ বর্ত্ম কিরূপ দুর্গম প্রত্যুত জ্ঞান স্বরূপ অপার সাগর কিরূপ দুস্তর তাহা ব্রহ্ম জ্ঞান লোলুপ প্রকৃতাধিকারী বাস্তবিক অনুষ্ঠান তৎপর বৈজ্ঞানিক লক্ষণ যুক্ত মহাত্মারাই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং করিতে পারেন।

নচেৎ অনন্য উদ্দেশে, ধর্ম্ম ঘোষক. যাহারা ব্রহ্ম অনুভব ও রসাভাস বিনা অনধিকার চর্চা স্বরূপ কেবল বাচনিক ব্রহ্ম প্রতিপাদক শব্দ মাত্র কীর্ত্তন অথবা দল পুষ্টি করণাভিলাসে, ভ্রমণ করেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান রূপ পরম ধর্ম্মের দুর্ল্লভতা অনুভব করিতে কদাপি ক্ষমবান নহেন, সুতরাং তাঁহারা যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম নিগূঢ় তত্ত্বকে সহজ ও সুলভ বোধ করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কাল্পনিক ধর্ম্ম সোপানে তদ্বিপরীত ব্রহ্ম সাধন লাভ ও পূর্ব্ব আচরিত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকে সংশয় করিতে পারেন, কারণ যখন কাল্পনিক ধার্ম্মিকেরা আজীবন এক প্রকার সাধন করিয়াই লোকান্তরগামী হইতে দেখা যায়, তখন কাল্পনিক পথে প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ চরম ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা বিশ্বাসাস্পদ নহে, বলিলেও বলিতে পারেন, যদিও সাধারণের ব্যবহার দৃষ্টে এরূপ সংশয় হওয়া অসম্ভব নহে তথাপি সহজ মনোযোগেই ইহা নিরাকৃত হইতে পারে, যেহেতু

কাল্পনিক অকাল্পনিক সাধারণ ধার্ম্মিকেরা প্রায়ই ঈশ্বর প্রাপ্তি কামনা অথবা ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ ও আরাধনা করে না। কেবল দেশ প্রথা ও সমাজের অনুরোধ অথবা সাধারণের বিশ্বাস পাত্র হওনাদি পার্থিব আশা কামনায় অনন্য চিত্তে লোক দেখান নাম মাত্র উপাসনা করে বিধায়, যেরূপে আরম্ভ সেইরূপেই পাঠ সাঙ্গ করে, তদ্দৃষ্টে যথার্থ উপাসনা পক্ষে সংশয় বিমূঢ় হওয়া প্রাজ্ঞ জনোচিত যুক্তি সিদ্ধ কার্য্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। ফলতঃ ঈশ্বর প্রাপ্তি কামনায় যাঁহারা প্রকৃতরূপে যথার্থ সাধন করেন, তাঁহারা কেবল সহজ জ্ঞান ও আত্ম প্রত্যয়ে নির্ভর পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। সুতরাং জীব ও পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানার্থ একান্ত অধীর হয়েন, এতন্নিমিত্ত পরব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র অনুশীলন ও স্বকীয় অনুভবের সহিত ঐক্য করত জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর নির্ণয়ে প্রগাঢ় যত্নশীল এবং নিরতিশয় ব্যাকুল হয়েন বিধায়, করুণাময় পরব্রহ্মের কৃপায় প্রকৃত সত্যে বঞ্চিত হয়েন না। এজন্য কাল্পনিক মাগেই

ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকারী হয়েন, অতএব ইহাঁর-দিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধন প্রণালী এবং সাধারণ জন সমাজের ধর্ম্মাচরণ ও উপাসনাঙ্গ দিবা রাত্রির ন্যায় প্রভেদ, এমতস্থলে সাধারণ লোক এবং বিশেষ সাধক অভেদ গণ্য হইতে পারেন না। এতদ্বিষয়ক প্রমাণার্থ প্রস্তাবিত লক্ষণ যুক্ত প্রকৃত ঈশ্বর পরা-য়ণ বৈজ্ঞানিকই নিদর্শন তদ্ভিন্ন প্রমাণান্তর নাই, এবং অগ্রে ক্রিয়া অনুষ্ঠান যদ্দ্বারা মন ও চিত্ত শুদ্ধি, তথা মনের অন্তর দৃষ্টি ও চঞ্চলতা বিবর্জ্জিত না হইলে ব্রহ্ম অনুষ্ঠানে অধিকার না হওয়া বিষয়ে হিন্দুরা যে বিধি বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহা যে অকাট্য যুক্তি সিদ্ধ তাহাও প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক লক্ষণাত্মক মহাত্মা ভিন্ন অন্যের হৃদ্বোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু রসজ্ঞ বিনা রসজ্ঞান সম্ভাবনা অসম্ভব বিনা নহে।

কথিত বৈজ্ঞানিকদিগের যে পর্য্যন্ত আপন প্রীতি বৃত্তির ভাব মাহাত্ম্য স্বকীয় হৃদ্বোধ না হয় সে পর্য্যন্ত অচল ভক্তি পথেই সাধন ভজন করিয়া থাকেন কিন্তু আন্তরিক প্রীতি বৃত্তির প্রভাবেই

আরাধ্য দেবতার মাহাত্ম্য মহিমা এবং বারম্বার গুণানুবাদ শ্রবণার্থ অধীর ও অস্থির হওয়া বরং সেই প্রীতিবৃত্তির প্রবর্ত্তনাতেই যে সম বয়স্ক বালক অথবা প্রাণী মাত্রেরই সহিত প্রণয় প্রীতি করিতে একান্ত চঞ্চল ও বাধিত থাকা, প্রসিদ্ধ ব্যবহার থাকিলেও প্রথমাবস্থায় তাহা কিছুই অনুধাবন করিতে পারেন না। প্রত্যুত স্বকীয় পরকীয় চরিত্র জ্ঞানাভাবে প্রথমত বিচিত্র চরিত্র মনুজ কুলকে এক ভাব ময় আপন সদৃশ বোধ করিতে বাধিত হওয়া স্বতঃ সিদ্ধ স্বভাব হইলেও ক্রমে যখন মানবগণের কার্য্য প্রণালী ও ভাব স্বভাব এবং আচার ব্যবহারের সহিত অনৈক্য হইতে থাকে, তখন হইতেই স্বকীয় পরকীয় চরিত্র পরীক্ষার প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু এই সম্প্রদায়ী সাধকেরা স্বকীয় পরকীয় চরিত্র পরীক্ষা ও বিগত বিখ্যাত মহান্ মানবগণের জীবনচরিত পাঠ ও শ্রবণ বরং তাহারদিগের কৃতকার্য্য সমস্তের সাধুতার সহিত স্বকীয় স্বভাবের তুলনা করা প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ বোধ করেন এবং প্রস্তা-বিত মতে তুলনা করিলে আপন প্রকৃতিতে যদি

তদ্বিরুদ্ধ কোন দোষ দৃষ্টি করেন তবে সেই দোষ কি সূত্রে রহিয়াছে তন্নিরাকরণ পূর্ব্বক তদ্দোষ পরিহার জন্য একান্ত যত্নশীল বরং যে পর্য্যন্ত সেই দোষের সংহার না হয় সে পর্য্যন্ত শিথিল প্রযত্ন না হইয়া সমধিক অস্থির হওয়াই ইহাঁরদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বভাব। অতএব সাধুজনের স্বদোষ সংশোধনের নিমিত্ত এমতাচরণই একমাত্র সদুপায় সন্দেহ নাই।

প্রোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ কাল্পনিক সাধনের বিপরীতে ব্রহ্মসাধন তৎপর এবং জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর প্রতিভাতক জগৎ কার্য্যগত সম্বন্ধ কৌশলাদি জ্ঞানের সূত্রপাত হইলেও কিছুকাল দুই আকর্ষণে অবস্থিত ভাবেই আরাধনা করিয়া থাকেন কিন্তু মনের অনুরাগ ও আকর্ষণ জগৎ কারণ পরব্রহ্ম উদ্দেশেই থাকে। অনন্তর ব্যাপক-কাল গুত তপস্যা এবং বহু শাস্ত্র চর্চ্চা তথা দেশ পর্য্যটন জনিত জগৎ কার্য্য পর্য্যালোচনাগত ফল ও সৎসঙ্গ লাভ তদ্ভিন্ন সম্পদ বিপদ ঘটিত সাংসারিক নানা ঘটনা অতিক্রম ইত্যাদি বহুদর্শন দ্বারা বহুজ্ঞতা জন্মিলে

অথচ চত্বারিংশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত এবং যৌবনের হ্রাসতার সঙ্গে সঙ্গে শোণিতোষ্ণতার লাঘব হইলেই হঠাৎ প্রজ্ঞান রূপ পরম জ্ঞান সূর্য্যের যে উদয় হয় তাহার আর অস্তমিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তৎকালে বৈজ্ঞানিক হৃদয় সরোবরে নিখিল জ্ঞান উৎস উৎসাবিত হইতে থাকে, এবং পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তে বিমল ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপক পবিত্র ভাবের আবির্ভাব বরং বৈজ্ঞানিক, চিন্তাকাশ ন্যায়ানুগত বিধি ব্যবস্থা ও পরব্রহ্মজ্ঞানমূলক অভিনব অনন্ত ভাব রূপ নক্ষত্র মালায় আলোকময় হয় প্রত্যুত স্বকীয় হৃদয় সিংহাসনে ন্যায়পরতাদি ধর্ম্মবৃত্তি রূপ পারিষদ্‌মণ্ডলী পরিবেষ্টিত ঈশ্বর প্রীতি রূপ মহাগুরুর অধিষ্ঠান থাকা, জ্ঞানগোচর হওয়া মাত্রই বৈজ্ঞানিক মনোময় প্রেমসাগর ঈশ্বর প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গাইত এবং একেবারে উচ্ছ্বসিত হইলে বৈজ্ঞানিক মহাত্মারা পরমানন্দ নীরে নিতান্তই মগ্ন ও অবিচ্ছেদে প্রেমামৃত পান করিতে থাকেন।

এই প্রস্তাবের দ্বারা একটী অতি নিকৃষ্ট

ভদ্রের আবিষ্কার হইল অর্থাৎ বিষয়াধিকার প্রাপ্তি জন্য মনুজকুলের নিমিত্ত যেমন অষ্টা-দশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত কাল অবধারিত আছে সেই রূপ ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্যও চত্বা-রিংশ বর্ষ অতিবাহিত হওয়া অত্যাবশ্যক; যে-হেতু ইহার পূর্ব্বে অভিনব উদ্যমশীল ইন্দ্রিয় ও উষ্ণশোণিত প্রভাবে মনের একান্ত চঞ্চলতা ও অধীরতা বশতঃ প্রথম বয়স সুলভ দারুণ অভি-মান ও ঔদ্ধত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিমর্শ-কারিতাদি দোষ নিতান্তই অপরিহার্য্য। প্রত্যুত চত্বারিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্তই লোকেরা স্বকীয় ইচ্ছার একান্ত দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি বিকাশার্থ পরিণাম বিবেক বিনা কেবল নূতন নূতন প্রণালীগত কার্য্য আরব্ধ ও প্রচ-রণ জন্য সাতিশয় ব্যাকুল ও চঞ্চল থাকেন স্থিধার দূরদর্শন মাত্র থাকে না। পরন্তু অতি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইলেও প্রস্তাবিত সময়ের পূর্ব্বে গণ্য গাম্ভীর্য্যাত বিরহে দূরদৃষ্টি ও বহুজ্ঞতা লাভ হয় না, সুতরাং চত্বারিংশ বর্ষ অতীত না হইলে ইতর বিশেষ

কোন ধর্ম্মেই প্রকৃত রূপে কেহ অধিকারী হইতে পারেন না বরং রাজ শাসন ঘটিত বিধি বিধান যাহা একান্ত দূরদর্শন ও বহুজ্ঞতা রাখা তাহাতেও অধিকার জন্মে না। এতন্নিবন্ধন প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ রোম রাজ্যে ব্যবস্থাপক অর্থাৎ সেনেট সভাতে অন্যূন ষষ্ঠি বর্ষ বয়স্ক মানব ভিন্ন সভ্য শ্রেণি ভুক্ত হওয়ার নিয়ম ছিল না, এবং হিন্দুরা যে পঞ্চাশোর্দ্ধে ধর্ম্ম উদ্দেশে বন গমনের বিধি প্রকাশ করেন তাঁহারও তাৎপর্য্য ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না, সে যাহা হউক উল্লিখিত পরিবর্ত্তন দ্বারা বৈজ্ঞানিকদিগের সাধন পদ্ধতি যেরূপ আকার ধারণ করে এইক্ষণে তাহাই বর্ণনা করা যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিক মহাত্মারা প্রথমাবস্থায় কাল্পনিক ধর্ম্মানুমোদিত সগুণ ঈশ্বর সাধনে যদিও বাহ্য আড়ম্বরময় ক্রিয়া কলাপ এবং ভক্তি প্রীতি রসাত্মক গান অথচ অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ অনবরত দরদরিত অশ্রু বর্ষণ করা বরং প্রথমানুরাগ জনিত হাব ভাব পুলক এবং রোম হর্ষণ ও শরীর কাঁপা-

নাদি প্রকৃত অনুরাগ লক্ষণ সমস্ত বৈজ্ঞানিক কলেবরে সময়ে সময়ে প্রকাশ হওয়া সাধারণ প্রথা থাকিলেও যখন প্রজ্ঞান রূপ মহা অগ্নিতে কাল্পনিক ধর্ম্মগত জাজ্বল্য ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও সমস্ত কুসংস্কার সমূলে ভস্মীভূত হয়, প্রত্যুত জ্ঞানের আধিক্য সহকারে প্রীতি ভাবের প্রবলতা জন্য পূর্ব্ব ভাব ভক্তির বিলক্ষণ ব্যতিক্রম অর্থাৎ যেমন মনুজগণ বাল্যাবস্থায় পিতা মাতা সন্নিধানে করুণা আকর্ষক ক্রন্দন ও নানা প্রকার আবদার করিয়া থাকে, এবং জ্ঞান ও বয়োহধিক্যে যেমন সেই ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয় সেই রূপ প্রীতি পূর্ণ প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ সাধকগণেরও প্রথমানুষ্ঠানগত বালক ভাবের বিপরীতে জ্ঞানময় প্রবীণ ও গম্ভীর সম্ভ্রম যুক্ত ধীরতা ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়। পরন্তু অশরীরি জ্ঞান স্বরূপ নির্ব্বিকার নিরভিমানী এবং নিরাকার জগদীশ্বর সর্ব্বেশ্বর উপাস্য হইবায় সাকার আরাধনোপযোগী পাদ্য অর্ঘ্য এবং ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদি উপচার তথা বার তিথি সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ইত্যাদি কালাকাল ও দৈহিক

শৌচাচারাদি এবং বাহ্য অনুষ্ঠান একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। তখন একান্ত পরিবর্ত্তন ও অভিনব ব্রহ্মানুরাগের অভ্যুদয় জন্য কৈবল্য মুক্তি প্রদ-ব্রহ্ম উপাসনা রূপ প্রবীণ ও শেষ আরাধনাতে বাহ্য আড়ম্বর ও আমোদ প্রমোদময় শারিরীক উপাসনা অনুপযোগী বলিয়া আপনা হইতেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হেতু কেবল শান্তি ভাব নিবৃত্তি, ভাব এবং নির্জ্জন ভাবের প্রাদুর্ভূত হওয়া প্রযুক্ত মানসিক আরাধনেই একাগ্র চিত্ত হইয়া থাকেন, এবং এই সময় হইতে জীব ও পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান গত আন্দোলন জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান হয়, বরং বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে এমত দিবসই অতি বিরল যে দিনে বৈজ্ঞানিক হৃদয়ে জীব ও পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানগত সমালোচনা না থাকে।

বাস্তবিকও ব্রহ্মজ্ঞান রূপ চরম ধর্ম্ম বাহ্য আড়ম্বরের নহে সঙ্কীর্ত্তনের নহে এবং গান বাদ্যাদি আমোদ প্রমোদেরও নহে, কেবলই শান্তি ও নিবৃত্তি মার্গে অন্তর্জাগ ও মানসিক সাধন ও ধ্যান সাধ্য গম্ভীর ভাব যুক্ত অন্তিম ধর্ম্ম বটে; পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান যখন স্বীয়

অনুভব বিনা কেবল অন্যের উপদেশে হৃদয়ঙ্গম হওয়ার উপায় নাই তখন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অপরের দীর্ঘ বক্তৃতা অথবা উপদেশ নিতান্তই অসার্থক এ স্থলে পাঠকবর্গকে ইহাও বিজ্ঞাপন করিতেছি যে প্রস্তাবিত লক্ষণাক্রান্ত বৈজ্ঞানিকদিগের পরব্রহ্ম চিন্তামননার্থ আয়াস সাধ্য যত্ন পাইতে হয় না, যেহেতু ঈশ্বর প্রীতি প্রভাবেই তৎ সম্বন্ধীয় চিন্তা মনন বৈজ্ঞানিক অন্তরে আপনা হইতেই সতত জাগরূক থাকে, যেমন নায়িকা অনুরাগী যুবক বিষয়ানুরোধে কার্য্য ব্যপদেশে লিপ্ত থাকিলেও একান্ত প্রীতি নিবন্ধন তাহার হৃদয় পটে অভিলষিত কামিনী প্রতিমা আপনা হইতেই প্রস্থাপিত হয় সেইরূপ একান্ত প্রীতি পরায়ণ অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রেমময় মনোমন্দিরেও স্বয়ং পরব্রহ্ম আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং বৈজ্ঞানিকেরা স্বকীয় মনকেই ব্রহ্ম আরাধনার প্রকৃষ্ট মন্দির বোধ করেন এতদর্থ এই প্রকার সাধকেরা প্রাকৃত মন্দির মসজিদ এবং গীর্জা ব্রাহ্মসমাজাদি কিছুরই বাধ্য নহেন।

পরন্তু জ্ঞান ও প্রীতির উপযুক্ত প্রদীপ্ততা বিরহে যদিও বৈজ্ঞানিকেরা আপনাদিগকে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র মনুজ জ্ঞানে মহান্ জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর সমীপে অতি নীচ বরং আশা কামনার বাহুল্যতা নিবন্ধন একান্ত দীন তথা অজ্ঞানের প্রবলতা নিমিত্ত আপনাদিগকে নিতান্ত হীন বোধ হওয়াতে প্রথমা-বস্থাগত উপাসনায় দয়া করুণা আকর্ষণ জন্য সুদীন ও আর্ত্তভাবে দুঃখ ব্যঞ্জক কাকুতিময় বিবিধ স্তব স্তুতি ও নানা প্রার্থনায় বাধিত হওয়াই প্রসিদ্ধ রীতি থাকিলেও যখন প্রজ্ঞান দ্বারা সম্যক প্রকার অজ্ঞান ও কুসংস্কার অপগত এবং প্রীতি ও জ্ঞান-জ্যোতি বিনা বাধায় একান্ত প্রকাশ পায়, প্রত্যুত মহাগুরু ও পরম সহায় ঈশ্বরপ্রীতি ন্যায়পরতাদি ঈশ্বর বিভূতির সহিত অভিমান পরিশূন্য বিগতমোহ বৈজ্ঞানিক চরিত্রের ঐক্য প্রতিপন্ন করিতে থাকেন, তখন আর বৈজ্ঞানিক সাধুর নীচতা বা দীনতা কিম্বা হীনতাভাবের চিহ্ন মাত্র থাকে না, বরং প্রগাঢ় প্রবল প্রীতিরূপ পরম গুরু, পাপ তাপ হীন পবিত্র চরিত্র বৈজ্ঞানিকের বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানকে জগদীশ্বরের

বিমল জ্ঞানের সমান ও তুল্যতা প্রতিপাদন করিতে সমুহ যত্নশীল হবেন; কলিতার্থে যদিও জগৎপতির তুলনায় অগণ্য ক্ষুদ্র মানব অতি নীচ ও নিরতিশয় হীন সন্দেহ নাই, তথাপি প্রীতিবৃত্তির স্বভাব নীচ ও হীন নহে বরং ব্যাপক ও অসীম জন্য প্রীতিপরায়ণ বৈজ্ঞানিকের ঈশ্বর উপাসনাগত দীনতা ও হীনতা নিতান্তই উপেক্ষিত হয়, সুতরাং এ অবস্থাগত আরাধনাতে আর্ত্ত ও দীনতা মূলক কাতরোক্তিময় স্তব স্তুত্যাদির একান্ত অনাবশ্যক বোধ হইবায় কেবল ঈশ্বরাভিপ্রেত আচরণ এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আদেশ পালন ও সন্তোষকর বৈধব্যবহারই মুখ্য সাধন বলিয়া গণ্য হয়। অপিচ বৈজ্ঞানিক সাধক মহাগুরু পরম প্রীতির উত্তেজনায় সতত যে ঈশ্বর প্রীতিভাবে গদ্‌গদ ডগমগ থাকেন, তদবস্থাকেই প্রকৃত ও মূল উপাসনা বোধ করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে বিকার হীন নিরভিমানী গম্ভীর প্রকৃতি মহাজ্ঞানি অতি পুরাতন সর্ব্বেশ্বর স্বকীয় অভিপ্রেত কার্য্য বিনা অজ্ঞান ও অভিমান মূলক কেবল আরোপিত স্তবস্তুতিতে পরিতুষ্ট অথবা তৎপ্রতি আং-

শিকরূপেও অনুমোদন করা একান্ত অসম্ভব ভিন্ন সম্ভবপর হইতে পারে না, যে হেতু প্রবীণ প্রাজ্ঞ মানবেরাই যখন ঐরূপ স্তাবক বাক্যকে যারপর নাই অনাদর ও ঘৃণা করিয়া থাকেন, তখন পরম পুরাতন সর্ব্বজ্ঞপরমাত্মার প্রস্তাবিত অজ্ঞান বিমোহন ব্যবহারে অনাদর ও ঘৃণা প্রকাশ হওয়া ব্যতীত সন্তোষ ও প্রিয় জ্ঞান হওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই।

যদিও স্বর্গ কামনায় পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কোন সৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, এবং করেন না, তথাপি প্রেমময় জগন্নাথের প্রীতি জন্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য জ্ঞানে এবং আপন প্রকৃতির অনুরোধে অর্থ সামর্থ্য ও জ্ঞান বিদ্যা দ্বারা সাধারণের হিতসাধন তথা দুঃখির অভাব মোচন এবং বিপন্ন উদ্ধারণ ও বিকলাঙ্গ এবং শরণাগত পরিরক্ষণ অথবা অসহ্য উপদ্রব সহ্য করিয়াও অজ্ঞান ও অসৎ মনুজদিগকে সদুপদেশ প্রদান দ্বারা সৎপথাবলম্বী করণাদি সদনুষ্ঠানে একান্ত তৎপর ও সমুৎসুক থাকেন, বরং সাধারণের মঙ্গলার্থ পথ ঘাট

ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা তথা চিকিৎসালয় বিদ্যামন্দির এবং অনাথবাস স্থাপন এবং পিতৃ মাতৃ হীন বালক বালিকা ঐরূপ পতি পুত্র বিহীনা অনাথা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ তথা ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষিতকে পানীয়, শীতার্ত্তকে বস্ত্র প্রদানাদি পুণ্য কার্য্য সমস্তকে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত প্রিয় অনুষ্ঠান বোধ করেন।

পরন্তু বৈজ্ঞানিক লক্ষণযুক্ত বিষয় বিতৃষ্ণ মানবোপাসনা বিরত পরম সাধুদিগকে ঈশ্বর নির্ব্বিশেষে পূজার্চ্চনা করাকেও ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রীতিকর প্রধান সৎ কর্ম্ম জ্ঞান ও গণ্য করেন এবং এই সম্প্রদায়ীরা স্বদেশী বিপন্ন হইতে বিদেশীয় বিপদস্তের দুঃখে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া থাকেন এতদ্ভিন্ন ইঁহারা সাধারণ ধর্ম্মানুমোদিত কায়িক কষ্টকর ব্রতোপবাস যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ তর্পণ এবং গয়ায় পিণ্ডদান অথবা তীর্থ পর্য্যটন কিম্বা রোজা নমাজ ফতেহাদরুদ ইত্যাদিকে ধর্ম্ম মধ্যেই পরিগণিত করেন না, যদিও বৈজ্ঞানিকেরা ন্যায়ানুগত ধর্ম্ম পথে পিতৃ মাতৃ সেবা শুশ্রূষা

এবং কলত্র পুত্র কন্যাদি পরিবারবর্গকে ভরণ পোষণ লালন পালনাদি করা ঈশ্বরাভিপ্রেত অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রধান ধর্ম্মাঙ্গমধ্যেই স্বীকার করেন বটে, কিন্তু উদ্বাহ সংস্কারাদি দশ কর্ম্মকে ঈশ্বরাভিপ্রেত ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া একেবারেই স্বীকার করেন না, তাহা দেশ কাল পাত্র এবং সাধারণ সমাজের রুচি অনুসারে বৈধরূপে সম্পাদন করা যুক্তি সিদ্ধ বোধ করেন, প্রত্যুত কোন অনুষ্ঠান ও কার্য্য দ্বারা সাধারণ জন সমাজে বিপ্লবাদি গণ্ডগোল না হওয়ার পক্ষে সমূহ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা ইহাদিগের স্ব... সিদ্ধ স্বভাব, ফলতঃ এইরূপ প্রবলাধিকারী স... কেরা ব্যবস্থা সিদ্ধ শোণিত পাতেও শঙ্কা সঙ্কোচ করেন না অব্যবস্থাতে গণ্ডূষমাত্র জলপানেও ক্ষমবান নহেন, পরন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফলের প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা অব্যাহত দৃষ্টি রাখাতে সততই নয়নগোচর করিয়া থাকেন যে পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য ও অব্যর্থ নিয়মানুসারে ধর্ম্মাচারী অথবা অধর্ম্মাচারী কেহই আপন আপন কৃত ক্ষুদ্র বৃহৎ সদসৎ কর্ম্মের পুরস্কার

তিরস্কার হইতে অব্যাহতি ও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না ইহাও ঈশ্বর ও ধর্ম্মের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাসের এক প্রধান কারণ সন্দেহ নাই।

যদ্যপি প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রকৃত সাধু সজ্জন মনুষ্যেরা জীবিত পশু দূরে থাকুক সামান্য প্রাণী মৎস্যাদির জীবন বিনাশেও প্রসক্ত নহেন, কিন্তু আহার সময়ে উপস্থিত মত আমিষ নিরামিষ সকল লই অদন করিয়া থাকেন বাস্তবিক ব্যবসায়ী ধর্ম্ম ঘোষকদিগের ন্যায় লোকানুরাগার্থ শরীর শোষণ অথবা অন্য প্রকার কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে যদিও ইহারা বাধ্য নহেন, তথাপি ইহারদিগের দ্বারা বিধি বিরুদ্ধ অবৈধ কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনাই নাই যে হেতু বৈজ্ঞানিকেরা প্রাগুক্ত জ্ঞান সূত্রে একান্ত ব্যবস্থা বাধ্য হয়েন এস্থলে পশু পক্ষি মৎস্যাদি ইতর শরীরিরা মানবগণের খাদ্য মধ্যে গণ্য কিম্বা তাহাদিগের হিংসা ঈশ্বরাভিপ্রেত কি না, তদ্বিষয়ক সমালোচনে বাধিত হইলাম।

জগৎ স্রষ্টানুমোদিত ব্যবস্থা দৃষ্টে উপদেশ

পাওয়া যাইতেছে যে আমিষ নিরামিষ যে বস্তুই হউক যাহা রসনায় সুস্বাদু অথচ পাকস্থলীর পাচ্য এবং দৈহিক পোষক ও পুষ্টিকর হয় তাহাই আহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে এমত স্থলে যখন খাদ্য পশু পক্ষি মৎস্যাদিকে নির্জীব পদার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু জ্ঞানে তল্লাভার্থ মনুজাতি প্রায় জাতীয়েরাই সাতিশয় ব্যাকুল ও ব্যগ্র এবং যাহা প্রাপ্ত ও অশন পূর্ব্বক অতীব তৃপ্তি এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে অথচ তাহা যথা সময়ে পাক স্থলীতে পরিপাক ও শারীরিক একান্ত পুষ্টি বর্দ্ধক বলিয়া প্রমাণ হইতেছে প্রভৃত যখন আদিমাবস্থায় মানবজাতি মাত্রই মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ করিত পরন্তু যখন মানবগণের দন্ত নির্ম্মাণ প্রণালীতেও মাংস এবং তৃণ উভয় প্রকার আহারেরই উপযোগিতা রহিয়াছে অপিচ ছাগ মেষ শূকরাদি পশু ও কপোত কুক্কুটাদি পক্ষি তথা মৎস্যাদি যাহা মানবেরা অহার করে তাহা সমধিক অধিক প্রয়োজন বিবেচনায় যখন সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই তাহারদিগকে একযোগে বহু শাবক প্রসবের অধি-

ক্যর প্রদান পূর্ব্বক বাহুল্য রূপে সৃষ্টি প্রবাহের নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন প্রত্যুত অনেক প্রাণীই অপর প্রাণী হিংসা দ্বারা জীবন ধারণ করা নৈস-র্গিক নিয়ম প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হইতেছে তখন মনুষ্যেরা যে খাদ্য পশু পক্ষি মৎস্যাদি অদন করে তাহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; বাস্তবিকও পরমেশ্বরের অনভি-প্রেত ও অননুমোদিত কার্য্যে সাধারণ্যে সাধারণের ব্যবহার হওয়া সম্ভব পর নহে।

কিন্তু গো, মহিষ, হয়, হস্তি, উষ্ট্র, গর্দ্দভাদি গৃহ পালিত পশু যাহারা মানবগণের বহন বাহন ও কর্ষণাদি বিবিধ কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে অথচ মনুজগণের প্রণয় পাশে বদ্ধ এবং পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সুহৃদ সহায়ের ন্যায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত একান্ত অন্তরঙ্গ সহকারী, বিনা অপ-রাধে কেবল মাংস লোভে তাহাদিগকে হনন করা নিতান্তই অন্যায় নিষ্ঠুরতা এবং সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ-তার কার্য্য সন্দেহ নাই। পরন্তু নানাবিধ ঋতুসংঘ যখন মনুষ্যের ন্যায় এক সময়ে এক [illegible]

নিয়মাধীন, তখন ইহারদিগকে খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে হেতু জগন্নিয়ন্তা অধিক আবশ্যক জন্য খাদ্য পশু পক্ষি মৎস্যাদিকে বাহুল্য পরিমাণে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান পূর্ব্বক তাহারদিগের উৎপত্তির নিয়ম স্বতন্ত্র রূপে প্রচার করিয়াছেন।

উল্লিখিত অখাদ্য পশুগণের মধ্যে বিশেষত গোজাতি নিতান্তই অবধ্য বরং পূজ্যাস্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ গোজাতি অপর পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে বরং একান্ত নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, পরন্তু নিতান্ত স্বার্থ শূন্য হইয়াও বনের তৃণাহার ও অযত্ন সুলভ জলপান পূর্ব্বক সুহৃদ বান্ধবের ন্যায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ-জন্য প্রাণপণ সাধ্যে গৃহস্থের যথোচিত সাহায্য এবং প্রণয় পবিত্র ভাবে সদা সর্ব্বদা মনুজগণ সহ সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার প্রভৃত শৈশবাবস্থায় মানব বৃন্দ যাহার দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করে অধিকন্তু মনুজগণের যাবত্ত সুখাদ্য উপাদেয় পদার্থের উপাদেয়ত্ব জন্য একমাত্র গোরসই মূল কারণ অপিচ যখন স্বয়ং

জগৎপতি মানবগণের অপার মঙ্গলার্থ গোজাতিকে শান্ত প্রকৃতি তথা মানব প্রণয় বাধ্য স্বভাব অথচ মনুজগণ কর্ত্তৃক পরিপালনোপযোগিতা দ্বারা গোজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদনুসারে গো-জাতিও মানবদিগের অকৃত্রিম হিত ও মঙ্গলোন্নতি সাধনার্থ ব্যাকুল ও বাধ্য বটে তখন গো-জাতি যে মানবের অবধ্য ও আরাধ্য তাহাতে সন্দেহ কি আছে। ইত্যাদি সমালোচনাতেই গো-জাতি পশু হইলেও মনুষ্য বৃন্দের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ পরমহিতৈষী ও অদ্বিতীয় সহায় বিধায় তাহারদিগের লালন পালনে মানবগণ কর্ত্তৃক অনাদর ও অযত্ন নাহওয়াতিপ্রায়ে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারকেরা গো-জাতিকে দেবতা বর্ণন করাতেই অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতি মধ্যে যে গো-জাতি সমধিক অধিক আদর যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এতদ্দ্বারাও হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের কৃতজ্ঞতা দয়ালুতা ন্যায়পরতাদি ধর্ম্ম বৃত্তানুসারি সুধার্ম্মিকতা এবং সর্ব্ব প্রাণীতে সদ্ভাব থাকা প্রমাণ হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ কৃতজ্ঞতা বৃত্তির অনুশাসন ও উপদেশে প্রথমত সর্ব্বকর্ত্তা জগদীশ্বর যিনি চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট কলেবর এবং ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা জন্য অনন্ত রূপ রস গন্ধাদির সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ নানা বিপদ বিষাদে সমরক্ষক ও সর্ব্বাস্থান রূপে প্রতিপালক বরং সমস্ত মঙ্গলের একমাত্র নিদান সুতরাং তিনি পরম পিতা ও মাতা সম্পর্কে সর্ব্বাগ্রে পূজনীয় এবং বন্দনীয় বরং পরম প্রেমাস্পদ ও ভক্ত্যাস্পদ হয়েন, তৎপরেই গর্ভধারিণী যিনি প্রাণ সংশয় দারুণ কষ্টে আদৌ গর্ভে ধারণ পরে প্রসব করণাদি অশেষ উৎকট যাতনা ভোগ করিয়াও কুমিষ্ঠ সন্তান দৃষ্টে একেবারে সমস্ত যাতনা বিস্মৃত প্রত্যুত ঐ শিশুর মল মূত্রে আর্দ্র থাকিয়া বিনা ঘৃণায় লালন পালনে বাধিত হয়েন পরন্তু সন্তানের পীড়া হইলে যিনি স্বয়ং রোগির ন্যায় নিষ্ঠাচরণ পূর্ব্বক সন্তানকে জীবন সংশয় রোগ হইতে মুক্ত করেন তাঁহার এরূপ স্নেহ বিমুগ্ধ হওয়ার তাৎপর্য্যই এই যে জগদীশ্বরের মাতৃত্ব গুণই যেন মূর্ত্তিমতী স্নেহময়ী প্রতিমাকারে জননী হৃদয়ে অবস্থান

করেন, এজন্য পরম প্রকৃতি স্বরূপা গর্ভ ধারিণী মাতৃ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় অচল ভক্ত্যা-স্পদ এবং পরম পূজনীয়া হয়েন। অনন্তর জনক, যাঁহার শুক্রে দেহ লাভ হয় এবং যিনি বহু আয়াস সাধ্য পরিশ্রম ও মান। প্রকার অপমান গ্লানি ভৎ অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াও অর্থাহরণ ও তদ্দ্বারা সন্তান ভরণ পোষণ এবং সন্তানের ভাবি মঙ্গলার্থ তাহার বিদ্যা জ্ঞানাদি উপার্জ্জনোচিত উপায় নিরূপণাদি দ্বারা সন্তানের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলার্থি হয়েন, তাঁহারও এরূপ স্নেহ বিমোহ হওয়ার হেতু নির্দ্দেশ করিতে গেলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে পরাৎপর পরমেশ্বরের পাতৃত্ব গুণাংশ তাঁহারও অন্তরে বিরাজমান সন্দেহ নাই। অতএব পিতা সম্বন্ধে তিনিও পিতৃ দেবতারূপে পূজনীয় এবং সেবনীয় হয়েন, অতঃপর রাজা, যাঁহার সর্ব্বে সমদর্শী নিরপেক্ষ সুশাসনে ভয়ানক দস্যু তস্কর এবং অবৈধ স্বার্থপর বলবান দুর্জ্জন অথবা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কিম্বা ধূর্ত্ত বঞ্চক, খল কপট ছল চতুর প্রতারক তঞ্চক এবং লম্পটাদি দুরাচার দুর্ম্মতি লোকদিগের

হস্তগু মহাভয় হইতে পরিত্রাণ এতদ্ভিন্ন মহামারি দুর্ভিক্ষাদি অগ্নিদৈবিকাদি বিপদ নিচয় রক্ষা ঐরূপ রোগ শান্তিকর ঔষধ পথ্য, এবং বিদ্যা জ্ঞানাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবিধ হিত ও সমস্ত মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন সে রাজা. তাঁহারও প্রজা পালন সম্বন্ধে ঐরূপ সদাচরণ করার তাৎপর্য্যই কেবল জগৎপাতার পাতৃত্ব গুণাভাস প্রদীপ্তরূপে তাঁহার চিত্তাকাশে বর্ত্তমান থাকে এতদ্বিবন্ধন রাজাও পিতৃ সম্পর্কে ভূদেবতারূপে পূজ্যাস্পদ এবং মহামান্য বরং একান্ত কৃতজ্ঞতার স্থান হয়েন, যখন উল্লিখিত পূজ্যাস্পদগণ কেবল প্রতিপালন সূত্রে সকলেই পিতৃ মাতৃ সম্পর্কে পূজনীয় এবং সেবনীয় বটেন, তখন পশু হইলেও গোজাতি মাতার ন্যায় দুগ্ধ দ্বারা জীবন রক্ষা পিতার স্বরূপে ক্ষেত্রাকর্ষণ ও শস্যাহরণ পূর্ব্বক যে প্রতিপালন সম্বন্ধেই অকৃত্রিম সাহায্য করে. তাহারা মাতা পিতা রূপে পূজনীয় এবং কৃতজ্ঞতাস্পদ হইবেক না কেন ? এতাবতা সুখাদ্য হইলে যদি পিতৃ মাতৃ মাংস অদন করা অন্যায় ও অনুচিত হয় তবে সুখাদ্য

হইলে গোমাংস ভক্ষণ করাও ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণ! যে মানব সন্তানকে কোন গাভি আপন স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা পরিপালন ও জীবন রক্ষা করে, সেই মানবই ঐ ধেনুর ক্রোড় দেশ হইতে তৎবৎস আক্রমণ পূর্ব্বক হত করিয়া মাংসাহার করা ইহা হইতে অসাধারণ অকৃতজ্ঞতা ও অলোক সামান্য অন্যায় কুতর দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে। ধিক সেই মানবকে যে মানব কৃতজ্ঞতা ও তুলনা বৃত্তি তৎপর হইয়াও এরূপ অমানুষ নির্দ্দয়াচরণ এবং আপনার মানব পরিচয় প্রদান করে। হায়! হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা কিরূপ নিরপেক্ষ উদার চরিত্র এবং ন্যায়ানুগত সুকৃতজ্ঞ মহৎ মানব যাঁহারা কৃত উপকারে স্বীকা-রের জন্য অজ্ঞান পশুকেও দেবতারূপে গণ্য করিতে বাধিত হইয়াছেন। যদিও হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক-গণেরা এতদ্ব্যতীত ও এইরূপ আরো অসংখ্য নির-পেক্ষ সৎ ব্যবস্থা প্রনয়ণ করিয়াছেন কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তদ্বিস্তার বর্ণন করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম এবং এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ও সেরূপ নহে, যাহা হউক

এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য না করিয়া ঈশ্বর প্রীতি যুক্ত বৈজ্ঞানিক সাধুদিগের মুক্তি রসবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈজ্ঞানিক মহাত্মারা যখন কোন পুস্তক বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত অথবা কোন মানবাদিকে ঈশ্বরাবতার কিম্বা কথিত পুস্তক ও অবতার অনুমোদিত ভ্রান্তি সংকুল কুসংস্কারময় অর্থাৎ অসত্যকে সত্য অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞানে যে সমস্ত অলীক ও উপধর্ম্মের অবতারণা হইয়াছে তাহা এবং স্বর্গ কামনায় যাগ যজ্ঞ অথবা শরীর শোষক ব্রত উপবাসাদি তথা কল্পিত দেব দেবী অর্থাৎ ঐ অবতারাদির কল্পিত উপায় অনুষ্ঠান মাত্রকেই যাহারা একান্ত অমূলক ও অযথার্থ জ্ঞানে মান্য বিশ্বাস এবং স্বীকার ও গ্রাহ্য করেন না, এবং আপনাদিগকে নিতান্তই ঐ সকলের অনধীন বোধ করেন, পরন্তু যাহাবদিগের অন্তরে বাহিরে পাপ তাপের লেশ ও আন্দোলন মাত্র না থাকাতে একান্ত শুভ্র পবিত্র চরিত্র অথচ যাহারা কামের পরাভব জন্য অদম্য যৌবন কালেই পরম লাবণ্যময়ী নিরুপম রূপবতী তথা সঙ্গীত

সুতরাং তাঁহারা যে নিতান্তই আনন্দময় মুক্ত পুরুষ তাহা বলা বাহুল্য অপিচ যাঁহারা একান্ত নিষ্পাপ জন্য বিশুদ্ধ চরিত্র অথচ পার্থিব আশা কামনার বিরাম নিমিত্ত ঐহিক সুখ দুঃখে নিতান্তই বিগত স্পৃহ বিধায় সদা সন্তোষ ও শান্তি সঙ্কুল আনন্দরসে প্লাবিত থাকাতে সম্যক প্রকার ভয় চিন্তা বিবর্জিত অপিচ যখন অবিচ্ছেদে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম পীযূষ পান করেন তখন তাঁহারা যে প্রকৃত মুক্ত মানব তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহও হইতে পারে না, যেহেতু ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও ভয় চিন্তা বিহীন আনন্দই মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ যদিও স্বার্থ উদ্দেশ্য মাত্র বিনা অকপট ভালবাসাই প্রীতিবৃত্তির যথার্থ তাৎপর্য্য তথাপি চরিত্রের ঐক্য ভাবকেই প্রীতির দৃঢ় বন্ধন ও মিলনের মূল কারণ স্বীকার করিতে হইবেক এমত স্থলে যখন ন্যায়পরতাদি ঈশ্বর বিভূতির সহিত বৈজ্ঞানিক চরিত্রের ঐক্য প্রতিপাদন হইতেছে তখন বৈজ্ঞানিকেরা যে চারিত্রিক

ঐক্য ও অচল প্রীতির আকর্ষণে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কার লাভের বাস্তবিক অধিকারী তাহাতে বিতর্ক মাত্র নাই। পরন্তু ঈদৃশ প্রবলাধিকারী মানবেরা বাধা বিরহ বিনা অনুক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তনে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপৃত ও ব্যাকুল থাকাকেই মানবজন্ম ও জীবনের প্রকৃত সুখের নিদান ও সার উদ্দেশ্য বোধ করেন যেমন অতি কৃপণ নিকৃষ্ট স্বভাব মানবেরা অর্থ সংগ্রহ ও স্থিত করণ তথা বৃদ্ধির উপায় অনুষ্ঠানগত জল্পনাকেই মানব জন্মের সার্থক ও অত্যন্ত সুখকর বিবেচনায় দিনযামিনী তৎচিন্তায় লিপ্ত ও অস্থিরতাকেই জীবনের মুখ্য কর্ম্ম মনে করে অথবা প্রসিদ্ধ লম্পট যেমন একমাত্র কামিনী চিন্তাকেই যৌবনাবস্থার বাস্তবিক সুখজনক মূল কার্য্যজ্ঞানে অহোরাত্রি তদান্দোলনে লীন ও মগ্ন থাকে সেইরূপ বৈজ্ঞা-নিকেরাও ব্রহ্ম অনুষ্ঠানকেই মানব জন্মের চরি-তার্থতার হেতু ও নিত্য সুখের মূলীভূত কারণ বোধ করেন সুতরাং কেবল পরকালের মঙ্গলাশায় ইহারা ব্রহ্মসাধনে ব্রতী নহেন বরং পরকালের

সত্য মিথ্যার বিচার বিতর্কে লিপ্ত অথবা তদ্গত লাভ হানিতে দৃক্পাৎও করেন না।

অপিচ যখন মানব লক্ষণাক্রান্ত মনুজই অতি বিরল ও দুর্লভ তখন বৈজ্ঞানিক লক্ষণ যুক্ত প্রকৃত সাধক যে একান্তই সুদুর্লভ তাহা বলা বাহুল্য বরং নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। প্রত্যুত যখন ঈশ্বরাভিপ্রায় উদ্বোধক অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বিষয় বাসনা বিহীন একনিষ্ঠ একাগ্র প্রীতি ভিন্ন বৈজ্ঞানিক অধিকারের সম্ভাবনাই নাই এবং উক্তমত বুদ্ধি প্রীতি এক মানবাধারে সুসংযোগ নিতান্তই কাকতাল সংযোগের ন্যায় দৈবহস্তে নির্ভর, যেহেতু এতদুভয়ের একাধারে সুসংযোগ সম্বন্ধে প্রায়ই ব্যভিচার দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যেখানে প্রীতি সেইখানেই বুদ্ধি দুর্ব্বল এবং যেখানে বুদ্ধি প্রবল সেইখানেই প্রীতির খর্ব্বতা প্রতীয়মান হয় অতএব প্রথিত সমুজ্জ্বল বুদ্ধি ও অটল প্রীতির সুসংযোগ নিতান্তই মণিকাঞ্চন যোগ সন্দেহ নাই এমতস্থলে অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক আসঙ্গলিপ্সার চরিতার্থতা জন্য আপন তুল্য অধি-

কারী দ্বিতীয় সাধক অপ্রাপ্তে কায়ে কায়ে সর্ব্বগুণের গুণাধার একমাত্র পরমাত্মাতেই সর্ব্বান্তঃকরণ ও বিকা কর্ত্তনে স্বকীয় বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ ও স্থাপন করিতে বাধ্য হয়েন।

তৃতীয়তঃ করুণাময় পরম বন্ধুর অমল প্রীতি বিমল স্নেহ এবং নিরপেক্ষ দয়া বিকাশক জগৎ কার্য্য সমস্তের পর্য্যালোচন দ্বারা যখন উপাস্য উপাসকগত ভাব ও অর্থ অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য তখন তুল্য জাতি গ্রন্থকার কাব্যের ঐকমত্য ভাব কর্ত্তৃক যেমন মিলন ও সাক্ষাৎকার লাভ হয় সেইরূপ ঐক্যভাব নিবন্ধন বৈজ্ঞানিক হৃদয় দর্পণে পরব্রহ্ম ছবি বারম্বার উদয় উদ্ভাবন হইলেও দেহাদি সংসার প্রতিবন্ধক বশতঃ স্থায়ীরূপে স্থিতি অভাবে আবির্ভাব তিরোভাবের আস্পদ হয়, যেহেতু জটিল বিষয় চিন্তায় মনের একান্ত চাঞ্চল্য হেতু বৈজ্ঞানিক সমুজ্জ্বল হৃদয়াকাশ ও অনেক সময় একবারে তিমিরাচ্ছন্ন হইলেও বৈজ্ঞানিকেরা বিকল ও কুণ্ঠিত হয়েন না যেহেতু তাঁহারা বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন যে, দেহ

ও জীবন সত্ত্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জনিত সুধাময় পরম রসের অপ্রতিবন্ধক স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই। সে যাহাহউক এস্থলে পরমাত্ম সাক্ষাৎকার ও মিলন ঘটিত অমৃত রসাত্মক ভাব নিকরের মধ্যে সর্ব্বোপরি উচ্চতম দুই একটী প্রধান ঘটনার লক্ষণ করিতে বাধিত হইলাম।

প্রথমতঃ যৎকালীন বৈজ্ঞানিক অন্তঃকরণ সর্ব্বকলমষ বিবর্জ্জিত একান্ত পবিত্র অথচ জ্ঞান মন পরমাত্মধ্যানে নির্ব্বাত দীপের স্থির শিখার ন্যায় চাঞ্চল্য বিহীন এবং সুস্থির বরং বিমল জ্ঞান অমল প্রীতিভাবরূপ পূর্ণ চন্দ্রিমায় জ্যোতির্ম্ময় ও আলোক পূর্ণ থাকে তৎকালে বৈজ্ঞানিক প্রাণ মন জ্ঞান এবং চক্ষু মঙ্গল সঙ্কল্প জগন্নাথের কেবল নির্ম্মল স্নেহ ও অকপট প্রীতি মাখা উদার ভালবাসা কার্য্য সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে সমুৎসুক হয়েন এবং যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই মঙ্গলময় অথচ প্রীতিবিকাশক প্রভূত কার্য্য নেত্রগোচর হওয়াতে বৈজ্ঞানিক প্রেমসিন্ধু নিতান্তই উথলিয়া উঠে বরং প্রীতি ভক্তি এবং

কৃতজ্ঞতা রসে বৈজ্ঞানিক আত্মা প্লাবিত ও অভি-
সিক্ত হইলে, সমুহ প্রফুল্ল চিত্তে প্রীতিপূর্ণ পরমাত্ম
সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত সাতিশয় অধীর ও
ব্যাকুল হয়েন তদবস্থায় প্রেমময় পরমাত্মাও
স্বভাবিক ব্যাকুলতা সহকারে মাঙ্গিচঞ্চল অতি
গম্ভীর অর্থাৎ প্রেম রসাত্মক মাধুর্য্যভাবে বৈজ্ঞা-
নিক হৃদয়মঞ্চে প্রেমাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন. প্রেম-
ময়ের তৎকালগত ভগমগ ভাব দৃষ্টে বোধ হয়
যেন বাহুসমস্তরূপ হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন
প্রদানে উদ্যত তদ্দৃষ্টে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরম
প্রীতিভাবে আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হইতে থাকেন
তৎক্ষণাৎ হঠাৎ ইন্দ্রিয়গণ মনেতে মন বুদ্ধিতে বুদ্ধি
প্রজ্ঞানে এবং জ্ঞান পরমাত্মরূপ প্রেমহ্রদে এক-
বারে বিলয় ও বিময় হইয়া যান। যেমন স্তন্যপায়ী
বালক দীর্ঘক্ষণ পরে মাতৃ সন্দর্শন প্রাপ্তিমাত্র স্তন্যের
ভূমিদেশ হইতে মহা উল্লাসে ঝম্পন পুর্ব্বক মাতৃ-
ক্রোড়ারূঢ় হয় সেইরূপ বৈজ্ঞানিক আত্মাও চির-
বাঞ্ছিত পরমারাধ্য পরব্রহ্ম প্রদর্শন মাত্রেই পরম
উল্লাসে প্রলম্ফন পুরঃসর পরমাত্মারূপ প্রিয় বন্ধুর

ক্রোড়দেশ অধিকার করেন এবং সমাধিশূন্য হয়েন তৎকালে বৈজ্ঞানিক বস্তুতে ব্রহ্ম সত্তা ভিন্ন জীবাত্মার আকার চিহ্নমাত্র থাকে না, তখন অপর লোকেরা যদিও বৈজ্ঞানিক সাধককে নিশ্বাস রহিত দেখিয়ে তাঁহার অবস্থাকে মৃতাদির ন্যায় বুদ্ধি করেন বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাধক তখন বাস্তবিক সমাধিশূন্য সুষুপ্ত্যবস্থাতে এবং নিবিড় ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রে পীযূষপানদ্বারা একান্ত তৃপ্তিলাভ করিতে থাকেন ফলতঃ বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ পরমানন্দরসের অনুভব করেন তাহা কোন মতেই বাক্যায়ত্ত হইতে পারে না, যেহেতু সুষুপ্তিগত সুখ স্মরণ সিদ্ধ নহে এজন্য সুপ্ত উত্থিত মনুষ্য নিদ্রা জনিত সুখ ব্যক্ত করিতে অশক্ত, বাস্তবিক রস মাত্রেই নির্ব্বাচিত পদার্থ মধ্যে অপরিগণিত। অতএব যেমন কোন অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা কোন প্রৌঢ় যুবতীকে যদি প্রশ্ন করে যে, পতি সঙ্গ জনিত রস কিরূপ? তবে যেমন সেই যুবতী রস নির্ব্বাচন সুযোগ বিরহে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিতে বাধিত হয়েন যে পতি সঙ্গ হইলেই জানিতে পারিবে

বৈজ্ঞানিক সাধুদিগেরও সেইরূপ উত্তর প্রদান বিনা উপায়ান্তর নাই। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জনিত অনন্তভাব রূপ পরমানন্দ অহরহ অনুভব করেন, তাহা মূকের স্বপ্ন বৃত্তান্তের ন্যায় তাঁহারা আপনারাই উপভোগ করেন ভিন্ন অন্যের গোচর করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক সাধক যখন জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান জগৎপতির মাহান্ শক্তি ও জ্ঞান গর্ভ নানা প্রয়োজন সাধক একত্বসমস্ত বহু কৌশল যাহাতে জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের বিবিধ পরামর্শ মূলক অচিন্তনীয় জ্ঞান ও শক্তি অর্থাৎ এক মুখমণ্ডলস্থ অশেষ প্রয়োজন সাধক চক্ষু শ্রোত্র নাসিকা এবং রসনা বিষয়ক বিচিত্র কৌশল সমালোচন ও দৃষ্টি করেন, তখন দেখিতে পান যে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়গণেরা এক শোণিত শুক্রময় এক স্থলে স্থিত থাকিয়াও একান্ত বিপর্য্যয় প্রভেদ কার্য্য সম্পাদনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আপন আপন অধিকারোচিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, অথচ সীমালঙ্ঘন করিতে কাহারো শক্তি সাধ্য মাত্র নাই ইত্যাদি

অভাবনীয় অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান ও শক্তির আন্দোলন হইলে বৈজ্ঞানিকেরা নিতান্তই অতল-স্পর্শ বিস্ময় ও আশ্চর্য্যার্ণবে অবগাহন করেন, ও তদবস্থাগত বৈজ্ঞানিকের প্রাণ মন জ্ঞান এবং প্রীতি ঐক্যবাক্যে মহা শিল্পী জগৎস্রষ্টার শিল্প চাতুর্য্য ও নৈপুণ্য তথা- অতুল্য শক্তি ও অপার জ্ঞান বিষয়ে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে করিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি জন্য যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হয়েন, তৎকালে পরব্রহ্ম ও অতি গম্ভীরতম ভাবে ঈষৎ হাস্য বদনে বৈজ্ঞানিক হৃদয় সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সাধকের জ্ঞান গরিমার প্রসংশাবাদ করিতে বাধ্য হইলেও তাহা এবং স্বকীয় আনন্দ উল্লাস গোপন করিতে একান্ত যত্নশীল হয়েন, যেমন প্রাকৃত প্রাজ্ঞ পিতা স্ব সন্তানের জ্ঞান বিদ্যা অথবা সুজনতাদি সৎ গুণ দৃষ্টে আন্তরিক আনন্দ ও প্রফুল্ল হইলেও তাহা তনয় সকাশে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন না অথবা কোন সুপণ্ডিত পরম বিজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপকের আপন সুশীল সুবোধ সুপাত্র ছাত্র সমীপে শাস্ত্রীয় কোন উৎকৃষ্ট

বিশেষ প্রশ্নে ঐ ছাত্র তাহা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদানে সক্ষম হইলে যেমন সেই অধ্যাপক আপন প্রিয় ছাত্রের প্রতি আন্তরিক একান্ত সন্তোষ হইলেও বাহ্যে তাহা প্রকাশ করেন না, সেইরূপ পরম পিতা মহাজ্ঞানী পরমাত্মাও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তাহা সাধক সমীপে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন। তৎকালে বৈজ্ঞানিক সাধক সুশীল বিনীত ও বিনত্র ছাত্রের ন্যায় অধোমস্তকে উপবিষ্ট থাকিলেও আন্তরিক আহ্লাদে বিগলিত হয়েন। ফলতঃ এই সমস্ত পরম প্রার্থনীয় মহৎভাবের স্থায়িত্ব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ইহা কেবল সাধকের মনের মালিন্য দোষেই হইয়া থাকে। যেহেতু মন শরীর প্রতিবন্ধক হেতু অধিক সময় বিশুদ্ধভাবে থাকিতে পারেন না। অতএব মনোমালিন্য হইলেই আবির্ভূতভাবের তিরোধান হয়। বৈজ্ঞানিক সাধকদিগের এরূপ অনন্তভাব বর্ণন করিতে গেলে এইরূপ শত সহস্র পুস্তকেও শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব আর বিস্তার পক্ষে বিরত হইলাম।

যদিও মহাজ্ঞানী পরমাত্মা বৈজ্ঞানিক অসাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া আপন সন্তোষভাব সযত্নে গোপন করিতে ইচ্ছুক হয়েন বটে, কিন্তু তাঁহার আহ্লাদময় ভাবগতি দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অভিমত বৈজ্ঞানিক সাধক প্রাপ্তি জন্য পরমাত্মা ঐ সাধক হইতেও শত সহস্র গুণে অধিক পরিমাণে অধীর ও অস্থির থাকেন কিন্তু অপ্রাপ্তে মানবের ন্যায় পরিতাপিত হয়েন না যেহেতু জগৎ ব্যাপী জগৎ পতির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সাধুর একেবারে অভাব সম্ভাবনা অত্যল্প তাহা হইলেও অভিমত জ্ঞানী মানব প্রাপ্তি কামনায় তাঁহারও নিবৃত্তি নাই। যেহেতু প্রীতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সাধক তাঁহারও একান্ত সাধের ধন বটে এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয় যে, প্রেমময় জগৎপ্রাণও সমস্ত সৎগুণযুক্ত আপন প্রীতিপর প্রিয়সাধক অথচ পরম জ্ঞানী গুণগ্রাহক সুপাত্র সচরাচর দুর্লভ বিধায় সতত পাইতে পারেন না। অতএব যদি কদাচিৎ কাহাকে প্রাপ্ত হয়েন তবে আপনাকে সিদ্ধ কাম ও সফল উদ্দেশ্য বোধ করেন। যেমন

কোন শিল্পী আপন নির্ম্মিত বিশেষ কৌশলময় কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে যদি তাহা অভিলাষানুযায়ী প্রস্তুত হয়, তবে যেমন ঐ শিল্পী সকল মনোরথ হওয়াতে একান্ত আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েন সেইরূপ পরমাত্মাও অভিলষিত প্রকৃত মানব প্রাপ্ত হইলে পরমানন্দ নীরে অভিষিক্ত হয়েন। যেহেতু আপন অভিপ্রায় অনুসারী মানব প্রায়ই দুর্ঘট কারণ সমস্ত সদ্ গুণ একাধারে সুসংযোগ হওয়ার সম্ভাবনা একান্ত অসম্ভব। এতাবৎ প্রসঙ্গ হইতে জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক একটী পরম নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হইতেছে যে প্রস্তাবিত সাধক যিনি জগৎপতির অভিলষিত সমস্ত গুণে গুণি ও গুণগ্রাহক তাঁহার প্রয়োজন ও প্রাপ্তি উদ্দেশেই যেন এই প্রকাণ্ড কাণ্ড বিশাল জগৎ ও জগদন্তর্গত বিচিত্র রচনার সৃষ্টি করিয়াছেন বাস্তবিকও প্রীতি ও গুণের পুরস্কার এবং স্বার্থকতা প্রীতি পরায়ণ গুণগ্রাহক সাধক বিনা সম্ভাবনাই নাই, সুতরাং পরম গুণাকর প্রেমময় নিস্পৃহ জগৎপ্রাণ মনুষ্যের ন্যায় পার্থিব ইতর কামনা বিশিষ্ট না হইলেও

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সাধক প্রাপ্তি কামনায় বিরত নহেন, অতএব পাঠক বর্গ এমত মনে করিবেন না যে কেবল কাক বকের আবাসার্থ এই বিচিত্র জগতের রচনা হইয়াছে।

হে পাঠক ভ্রাতৃগণ! আপনারা বৈজ্ঞানিক সাধুর বিষয় ঘটিত নানা দুঃখ প্রসঙ্গ বারংবার শ্রুতিগোচর করিয়া বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া থাকিতে পারেন, অতএব তাহার পরিহার জন্য ঐ সাধকের পরমার্থগত পরমানন্দ ও নিত্য সুখ বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ বিবর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উক্ত সাধুর মুক্তিরস গত প্রস্তাব যাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বৈজ্ঞানিক সাধকের অমৃতময় নিত্যানন্দ ও পরম স্থায়ী সুখ বিদিত হইতে অবশিষ্ট থাকে নাই। তদ্ভিন্ন যখন মানবেরা মণ্ডলাধিপতি প্রাকৃত মানবরূপী ক্ষুদ্রজ্ঞানী সামান্য রাজদর্শন ও সম্ভাষণ লাভ করত মানবজন্ম ও জীবনের চরিতার্থতা জ্ঞানে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য বোধ করে, তখন সৃষ্টিস্থিতি লয়কর্ত্তা কৈবল্য মুক্তি প্রদাতা জগদন্তর্গত সমস্ত রাজার প্রভু ও পতি

অথচ জগতের নিয়ামক স্বরূপ মহা জ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ জগৎস্রষ্টা [illegible] [illegible] জগদধিপের সাক্ষাৎকার, এবং তাঁহার সদয় সম্ভাষণ লাভ করে, যে ভাগ্যধর মানব এবং জ্ঞানস্বরূপ আনন্দময় জগৎপ্রাণ পরম প্রাণ মন চিত্ত হইয়াছে যাহার প্রস্তুত [illegible] কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরেচ্ছার ঐকান্তিক দাসা ও একান্ত অধীন যে তাঁহার অনুপম ভূমানন্দ ও স্থায়ী সুখের উপমা জন্য উপমেয় দৃষ্টান্ত অন্বেষণ নিতান্তই নিষ্ফল বরং আছে না আছে সন্দেহের স্থল, যদি থাকে, তবে বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরাই অনুসন্ধান পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন পরন্তু ঐ অতুল্য সাধারণ মনুজবৃন্দের নিতান্ত [illegible] অকিঞ্চিৎকর আহ্লাদ ও সুখাস্বাদে পরমজ্ঞানী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিপাত মাত্র সম্ভাবনাই একেবারে বিরহ, কারণ যেমন পশু দিগের যৌবন সুলভ [illegible] আহ্লাদের প্রতি অবজ্ঞাকারী প্রভিন্ন আমোদ রত মানব গণের নেত্রপাত মাত্র হয় না যেমন কুকুরকণ্ঠস্থিত মুক্তাহার দৃষ্টে মনুজগণের ঈর্ষ্যা বিদ্বেষের সম্ভাবনা অত্যল্প কারণ

কুকুরগত তাচ্ছল্যতাই মুক্তাহার সম্বন্ধেও অবজ্ঞা-স্পদ হয় সেইরূপ সাধারণ জনপদের ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী পার্থিব সুখসম্পদের প্রতি ভিন্ন প্রণালী-গত সুখদুঃখ অনুভবকারী বৈজ্ঞানিক দিগের দৃক্-পাত মাত্র সম্ভাবনা নিতান্ত অসম্ভব, প্রত্যুত বৈজ্ঞা-নিকেরা যখন নীচপ্রকৃতি সাধারণ লোকের ন্যায় কাহারো নিকট দীনতা প্রকাশ করেন না, এবং নিতান্তই চাটুবাদ বিরত, তখন স্বাধীন প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক গণের নীচতা বা হীনতা মূলক দুঃখের সম্ভাবনাই নাই, যাহা হউক এপক্ষে আর বাগাড়ম্বর বিনা আরব্ধ পুস্তক সমাপন করণাশয়ে নাস্তিক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে শেষ উপদেশ প্রয়োগ করিতে বাধিত হইলাম।

হে নাস্তিক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলেই নিরবয়ব একেশ্বরনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশেষ ধর্ম্ম-লক্ষণ পুংখানুপুংখ রূপে শ্রুতিগোচর করিয়াছ এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছ যে, প্রস্তাবিত ধর্ম্ম কোনমতেই সাধারণ জন সমাজের উপযোগী অথবা সাধারণেরা সভ্য অসভ্য কিম্বা উত্তমাধম

জাতি বলিয়া অনধিকারী নহে, কেবল অসামান্য বুদ্ধি তথা অসাধারণ প্রীতি ঐরূপ অপর ধর্ম্মাঙ্গ-মূলক তাবৎ সৎসংযোগ একাধারে সুসংযোগ সম্ভাবনা অসম্ভব জন্য প্রস্তাবিত ধর্ম্মে সাধারণেরা অনধিকারী বরং জগন্নিয়ন্তার অব্যক্ত নিয়মানুসারে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন বিশেষ মনুজ বিনা কথিত ধর্ম্মে দন্ত স্ফুট করিতে কাহারো শক্তি সাধ্যমাত্র নাই পরন্তু উল্লিখিত বিশেষ মানব যদিও একান্ত দুর্লভ তথাপি প্রস্তাবিত ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট মহৎ মানব বিনা ধরণী একবারে কোন শূন্য কখনও থাকেন না, পৃথিবীর কোন না কোন অংশে ঐরূপ মহাত্মার সদ্ভাব থাকেই থাকে।

অপিচ যখন মহা মানব আকবর সাহা মুসলমান জাতিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তখন কথিত অসামান্য মানব সকল দেশ ও সর্ব্ব জাতিতেই আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর ভিন্ন নহে, কিন্তু একসময়ে একস্থানে ঐরূপ প্রবলাধিকারী মানব দ্বয়ের অভ্যুদয় নিতান্তই অসম্ভব প্রত্যুত প্রথিত অধিকারীগণ মধ্যেও প্রকার ও শ্রেণী ভেদ আছে অর্থাৎ

ঈশ্বর প্রীতিযুক্ত বিজ্ঞানময় অধিকারী এক সম্প্রদায়, শুদ্ধ বিজ্ঞান মূলক অধিকারী দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হয়েন, ফলতঃ প্রীতিযুক্ত বৈজ্ঞানিক দিগের প্রতি বেদনুষ্ঠিক ধর্ম্মে স্থিরতর থাকায় পক্ষে যেরূপ নিশ্চয় বিশ্বাস হইতে পারে কেবল বিজ্ঞান অস্ত্রে স্বাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ নীরস ধার্ম্মিক তাহার দিগকে তত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না কারণ এই সম্প্রদায়ী অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রের বহু দূরগামী হইয়াও পরব্রহ্মের অনন্ত আকার ও পরম সূক্ষ্মতা ধারণাতে অশক্ত হইয়া কেহ নাস্তিক কেহ বৌদ্ধ এবং কেহ বা অদ্বৈতবাদী হইতে বাধ্য হইবায় আপন উদ্‌যাপিত ব্রতে নিশ্চয়ই স্খলিত পদ হয়েন কিন্তু ঈশ্বর প্রীতিযুক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত অসম্ভব, কারণ তাঁহারদিগকে ঈশ্বর প্রীতিরূপ মহাগুরু স্বধর্ম্ম বিচলিত দোষ হইতে সতত রক্ষা করেন, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান পদার্থ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হওয়াতে যদিও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় অপরকে বুঝাইতে এবং স্বয়ং বুঝিতে মানবেরা

অধিকার প্রাপ্ত না হওয়ায় অন্যের নিকট নির্বাচন সম্ভাবনাই নাই তথাপি জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা যে বৈজ্ঞানিক বিশেষ মনুষ্যের জ্ঞান লব্ধ হৃদয় প্রত্যক্ষ বস্তু তাহাতে বৈজ্ঞানিক দিগের সন্দেহ মাত্র হইতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা স্বকীয় আত্মার ন্যায় পরমাত্মাকেও জ্ঞাননেত্রে দর্শন পাইতে পারেন, তদ্ভিন্ন যখন যাবত্ত জগৎ কার্য্যেই ঈশ্বর ও মানব জ্ঞানের বাহুল্য পরিচয় প্রদান করিতেছে অর্থাৎ অলৌকিক জ্ঞান সম্পন্ন স্বরূপজ্ঞানী জ্ঞানস্বরূপ জগদীশ্বর হইতে অনন্ত কৌশল ও বিচিত্র কার্য্যময় জগৎ নির্ম্মাণ, ঐরূপ গুণগত জ্ঞানি মানব জ্ঞানকর্ত্তৃক পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য্য এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বিচিত্র কৌশলময় বিবিধ যন্ত্র ও নানা সদুপায় তথা জনসাধারণের সুশৃঙ্খলা নিমিত্ত রাজনীতি ও ধর্ম্ম নীত্যাদি বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা যাহা রচনা হইয়াছে, উল্লিখিত উভয় প্রকার জ্ঞানাভাবে ইহার কিছুই উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা একবারেই ছিল না এবং নাই, এমত স্থলে যাহারা সেই অত্তিম সার পদার্থ জ্ঞানকে অমূল ও জড়জন্য অসার পদা-

র্থকে মূলজ্ঞানে জড়ের গুণই জ্ঞান এমত স্বীকার ও বিশ্বাস করে তাহারা স্ববশ চিত্ত ও স্বভাব বুদ্ধিতে বর্ত্তমান থাকা সামান্যবোধ মানবেরাও স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারে না অথচ মানবেরা স্বকীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষ না করিয়াও কেবল কার্য্য দ্বারা যখন আপন জীবনে বিশ্বাস করিতে বাধ্য তখন জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও সম্বন্ধ কৌশল এবং অনন্ত নিয়ম ব্যবস্থা দৃষ্টে অবশ্য বিশ্বাসাস্পদ সন্দেহ নাই অপিচ রস ও রসনা আঘ্রাণ ও নাসিকা এবং রূপ ও নয়ন সুস্বর ও শ্রবণ দ্বারা যে অপরিচিত বান্ধব হইতে প্রার্থনার পূর্ব্বে বিমল স্নেহ বিশুদ্ধ প্রীতি ও অনির্ব্বচনীয় ভালবাসাময় অনন্ত কার্য্য ও রস নেত্রগোচর হইতেছে সেই প্রেমময় জগৎ কারণ অতীন্দ্রিয় ও অদৃশ্য হইলেও ন্যায়পর সুকৃতজ্ঞ সাধক সম্বন্ধে তিনি যে একান্ত প্রীতি ও নিতান্ত কৃতজ্ঞতার স্থল এবং সম্পূর্ণ ভক্ত্যাস্পদ হয়েন, তাহা বৈজ্ঞানিক অধিকারী কেন, প্রবীণ প্রাজ্ঞ মনুজ মাত্রেই অস্বীকার করিতে পারেন না; বরং সুকৃতজ্ঞ প্রেমপূর্ণ সাধকেরা প্রত্যা-

ষিত ঈশ্বর ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বর সমীপস্থ হইতে অধিকারী এবং ঈশ্বর প্রীতিতে দৃঢ় সংস্কার বদ্ধ হয়েন প্রভৃত কার্য্য দৃষ্টে কারণ, কৌশল দৃষ্টে জ্ঞান, নিয়ম দৃষ্টে নিয়ন্তা এবং ব্যবস্থা দৃষ্টে ব্যবস্থাপক থাকা নিশ্চয় বিশ্বাস মূলক স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ইত্যাদি নিশ্চয় অনুভবাত্মক প্রবল ও অকাট্য যুক্তি উদ্ভাবন দ্বারা ঈশ্বর প্রীতিরূপ পরম সহায় বৈজ্ঞানিক সাধুকে স্বীয় ধর্ম্মে স্থিরতর রাখেন এস্থলে ইহাও জানাইতেছি যে যদ্যপি উল্লিখিত বুদ্ধি প্রীতি তথা ধর্ম্ম বৃত্ত্যাদি ও পবিত্র মন বিশুদ্ধ চিত্ত ইত্যাদি তাবৎ সৎ গুণের আপন আপন উপযোগী পরিমাণের সামঞ্জস্য বিনা পূর্ণা ধিকারী হইবার উপায় নাই অর্থাৎ যেমন নীরোগ তরুণ ছাগ মাংসে উচিত ও উপযোগী উপকরণ এবং ঝাল মসলা তথা লবণ ঘৃতাদি আপন আপন বিহিতাংশে সমান ও সমতুল্যরূপে বিভক্ত অথচ উচিত সুপক্ক হইলে যেমন এক অপূর্ব্ব উপাদেয় রসাত্মক হয় সেইরূপ বুদ্ধি প্রীতি ইত্যাদি যাবত সৎসংযোগ একাধারে সুসংযোগ হইলেই অপূর্ব্বত্ব

সিদ্ধ হয় তদ্ভিন্ন নিরবয়ব একেশ্বর নিষ্ঠ ধর্ম্মে কোন মতেই পূর্ণাধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা অসম্ভব বিনা নহে কিন্তু লক্ষণাক্রান্ত প্রস্তাবিত বুদ্ধি প্রীতি থাকা সত্ত্বেও কেহ অপর ধর্ম্মাঙ্গে খর্ব্ব হওয়া অসম্ভব নহে তাহা হইলে ঐ ন্যূনাতিরেক বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মাধিকারেরও গৌরব লাঘব এবং উত্তমাধম গণ্য হওয়া সম্ভাবিত বটে।

হে হিন্দু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ! বৈজ্ঞানিক বিশেষ ধার্ম্মিকের রীতি নীতি স্বভাব প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহার তথা সাধন প্রণালী ইত্যাদি ধর্ম্মাচরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করার তাৎপর্য্যই এই যে ঐ ধর্ম্ম মানবাবতার অথবা ঈশ্বর প্রেরিত মানবারাধনা ও ভক্তি এবং পৌত্তলিক ও কাল্পনিকাদি দোষ বিরহিত অথচ সম্যক প্রকার অজ্ঞান ও কুসংস্কার পরিশূন্য হওয়াতে একান্ত পবিত্র সুতরাং ঐ নিরবয়ব একেশ্বর নিষ্ঠ পরম ধর্ম্ম নিতান্তই অতর্কিত এবং বিশুদ্ধ প্রত্যুত পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ জনিত কৈবল্য মুক্তি মূলক প্রকৃত সত্য ও মূল ধর্ম্ম হইলেও অধিকারোচিত সৎসংযোগ বিহীনে সাধারণ জনসমাজ

ঐ ধর্ম্মে একান্তই অনধিকারী, এমতস্থলে জগন্নিয়ন্তার অব্যক্ত নিয়ম কৌশলে তদভিমতে বৈজ্ঞানিক লক্ষণযুক্ত যে অসামান্য সাধক ধরাতলে বর্ত্তমান থাকেন, অথবা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট জগৎ গ্রন্থ অনুমোদিত বিধি বিধান ভিন্ন মানব প্রচোদিত ভ্রমসঙ্কুল মত অভিপ্রায় এবং তাহারদিগের আদেশ উপদেশ ও নিষেধ বিধির নিতান্তই অনধীন ও অবাধ্য হওয়াই একান্ত সম্ভবপর বটে, পরন্তু ঈশ্বরও মুক্তি লাভ উদ্দেশ্য বিনা সাধারণেরা যে সমাজের অনুরোধ অথবা পার্থিব আশা কামনার পরতন্ত্রতায় অনন্য উদ্দেশে অবতারাদি অথবা কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা মূলক ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার সঙ্গে উক্ত বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণের কোনরূপ সংলিপ্ততা বা সম্পর্কমাত্র নাই সুতরাং ঐ বিশেষ ধার্ম্মিক সম্বন্ধে মানব সাহায্য সহায়তা নিতান্তই অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজন যেহেতু পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপা বলে তাঁহারা স্বয়ংই সমস্ত প্রতিবন্ধকের মস্তকে পদাঘাত করিতে সক্ষম, অতএব তাঁহারদিগের

ইষ্টানিষ্টপক্ষে সামান্য মানবের আন্দোলন চিন্তা অনর্থক ও অসার্থক ভিন্ন নহে. এজন্য সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় প্রবীণ প্রাজ্ঞ লোকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, বিশেষ ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক যাহাতে অজ্ঞান অবোধ সাধারণ লোকেরা আপন আপন-বিশ্বাসমতে আপন আপন অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে স্থিরতর থাকিয়া পরস্পর জাতি ও ধর্ম্ম ভেদে ঈর্ষা বিদ্বেষ পরবশতায় হিংসা মূলক নিন্দয় নিষ্ঠুরাচরণ না করে, বরং সধর্ম্ম বিধর্ম্মগত সাধারণ জনপদ সম্বন্ধে ভ্রাতৃ সম্পর্কে স্নেহ মমতার বাধ্য হয়, যাহা হইলে লোক সমাজের বিপদ বিবাদ বিদূরিত হইয়া অবনী মণ্ডল আনন্দময় স্বর্গধাম হইতে পারে. তদ্বিষয়ক সদনুষ্ঠানে কায়মনো বাক্যে লিপ্ত ও বাধ্য থাকেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

অপিচ সদয় চিত্ত পরম বিজ্ঞ যে, অসাধারণ মহৎ মানবেরা স্বদেশ বিদেশ অথবা স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ ভিন্ন সাধারণের মঙ্গলোন্নতির জন্য ব্রতপরায়ণ অথচ সাধারণের হিতার্থ অভিনব

উপায় উদ্ভাবন অথবা বিচিত্র কৌশলময় শিল্প যন্ত্রাদির আবিষ্করণ করেন, তাঁহারাই ঈশ্বরাভিমত মহৎ মানব বরং সমুচিত পুরস্কার ভাজন সন্দেহ নাই ইত্যবধানে সমস্ত জাতীয় প্রাপ্ত মানব মাত্রেরই জাতি ও ধর্ম্ম এবং স্বদেশ বিদেশ ভেদ নিরপেক্ষ হইয়া জাতি সাধারণের মঙ্গলার্থী হওয়া মানবোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

যদিও বৈজ্ঞানিক সাধক জগৎ পতির সম দৃষ্টিতে সমস্ত জগতেরই অকৃত্রিম বান্ধব এবং মঙ্গলার্থী বরং প্রাণিমাত্রেরই সুখ দুঃখের অংশী বটেন, তথাপি অনালাপী অদৃষ্ট ও অসম্পর্কীয় মানব হইতে আলাপ পরিচয় বাধ্য এবং জাতি ও বিষয় ঘটিত সম্পর্কে সম্পর্কীয় মানবগণের প্রতি সমধিক স্নেহ মমতা হওয়া মানব প্রকৃতি সিদ্ধ স্বভাব এতদর্থ যখন বৈজ্ঞানিক সাধকের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ জাতির সহিত নানা কারণে বাধ্য বাধক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকা অথচ ঐ জাতিত্রয় হইতেই বিশেষ বিশেষ উপকার পাওয়াতে বৈজ্ঞা-

নিক সাধক যখন ইহারদিগের নিকট অপরিশোধিত উপকার পাশে ঋণী বরং কৃতজ্ঞতা পাশে একান্ত বদ্ধ, তখন এতত্রয় জাতীয়ের বিপদ সম্পদ তথা সুখ দুঃখে অসম্পর্কীয় অপরিচিত জাতি হইতে বহু পরিমাণে অধিক লিপ্ত ও মুগ্ধ বরং অতি ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন ইহারদিগের আচার ব্যবহার এবং আচরিত ধর্ম্মের পরীক্ষা করাতে সক্ষম হইবায় এই জাতিত্রয়ের মঙ্গলোন্নতি সাধনার্থ এতত্রয় জাতিগত ধর্ম্ম লইয়াই এই পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং ইহার দিগের হিত কামনায় বিহিত উপদেশ প্রদানে যখন বৈজ্ঞানিকেরা কৃতসংকল্প তখন এই জাতিত্রয় গত প্রচলিত ধর্ম্ম মধ্যে যেরূপ ইষ্টানিষ্ট হইতেছে, তদুদ্ঘাটন পূর্ব্বক অহিত জনক অনিষ্টপাতের সংশোধন বরং একেবারে নির্ম্মূল মানসে বিশেষ উপদেশ ব্যক্ত করা শ্রেয় জ্ঞানে কথিত জাতিত্রয়ের ধর্ম্মময় সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হওয়াতে প্রকাশ হইতেছে যে, প্রথম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের চারিত্রিক মানসিক দোষ গুণই সাধারণ ধর্ম্ম ও সাধারণ লোকদিগের দোষী নির্দ্দোষী করিবার

প্রকৃত কারণ এজন্য এই জাতিত্রয়ের আদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গণের মানসিক উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মমূলক ভাব ভঙ্গির সমালোচনে মনোনিবেশ করিলাম।

মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাজ্য কামুকতা নিবন্ধন কল্পিত স্বর্গ সুখের লালসা প্রদান পূর্ব্বক আপন দলস্থ অসুর স্বভাব মানবগণকে বিপক্ষ দলনার্থ প্রোৎসাহিত করণাশয়ে পরম কারুণিক মঙ্গলসঙ্কল্প অথচ নির্ব্বিকার নিরভিলাষী জগৎকর্ত্তার মঙ্গলময় উদার অভিপ্রায়ের একান্ত বিরুদ্ধ ও নিতান্ত বিপরীত হইলেও স্বার্থ সাধন উদ্দেশে অসৎ মন্ত্রণা সিদ্ধ দারুণ নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর পক্ষপাতমূলক বিধি অর্থাৎ ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের প্রণীত ও প্রচারিত উপদেশ যে গ্রহণ ও মান্য করিবে না, তাহার শিরচ্ছেদ নিমিত্ত স্বয়ং জগৎপতিই ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের হস্তে তরবারি প্রদান করা এবং বিপক্ষ মর্দ্দন জন্য সম্মুখ যুদ্ধে পতন হইলে কজ্জলনয়না শত অপ্সরী সহ প্রত্যেক যোদ্ধার স্বর্গবাস হইবেক ইত্যাদি বহু প্রলোভনময় একান্ত কল্পিত অথচ আপন কু অভিসন্ধি সূচক আরো-

পিত প্রস্তাবাদিকে নিরাময় নিরঞ্জন সর্ব্বেশ্বরের আজ্ঞা ও উক্তি বলিয়া প্রকাশ করাতে স্বীয় দল- ভুক্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতি অসভ্য লোকেরা অবাধ্য জন পদের বিনাশ সংকল্পে দারুণ নির্দ্দয়াচরণ এবং অনিবার্য্য ভয়ানক বিবাদ কলহ ও অজস্র শোণিত পাতে নিমগ্ন ও উত্তেজিত হইয়া যার পর নাই অত্যাচার ও অনিষ্টাচরণ পুরঃসর অবনিকে প্রায় মানব শূন্য করত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের অভীষ্ট সাধন করাতে ঐ বিষম বিবাদানলদগ্ধ নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্রতে উত্তেজিত পাষাণ হৃদয় দৈত্যেরা বহু প্রাচীন কালে লোকান্তরগত হইলেও তাহারদিগের সন্তান পরম্পরাসূত্রে এপর্য্যন্তও অন্য জাতি অপেক্ষা মুসল- মান জাতিজাত মনুজেরা নিষ্ঠুর প্রকৃতি এবং অদম্য কলহ প্রিয়স্বভাব হয়ই হয়। এতন্নিবন্ধন মুসলমানেরা ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র এবং পিতৃব্য যে কত হত্যা করি- য়াছে, তাহার অন্তই নাই বরং পিতার অবমাননা করিতেও মুসলমান জাতির ন্যায় বোধ করি অবনী মণ্ডলে দ্বিতীয় জাতি নাই। প্রত্যুত পিতৃহত্যা পর্য্যন্ত মুসলমানকুলে দুর্লভ নহে। সুতরাং ধর্ম্ম প্র-

বর্ত্তকের দোষেই সংক্রামক রোগের ন্যায় কথিত দুর্নীতিময় দারুণ নিষ্ঠুর রোগ মুসলমান জাতি সাধারণে চিরকালের জন্য প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্তেই যেন মুসলমান জাতি সাধারণ সমূলে নির্ম্মূল এবং অধঃপতনে উন্মুখ হইয়াছে ও হইতেছে বরং মুসলমান জাতি যেরূপ প্রগলভও অসম্ভব উন্নতি সহকারে তৃণাগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বলিতরূপে দিক্‌দাহ পূর্ব্বক হঠাৎ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেরূপ আর কোন জাতিই হয় নাই. প্রকৃত যেই উত্থান সেই পতন এমত ঘটনাও অন্য জাতিতে ঘটে নাই, এরূপ হওয়ার হেতু নির্দ্দেশ করিতে গেলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে প্রস্তাবিত মহাপাপের জন্যই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অতএব হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ! এইক্ষণেও যদি তোমাদিগের জাতি সাধারণের নিমিত্ত ভাবি মঙ্গলোন্নতি বাঞ্ছা কর, তবে মঙ্গল স্বরূপ জগৎপিতা অথচ পরমন্যায়ীশ্বর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানদর্শী দয়াময় জগৎপাতার মঙ্গলময় ভাব বিরোধি আর্য্যাৎ একান্ত অভিমান শূন্য নিতান্ত নিস্পৃহ উদারজাতির সর্ব্বে-

শ্বর আপন উপাসনা ও মান্য ভক্তি তদর্থক যখন কোন নিয়ম স্থাপন করেন নাই। বরং একান্ত প্রতিকূলাচারি নিতান্ত বিদ্রোহি নাস্তিকদিগকেও প্রকৃত আস্তিকের সমভাবে প্রতিপালন করেন ভিন্ন তাহারদিগের প্রতিকূলে কুপিত হওয়া কোন কার্য্য দ্বারা প্রমাণ হইতেছে না, তখন তদারাধনা মূলক উপদেশ অমান্য ও অগ্রাহ্যকারী মানবের শির ছেদজন্য করুণাময় জগৎপতি স্বয়ং মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের হস্তে তরবারি প্রদান করণ প্রসঙ্গটি ঐ ধর্ম্ম প্রচারকের অভীষ্ট সাধন উদ্দেশ্য বিনা উদার স্বভাব ঈশ্বরের অনুমোদিত যুক্তিসিদ্ধ সত্য বলিয়া চিন্তাশীল প্রাজ্ঞ মানবেরা কদাপি স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারেন না, সুতরাং শিবসঙ্কল্প জগৎবল্লভের একান্ত অনভিপ্রেত অথচ মানব স্বভাবেরই নিতান্ত বিপরীত অতি কুৎসিত নিদারুণ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহারময় জঘন্য পাশবাচরণ হইতে কায়মনোবাক্যে বিরত পক্ষান্তরে ভিন্ন ধর্ম্মী অথবা ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ জনিত অন্যায় বিবাদ কলহে বিগতযত্ন হইয়া একেশ্বর

জাতি মনুজ মাত্রকেই ভ্রাতৃজ্ঞানে ন্যায় পরতাদি ধর্ম্ম বৃত্ত্যনুসারি ঈশ্বরানুমোদিত বিধি বিধানময় সদাচার ও সদনুষ্ঠানে একান্ত হৃদয়ে প্রবৃত্ত ও বাধ্য হও, অন্যথা পরম ন্যায়পর বজ্রমুষ্টি ভয়ঙ্কর শাসিতা সর্ব্বজ্ঞ জগৎপতির নিরপেক্ষ সুশাসন মূলক কোপাগ্নিতে বিদগ্ধ এবং ভস্মাবশেষ হইবে সন্দেহ নাই।

যদিও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা অব্যবস্থিত স্বেচ্ছাচারী ধূর্ত্ত স্বভাব অসভ্য মুসলমানদিগের ন্যায় নির্দ্দয় নিষ্ঠুরাচরণের প্রবর্ত্তনা করেন নাই বরঞ্চ অন্য ধর্ম্মাকুপিত মানব খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকের এক গণ্ডে প্রহার করিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দেওয়ার উপদেশ খৃষ্টধর্ম্ম পুস্তকে থাকাতে খৃষ্টধর্ম্ম দয়া এবং ক্ষমার পথেই যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা [illegible] মানবকে অব-তারত্ব ও ঈশ্বরত্ব অর্পাইতে এবং দলপুষ্টিকরণ অভিসন্ধিতে অধ্যবসায়শীল হওয়াতে প্রস্তুত আরাধ্য অবতার ইহুদী হস্তে দারুণ অপঘাতে লোকান্তরগত হওয়া কলঙ্ক অপবাদনাশে ধর্ম্ম-

মত সত্য সরল মার্গের একান্ত বিরুদ্ধ, অতি দুর্গম্য সূক্ষ্ম চাতুরি ও অভেদ্য কুহকময় কুটিলবর্ত্ম অবলম্বন পূর্ব্বক একান্ত অমূলক ও নিতান্ত আরোপিত দেবত্ববাদ ও বিবিধ অলৌকিক কল্পিত উপাখ্যানাদির রচনা ও তাহা ঈশ্বর উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধিত হইয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন রচিত গ্রথিত আদি দোষ নিবন্ধন খৃষ্ট ধর্ম্মিরা স্বভাবতঃ গুণী হইয়াও অন্যাপি কুহক ও চাতুরী ময় জটিল পথগামি হইতেই ভাল বাসেন, অপিচ খৃষ্ট-ধর্ম্ম পুস্তকে যদিও দয়া ও ন্যায়ের পথে আচরণ করণ জন্য দৃঢ় উপদেশ দেখা দৃষ্ট হয়, তথাচ অধিক সামর্থ্য অথবা স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুর প্রকৃতি কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক স্বার্থ সাধন ও ধনবৃদ্ধি করণ উপলক্ষে অনেক ইংরাজেরাই অন্যায় ও অন্যায্য নির্দ্দয় নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ও যে অধম কর্ম্মে তাহাদের লজ্জা ভয় মাত্র করেন না, তাহা নীলকর চাকর-দিগের মধ্যে অনেকের বরং কোন কোন মিশানরির প্রবর্ত্তিত ব্যবহার ও কার্য্য সূত্রে এদেশী ব্যাপ্ত হইতে অবশিষ্ট থাকে নাই। প্রভুত্ব ইংরাজদিগের

উপনিবেশ স্থলের আদিম জাতির দুর্দশা এবং উচ্ছন্নতাই এতদ্বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ, এতদান্দোলনে নিতান্ত পরিতাপিত হইয়া ইংরাজ ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ পূর্ব্বক প্রবোধ প্রদান করিতেছি যে তোমরা দৈহিক মানসিক এবং বুদ্ধি বলে নিতান্ত বলবান অপিচ ধনবল জনবলেও অনেক জাতি হইতেই প্রবল এমত স্থলে তোমরা অদ্ভুত কুহক ও চাতুরিময় অসভ্য পথের পথিক অথবা অন্যায় নিষ্ঠুরাচরণাদি কার্য্যে সমুৎসুক হওয়া নিতান্তই সভ্যতা ও বিজ্ঞতা বিরোধি কার্য্য সন্দেহ নাই পরন্তু এমত অসভ্যজনোচিত ব্যবহারে তোমারদিগের সতত সাবধান ও সতর্ক হওয়া একান্ত উচিত হইলেও তাহা দূরে থাকুক অধিকন্তু সাধারণের প্রাণধ্বংসন্ন পীড়াকর অসৎ কার্য্যে তোমরা সগর্ব্বে লীন ও মগ্ন হইলে তোমারদিগের শারীরিক মানসিক বল তথা বুদ্ধি বল ধন বল সকলই পুরস্কার বিহীন ঘৃণাস্পদ মধ্যে পরিগণিত এবং দীপ্তি হীন সৌন্দর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট কটু এবং একেবারেই গৌরব শূন্য হইবেক, ফলতঃ অদ্য কল্য তোমারদিগের

যেরূপ উন্নতাবস্থা তাহাতে তোমরা অভিমান অহ-ঙ্কার পরিহীন হইয়া ন্যায় পরতাদি সুপ্রবৃত্তানু-মোদিত সদয় ব্যবহার ও সদাচার তৎপর হইলে তোমরা অবনিমণ্ডলে অদ্বিতীয় সভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত বরং অতুল মর্য্যাদা এবং বিপুল গৌরব ও যশোলাভ করত সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বজয়ী হইতে পার অন্যথা দাম্ভিকতা পরবশ হইয়া মঙ্গল সংকল্প ঈশ্বরের অনভিপ্রেত নিষ্ঠুরাচরণ অথবা দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায্য বল প্রকাশ করিলে দর্পহারি-সর্ব্ব শক্তিমান্ বিশুদ্ধ ন্যায়পর পরম শাস্তা অন্ত-র্যামি পরমেশ্বরের অপ্রতিহত সুবিচারে যে নিস্তার নিষ্কৃতি নাই তাহা ফ্রেঞ্চ সম্রাটের অধুনাতন দুর্দ্দশা সমালোচন করিলেই হৃদ্বোধ হইতে পারে অথচ মদুক্তি নিশ্চয় প্রমাণে পরিণত হইবেক সন্দেহ নাই।

আমিগ হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা অশরীরী জ্ঞান-স্বরূপ একেশ্বর নিষ্ঠ ধার্ম্মিক হইলেও সাধারণের অনধিকার দৃষ্টে পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা পূর্ব্বক কাল্পনিক ধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু

কোন মানবকে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করেন নাই এবং ধর্ম্মময় সরল সত্য পথের বিরুদ্ধগামিও হয়েন নাই যদ্যপি পরবর্ত্তি মন্দ বুদ্ধি যাজক ব্রাহ্মণেরা বিপর্য্যয় অভিমান ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতা-মূলক ব্যবসায়াত্মক অশেষ ব্যভিচার প্রভৃতি মানবেতে ঈশ্বরাবতার স্বীকার ও মান্য করিয়াছেন বরং দৈহিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুস্বভাব বশতঃ উপধর্ম্ম এবং অপ ও উপদেবতা তথা ব্যবসায় মূলক বহু উপন্যাস কল্পনা করিতে ত্রুটি মাত্র করেন নাই. সুতরাং অধুনাতন হিন্দুদিগকে কাল্পনিক অথবা পৌত্তলিকের গুরুঠাকুর কিম্বা মহারাজা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় তথাপি অবতার ও পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের ন্যায় লোকবিমোহন অদ্ভুত কুহক অথবা চিকণ চাতুরিময় অবস্থা ও আরোপিত হেতু বিন্যাস করিতে বাধিত হয়েন নাই পরন্তু দেবতুল্য নিরপেক্ষ অভিমান শূন্য হিন্দু আদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের দূরদৃষ্টি সঙ্কুল পক্ষপাত হীন উদার নিয়ম ও ব্যবস্থা সূত্রে সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক একেশ্বর নিষ্ঠ বিশেষ ধর্ম্মানুসারী ধর্ম্মময় সদাচার

বিশিষ্ট হওয়াতে সাধারণ হিন্দু সমাজ ক্রূরতা অথবা নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতা দোষে দোষী না হইয়া বরং ন্যায়পরতাদি ধর্ম্মবৃত্তির অধীন হওয়াতে অন্য ভয়ঙ্কর জাতির ন্যায় পৃথিবীর উপদ্রবি এবং উৎপাতকারি মধ্যে পরিগণিত নহেন এবং ঈশ্বরও ধর্ম্মভীরু প্রকৃতি জন্য জাতিভেদে বিবাদ কলহ বিরত সাম্যাচারি নিরীহ স্বভাব হইবায় অপর ভয়ানক জাতি হইতে হিন্দুকুল ধরণীর প্রকৃত সহায় বরং সুশীল সন্তানরূপে নিতান্ত অন্তরঙ্গ মধ্যে গণ্য হয়েন এতন্নিবন্ধন সাধারণ ধর্ম্ম হইতে সাধারণ জনপদের নিমিত্তে যেরূপ হিত ও মঙ্গল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, আদি হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের গুণে তাহা নিতান্তই সিদ্ধ ও সফল হইয়াছে অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়গত সাধারণ ব্যবহার দৃষ্টে সপ্রমাণ হইতেছে যে হিন্দু সন্তানেরা ঈশ্বরাভিপ্রেত স্বরূপ ধর্ম্মানুসারী দয়া দাক্ষিণ্য তথা বাঙ্নিষ্ঠ সত্য প্রতিজ্ঞ এবং ন্যায়পর ও সুকৃতজ্ঞ অথচ বিপন্ন উদ্ধার ও শরণাগত পরিরক্ষণাদি সনাতন ধর্ম্মময় সমস্ত বিশুদ্ধ সৎগুণে অলঙ্কৃত ও বিভূষিত হও-

যাতে ধরাতলস্থ প্রায় জাতি হইতেই হিন্দুরা ঈশ্বরাদিষ্ট পিতৃ মাতৃ এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর ভক্তি তথা মান্য ও অধীনতা স্বীকার করণ ঐরূপ ভ্রাতৃস্নেহ এবং সজন পরিপোষণ প্রভৃতি আতিথেয়তাদি গুরুতর প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ সকলের অতিশয় অনুষ্ঠানরত থাকায় অনেক জাতি হইতেই যে হিন্দুরা সৎ ও সুধার্ম্মিক তাহা ইংরাজেরাও আপন প্রণীত ইতিহাসে প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকও হিন্দুরা শারীরিক মানসিক এবং ধনবলে দুর্ব্বল হইলেও কোন জাতির নিকটেই ধর্ম্মবলে হীনবল নহেন বরং হিন্দুরা সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মবলেই বলবান বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু ঈশ্বরও ধর্ম উদ্দেশে সহস্রহস্র হিন্দু অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্মলাভার্থ হিন্দুরা যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন বোধ করি অন্য কোন জাতিই তদ্রূপ ত্যাগ স্বীকার করেন নাই ইত্যাদি কারণে হিন্দুদিগকে নিরপেক্ষ মানব মাত্র ধর্ম্মবলে বলবান স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। ফলতঃ এইরূপ ধর্ম্ম-

বলেই হিন্দুরা দীর্ঘকাল হইতে রাজ্য ও রাজস্ব স্বভাব ও স্বাধীনত্ব ভ্রষ্ট ও পরিচ্যুত, প্রত্যুত নিদারুণ নিষ্ঠুর এবং একান্ত ক্রূর প্রকৃতি মুসলমান প্রভৃতি জাতি কর্তৃক প্রচণ্ডরূপে আক্রমিত ও নিগৃহীত বরং ধনে প্রাণে এবং মান ও সম্ভ্রমে বারংবার বিলুণ্ঠিত ও বিমথিত হইবায় হিন্দুকুল নিতান্তই ছত্র ভঙ্গ এবং শৃঙ্খলা শূন্য হওয়াতে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত হইয়াও এপর্য্যন্ত স্থায়িত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্যই কেবল ধর্ম্মবল ও সদাচরণের ফল সন্দেহ নাই, এতদ্ভিন্ন হিন্দু মহিলারা যে অনেক জাতীয় কামিনীগণ হইতে অপেক্ষাকৃত ব্যভিচার দোষ বিরহিতা এবং একান্ত পতিব্রতা ও নিতান্ত অনুগতা তাহারও তাৎপর্য্য আদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের ধর্ম্মমূলক সু নিয়ম ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না। সে যাহা হউক এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্যে বিরত হইয়া উল্লিখিত জাতিত্রয়ের পরকালগত সিদ্ধান্ত সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানদিগের পরকালিক মীমাংসা পর্য্যালোচন ও পরীক্ষাতে

বিদিত হইতেছে যে পরকাল সম্বন্ধে এতত্রয় জাতীয়েরাই ভয় সঙ্কুল বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর নরকাদির কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু হিন্দুরা প্রস্তাবিত রূপে কল্পনা পরবশ হইয়াও তিরস্কার পুরস্কার দ্বারা চরিত্র সংশোধনার্থ সম্পূর্ণ উপযোগী জন্ম জন্মান্তর রূপ যে সদুপায়ের কল্পনা করিয়াছেন, যাহা মঙ্গল সঙ্কল্প করুণাময় জগৎ পিতার নির্ম্মল স্নেহ বিমল দয়া এবং অমল প্রীতি বিকাশক সমূহ নিরপেক্ষ ও একান্ত ক্ষমঙ্কর কার্য্য সমস্ত দৃষ্টে যে নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে বোধ করি তাহাতে চিন্তাশীল মানব মাত্রেই প্রতিবাদ করিতে পারেন না, কারণ প্রথিত জন্ম জন্মান্তররূপ সুকৌশলময় নিয়মদ্বারা মনুজ বৃন্দের চরিত্র সংশোধন হইয়া ঈশ্বর ও মুক্তিলাভের অধিকারী হওয়া একান্ত সম্ভবপর বটে, অথচ তাহাতে উঁহার চরিত্রে মঙ্গল সঙ্কল্প জগৎ পিতার ন্যায়পরতাদি বিভূতি তথা পিতৃত্ব ও পাতৃত্বের দোষ স্পর্শ মাত্র হয় না, কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের পারকালিক মীমাংসা মঙ্গলময় জগৎ পিতার পিতৃত্ব ও উঁহার ঈশ্বরত্ব তাদের

একান্ত বিপরীত তাল বিহীন অসংলগ্ন রহস্য জন্য নিতান্তই যুক্তি বিরুদ্ধ কারণ তাহারা যে লোকান্তরগত জীব সমস্ত বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিন সাপেক্ষে বপু বিহীনতায় দীর্ঘকাল স্থান বিশেষে অবস্থিতি হওয়া এবং নিরূপিত দিবসে বিচার স্থানে আনীত হইলে অরূপী অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বজ্ঞ জগৎ পতি বিচারাসনে সমাসীন হইয়া ঐ সমস্ত কলেবর হীন জীব সমস্তকে সুখ দুঃখ অনুভব নিমিত্ত নূতন দেহ পরিগ্রহ করণ পূর্ব্বক স্বয়ং জগন্নাথ আপন নিয়োজিত দূত দ্বারা প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণান্তর বিচার করিবেন ঐ বিচারে যাহা-দিগের অপরাধ স্থিরীকৃত হইবেক তাহারদি-গকে অনন্তকালের জন্য অগ্নিময় নরকে নিক্ষেপ করিবেন, ইত্যাদি প্রলাপ ও জল্পময় মীমাংসাতে আদৌ সর্ব্বেশ্বরের নিরবয়বত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব রক্ষা পায় না যেহেতু মানবের ন্যায় বিচারাসনে সমাসীন হইয়া প্রমাণ গ্রহণান্তর বিচার বাধ্য হইলে প্রস্তাবিত ঈশ্বর বিশেষণ সকলের তাৎপর্য্য কিছুই থাকে না দ্বিতীয়তঃ অপরাধী জীব-

দিগকে চিরকালের জন্য নরকে অর্পণ করিলে চরিত্র সংশোধনার্থ দণ্ড না হওয়াতে জগৎ পিতার উপযোগী দণ্ড না হইয়া বরং পরম শত্রুর ন্যায় বৈরনির্যাতন স্বরূপ নিতান্ত অপ অনুষ্ঠান কৃত হয় সন্দেহ নাই। কি চমৎকার ভ্রম, পরম পুরাতন মহাজ্ঞানি জগন্নাথ যিনি মহৈশ্বর্য্য বতী রাজ প্রাসাদ বাসিনী মহারাজ্ঞী এবং ভগ্ন পত্র কুটীর অব-স্থিতা পরম দুঃখিনী কামিনীকে সন্তান প্রসব জন্য এক নিয়ম বদ্ধ করত উভয়ের নিরূপকতা ঐরূপ আস্তিক নাস্তিককে অপ্রভেদ প্রণালীতে পরিপালন পূর্ব্বক আপন নিরভিমানিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন অথচ জগৎ পাতা ও পিতা বরং অকৃত্রিম জগৎ বান্ধব হইয়া একান্ত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য হীন দণ্ড যাহা অল্প বোধ স্বেচ্ছাচারী অব্যবস্থিত আমোদ প্রিয় অথচ নিষ্ঠুর ও গর্ব্বিত স্বভাব নররূপী সামান্য নৃপেরাও অনুমোদন করিতে পারে না অথচ তদ্রূপ অসার্থক অন্যায় বিচার জগৎ পিতা হইতে হওয়া বোধ করি সুবোধ বালকেরও উপহাসের বিষয় যেহেতু পরম প্রবীণ সর্ব্বজ্ঞ জগৎ পিতা

অনন্ত কালের জন্য নরক যন্ত্রণা প্রদাতা হইলে যেন কতক গুলি মহাপ্রাণীকে আপন (কৌতূ-হলাক্রান্ত চিত্তের বিনোদনার্থ) সৃষ্টিকরা স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মার ন্যায়পরতা অথচ পুরাতনত্ব প্রবীণত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব তথা ক্ষমা ও দয়ালুত্ব এবং জগৎ পিতৃত্বাদি ঈশ্বরত্ব গুণে যার পর নাই, অপবাদ ও কলঙ্ক অর্শে সন্দেহ নাই। অতএব এরূপ হেতুঁ বিন্যাশ মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান ভিন্ন অন্য প্রাজ্ঞ মানবেরা স্বীকারও বিশ্বাস করিতে পারেন না। ফলতঃ ইহা সামান্য বিস্ময় জনক ব্যাপার নহে যে এরূপ শক্তি হীন অলয় প্রলাপ উক্তির প্রতি পরম বিজ্ঞ ইংরাজেরাও বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন পরন্তু মনুজ উৎপত্তির প্রচলিত প্রত্যক্ষ নিয়মের অন্যথা পূর্ব্বক বিচার কালীন অস্বাভাবিক রূপে অপরাধীগণকে অভিনব দেহ পরিগ্রহ করান অপেক্ষা জন্ম জন্মান্তর রূপ নিয়ম কর্তৃক কলেবরের পরিবর্ত্তন হইয়া চরিত্র সংশোধন হওয়ার পক্ষে সৃষ্টি জনিত প্রত্যক্ষ নিয়মের একান্ত উপযোগী

নিমিত্ত পরকালের জন্য জন্ম জন্মান্তর রূপ প্রসিদ্ধ নিয়মই ব্যবস্থা সিদ্ধ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন চরিত্র সংশোধন উদ্দেশ্য বিনা অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ হইলে জগৎ পিতা জগন্নাথের কিরূপ ইষ্ট সাধন সিদ্ধ হইতে পারে তাহা মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্মিরাই বলিতে পারেন। এতাবতা প্রায় জাতিগত সাধারণ ধর্ম্ম হইতেই যে হিন্দু সাধারণ ধর্ম্ম যুক্তি সিদ্ধ বিশুদ্ধ এবং সাধারণের একান্ত উপযোগী ও উৎকর্ষ তাহাতে বিতর্ক মাত্র নাই।

হিন্দুদিগকে বাঙনিষ্ঠ সত্যবাদী বর্ণন করাতে বঙ্গীয় হিন্দুগণের অনৃতাচরণ দৃষ্টে বিপক্ষেরা ইঙ্গিত নয়নে কটাক্ষপাত করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু বহু বিস্তৃত হিন্দুকুলের তুলনায় বঙ্গীয় হিন্দু সংখ্যা অত্যল্প প্রত্যুত যদিচ দৈহিক দুর্ব্বল ভীরুস্বভাব জীবন প্রিয় মনুষ্যেরা বোধাধিকারে প্রবল হইলেই এরূপ দোষের আশ্রয় নিবন্ধন বঙ্গীয় হিন্দুরা প্রতারণাদি মিথ্যাচরণে অগ্রগণ্য হইবায় অকলঙ্ক হিন্দুধর্ম্ম কলঙ্কিত ও ব্রীড়ান্বিত হইয়াছেন তথাচ বঙ্গীয় হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম্মগত অন্য

সদ্গুণে বঞ্চিত নহেন, বরং ঈশ্বর ও ধর্ম্মভয় বাধ্য এবং দয়াদি গুণযুক্ত নিরীহ প্রকৃতি হইবায় ধর্ম্ম ভেদে বিবাদ কলহ বিরত জন্য অপর ভয়ঙ্কর জাতির ন্যায় নির্দ্দয় নিষ্ঠুরাচরণে অশক্ত প্রযুক্ত হিন্দুরা অন্য ভয়ানক জাতি হইতে ধরিত্রীর একান্ত উপযোগী ও আদরণীয় বটে, ফলতঃ বঙ্গীয় হিন্দু-গণের কথিত দুর্নীতির নিরসন হওয়া অত্যাবশ্যক অতএব হে বঙ্গীয় হিন্দু ভ্রাতৃগণ! প্রাচীন আর্য্য সন্তানগণের একান্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধ অমার্জ্জনীয় মহাপাপের নিরাকরণ জন্য তোমরা প্রগাঢ় যত্নশীল হও, নচেৎ পবিত্র হিন্দু ধর্ম্ম নিতান্তই কলঙ্ক পঙ্কে মগ্ন হইতেছে এবং হইবেক, অথচ তোমরাও ইহ পরকালে অবিশ্বাসী ও ঘৃণিতরূপে তিরস্কৃত বরং অতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষত ক্ষিতি জল অনিল অনল এবং উষ্ণতা দোষে শারীরিক দুর্ব্বল সাহস হীন মনুজগণের ধর্ম্মবল ভিন্ন অন্য বলই নাই, ইত্যবধানে তোমার-দিগের কায় মনো বাক্যে ধর্ম্মাশ্রয় হওয়াই উ-চিত ও সঙ্গত সদুপায় তদ্ভিন্ন অপর জাতির নিকট

জয়ী হওয়ার জন্য উপায়ান্তর মাত্র নাই। এস্থলে ইহাও জানাইতে বাধিত হইলাম যে হিন্দু মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মদীয় প্রস্তাবের প্রমাণার্থ যদি কেহ অনুসন্ধান করেন, তবে প্রদেশীয় রাজ কারাগার সমস্তে কোন্ জাতীয় কত মনুষ্য কি অপরাধে দণ্ডনীয় হইয়াছে তদ্বিষয়ক নির্ঘণ্ট ও পরীক্ষা করিলে মদুক্তি নিশ্চয় প্রমাণে পরিণত হওয়ারই একান্ত সম্ভব। অতঃপর নাস্তিক ভ্রাতাদিগকে শেষ প্রবোধ প্রয়োগ দ্বারা পুস্তক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করা শ্রেয় জ্ঞানে তাহাতেই লিপ্ত হইলাম।

হে নাস্তিক ভ্রাতৃগণ! বৈজ্ঞানিক সাধুর পরমার্থগত ভূমানন্দ এবং স্থায়ী অনন্ত সুখময় বৃত্তান্ত কর্ণগোচর করিলেও অতিক্রমণ জন্য বোধ করি বিশ্বাসাস্পদ না হইলেও হইতে পারে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকদিগের ভ্রুক্ষেপ মাত্র সম্ভাবনা নাই। যে হেতু অন্যের অবিশ্বাসে স্বকীয় অনুভবকৃত সুখের অপলাপ হইতে পারে না। পরন্তু মূর্খ পণ্ডিতের, মিথ্যাবাদী সত্যবাদীর এবং অসতী সতীর, কৃপণ দাতার, আন্তরিক জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বলতা তথা

উদার নির্ভীক স্বাধীনতাদি মহৎ গৌরব ও দীপ্তি সঙ্কুল ভাবরূপ পরম রসের আস্বাদন অনুভব করিবার সম্ভাবনা বিরহে যদিও প্রস্তাবিত অননুভূত রস স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারে না কিন্তু তাহাতে যেমন পণ্ডিত প্রভৃতির বাস্তবিক সুখ অযথার্থ ও মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা কোন মতেই নাই, সেইরূপ অভুক্ত রস নাস্তিকের অবিশ্বাসেও প্রকৃত আস্তিকের মুক্তিগত পরমানন্দ কোন প্রকারেই অনৃতগণ্য হইতে পারে না। হে নাস্তিক ভ্রাতাগণ! যদি এই পুস্তক বিরত বৈজ্ঞানিক লক্ষণযুক্ত অনেক মহাত্মাকে সংগ্রহ করিতে পার, তবে এই পুস্তকগত সমস্ত বিষয়ই নিশ্চয় প্রমাণে প্রমাণীকৃত হইতে পারে। পরন্তু মানবরূপী অবতার উপাসনা ও পৌত্তলিকাদি সাধারণ ধর্ম্মানুমোদিত ভ্রমাত্মক ক্রিয়া কলাপ এবং যাগ যজ্ঞ ব্রতোপবাসাদি অযৌক্তিক কার্য্য তথা অবতার-রূপী-মানব ও কল্পিত দেব দেবী অর্চনা দৃষ্টে সাধারণ ধর্ম্মি জনগণ সম্বন্ধে নাস্তিকেরা উপহাস নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও একবার করিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা যখন সাধা-

রণ ধর্ম্ম ও সাধারণ জনসমাজের আচার ব্যবহারের একান্ত অনধীন এবং নিতান্ত অবাধ্য তখন নাস্তি-কদিগের ব্যবহার প্রণালীর সঙ্গে অধিক ভেদ বৈশম্য সম্ভবপর নহে, কেবলমাত্র জগৎকারণ পরাৎপরের অস্তিত্ব স্বীকার ও তৎপ্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করা ভিন্ন অন্য প্রভিন্নতা মাত্র নাই, যে হেতু বৈজ্ঞানিকেরাও প্রকৃতিগত নিয়মানুসারী প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারবাধ্য এবং নাস্তিকেরাও প্রকৃতিবিকৃত কার্য্যে ক্ষমবান নহে, বরং বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে প্রাকৃত রাজশাসন অথবা সমাজ কর্তৃক যথোচিত তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর, তবে নাস্তিকেরা প্রকৃতি অনুমোদিত কার্য্য করিয়াও মানবোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরাভিপ্রেত ধর্ম্ম জ্ঞানে তাহা করিয়া থাকেন। ফলতঃ হে নাস্তিক ভ্রাতৃগণ! তোমারদিগের ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্বে অনাস্থা প্রযুক্ত বহু বিপদ-সঙ্কুল কুটিল সংসারের উপস্থিত বিপদ বিঘ্ন কালে দৈবাশ্রয় অভাবে তোমরা একেবারেই আশ্রয় ও অবলম্বন

স্থান পরিহীনতা জন্য যারপর নাই ব্যস্ত ব্যাকুল এবং অপরিহার্য্য দারুণ জ্বালা যন্ত্রণায় সতত সমাকুল হইতে বাধ্য হইয়া থাক। পরন্তু তোমরা পরকালগত নিত্য সুখাশায় বঞ্চিত ও নিরাশ থাকাতে সমুদায় জীবিত কালই মৃত্যু ভয়ে জড় শড় বরং অবিরল উৎকণ্ঠার সহিত জীবন ধারণ এবং আসন্ন মরণকালে একান্তই নৈরাশ্য পঙ্কে মগ্ন অথচ সন্তান পরিবার ও বিষয় ঐশ্বর্য্যের বিরহ জনিত মোহে একান্ত আক্রান্ত হইয়া দারুণ শোকাবেগ জন্য নিতান্ত অনুতাপের সহিত মানবলীলা সম্বরণ করিতে বাধিত হও, বরং তৎকালে অনেক নাস্তিক জগৎকর্ত্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস ও সাধন বিমুখ মহা পাপ শঙ্কায় বিশম পরিতাপিত হইতে শুনা গিয়াছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রকৃত আস্তিক বিষয় বাসনা বিহীন পবিত্র জ্ঞান ও বিশুদ্ধ চরিত্র প্রভাবে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ জনিত পরমানন্দ নীরে সতত অভিষিক্ত থাকেন এবং প্রেমময় পরম বন্ধুকে পিতা মাতা সুহৃদ মিত্র অথবা সখা বান্ধবরূপে পরম সহায়

প্রাপ্ত এবং একান্তই তদিচ্ছাধীন জীবন ধারণ করাতে জীবিতকালে উপস্থিত বিপদকে বিপদ বোধই করেন না, প্রত্যুত মৃত্যু-শয্যায় অবস্থান করিলেও একান্ত নির্মোহ প্রযুক্ত শোক তাপের লেশ মাত্র অনুভব বিনা পরকালগত বাধাহীন পরমানন্দ ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার এবং পরম শান্তি প্রত্যাশায় মহানন্দে লোকান্তর যাত্রা করেন, এ মত স্থলে তোমরা যদি মহাত্মা বৈজ্ঞানিককে ভ্রমান্ধক জ্ঞান বিশিষ্ট বোধ কর, তাহাতে বৈজ্ঞানিকদিগের ক্ষোভ মাত্র হইতে পারে না যেহেতু ভ্রম পরবশ হইয়াও যদি কেহ প্রস্তাবিতরূপ নিরাপদ ও অতর্কিত আনন্দ অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তবে তিনি যে ইহ পরকালে তোমারদিগ হইতে শত সহস্রগুণে নিরাপদ ও স্থায়ী সুখস্বরূপ সম্পদে অত্যন্ত আনন্দিত থাকিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইত্যবধানে তোমারদিগের অন-লের দুঃখ সন্তাপে একান্ত অভিভূত হইয়া অনুবোধ করিতেছি যে, প্রগাঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করিতে

সম্বন্ধিক অভিনিবেশ পূর্ব্বক একান্ত যত্নশীল হও যদি সৌভাগ্য-বলে এবং করুণাময় ঈশ্বরের অনুকম্পায় পরিত্রাণ হেতুভূত পরব্রহ্ম অনুভব সিদ্ধ হয় তাবে তোমরা বিগত মোহ হওয়া অসম্ভব নহে তাহা হইলে তোমারদিগের ঐহিক পারমার্থিক সমস্ত বিপদ বিঘ্ন ও জ্বালা যন্ত্রণা নিঃশেষে পরিশেষ হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর বটে।

যদ্যপি নাস্তিক মত খণ্ডন ও নাস্তিক প্রবোধ এবং জগদীশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন ও মহিমা কীর্ত্তন ও স্বরূপ নিরূপণ তথা প্রীতিভাব নির্ব্বাচন প্রভৃতি পরমেশ্বর ও তদ্গত ধর্ম্মে প্রবৃত্তি সাধক অথচ অহঙ্কারাদি রিপু দমনার্থ মায়াময় সংসারের অনন্ত বিপদ ও অনিত্যতা এবং অলীক সম্পর্ক ও ক্ষণ ভঙ্গুরতা প্রদর্শন পরন্তু বৈজ্ঞানিক বিশেষ ও সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষণ ও অধিকারী নির্ণয় বরং সাধন প্রণালী এবং যুক্তিরস পর্য্যন্ত বিবর্ণন অপিচ প্রভিন্ন-জাতি-গত প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্মের দোষ গুণ পরিশোধক সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলময় উপদেশ ইত্যাদি সাধারণ-হিত-সাধন-সাধ্য প্রকৃত

ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রায় তত্ত্বেরই স্থূল স্থূল মুল মুল সংক্ষেপ বিবরণ আরব্ধ পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত ও বিবৃত হইবায় যে উদ্দেশে এই পুস্তক অবতারণা হইয়াছে, তাহার সফল ও সিদ্ধ হওয়াতে প্রক্রান্ত পুস্তক সমাপ্তি সীমায় উপনীত হইলেও উপসংহারকালে একটী ভয়ানক শোকাবহ অথচ দারুণ বিলাপময় গুরুতর সাজ্বাতিক প্রস্তাব-ঘটিত চুম্বক বৃত্তান্ত প্রকটন বিনা মৌনাবলম্বন অথবা লেখনিকে বিশ্রাম প্রদান করা বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম-সিদ্ধ সঙ্গত কার্য্য হইতে পারে না যেহেতু সাধারণ জনসমাজের সম্পদ বিপদ ও মঙ্গলামঙ্গল আন্দোলন ও পর্য্যালোচনা করা এবং তদর্থ ব্যাকুল ও ব্যস্ত হওয়া বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি-সিদ্ধ-স্বভাব পরন্তু জীবিত পুত্র বিচ্ছেদ ও খণ্ড বিয়োগ শোক সন্তপ্ত ও সন্তপ্তা পিতামাতাদিগের হৃদয়-বিদীর্ণকর গগনস্পর্শী ভয়ঙ্কর ক্রন্দন ধ্বনিতে দয়াদ্র প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকেরা নিতান্তই বিগলিত হইয়াছেন, সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয়ের শান্তি অভিপ্রায়ে লেখনি ধারণ করিতে বাধিত হইলাম।

বক্ষ্যমাণ বিষয় এই যে, ঢাকা নগরের অন্তঃপাতি বিক্রমপুর অঞ্চলে নবীনা ও প্রবীণা অনেক ভদ্র মহিলা কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ ভ্রাতৃপুত্র, কেহ বা ভগিনীপুত্র, কেহ জামাতা, কেহ পৌত্র, কেহ বা দৌহিত্র ইত্যাদি জীবিত অথচ শরীরলগ্ন স্নেহান্বিত অতি প্রিয়তর সন্তান ও সন্তান নির্বিশেষ বালকদিগকে জন্মের মত হারা হইয়া চিরবিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলন সম্ভাবনা বিরহে দারুণ অগ্নিময় শোক সন্তাপে মৃতবৎ বিচেতনা ঐরূপ পিতা পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ সহোদর, মাতুল এবং পিতামহ মাতামহ প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা বহুকারণময় অদম্য শোক যন্ত্রণায় মৃতকল্প জীবনসংশয় হইয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ জীবিত অপত্যগণের চিরবিচ্ছেদ দ্বিতীয়তঃ ঐ তনয়গণ হইতে পার্থিব প্রচুর মঙ্গলাশার নিরাশ, তৃতীয়তঃ বহু কষ্ট ও গ্লানিসাধ্য উপার্জ্জিত অর্থ যাহা ঐ সন্তানগণের লালন পালন ও জ্ঞান বিদ্যা উপার্জ্জনে এবং উদ্বাহ বন্ধনাদিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার অভাব অধিকন্তু তদ্ঘটিত ঋণদায় চতুর্থ স্বীয় রক্ত মাংসময় একান্ত স্নেহাভিষিক্ত সন্তান

অবাধ্য ও বিদ্রোহী যাহা কোন জাতিতে কখনো হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা পঞ্চম ঐ সমস্ত অবাধ্য সন্তান সম্বন্ধীয় জীবন ব্যাপার গত তাবৎ প্রকার আহ্লাদ আমোদে একেবারে নৈরাশ হওয়াদি দারুণ গরলময় বিষম সন্তাপ পরিপূরিত বহুল আর্ত্তনাদ ও অশেষ বিলাপ সঙ্কুল গম্ভীরতম ভীমনাদে সদয় হৃদয় মানব মাত্রই ধৈর্য্য এবং জ্ঞান শূন্য না হইয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন এমত সম্ভাবনাই নাই, এতদ্ভিন্ন কতপ্রকার ভিন্নাকার শোকের আড়ম্বর হইয়াছে তাহা লিখিতে লেখনিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না অর্থাৎ সম্পর্কের নৈকট্য দূরতা নিবন্ধন স্নেহ মমতার গৌরব লাঘবানুসারে শোকানুভবের ইতর বিশেষ জন্য পঞ্চবর্ণ ও পঞ্চস্বর যুক্ত ক্রন্দন ধ্বনিতে লোকেরা শ্মশান বৈরাগ্যে অভিভূত হইতেছে অর্থাৎ কোন স্থানে একান্ত স্নেহ বিমুগ্ধা গর্ভধারিণী হৃদয়-লগ্ন সন্তানের চিরবিচ্ছেদ এবং ঐ তনয় হইতে পার্থিব সুখাশায় বঞ্চিতা হওয়াতে একেবারে বাহ্য জ্ঞান পরিশূন্যা ধরণী বিলুণ্ঠিতা অর্দ্ধশরীর আকাশ

বিদ্ধ ভয়ঙ্কর চীৎকার এবং বক্ষস্থলগত করাঘাত রূপ ভীষণ শব্দায়মান রোদনে পাষাণ হৃদয় ও দ্রব হইতে বাধ্য হয় কোথাও বা মাতা হইতে অল্প ভেদ স্নেহময়ী মাসী পিসী এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার গুণবাচক বিলাপের তুমুলকাণ্ডে ধরনি বিকম্পিতা হইতেছে কুত্রাপি বা কনিষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃকন্যা প্রভৃতি শোক দুঃখ অপরিচিতা কন্যাগণেরা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ রূপ প্রথম বিরহ তাপে একান্ত তাপত হইলেও হৃদয় উত্থিত বিলাপ প্রাচীনা-দিগের ন্যায় প্রকাশ করণে, অসমর্থা হইয়া মন-বেদনা হৃদয়ে সংবরণ পূর্ব্বক একান্ত নীরবে অবি-রল ধারাকুল লোচনে অবিশ্রান্ত নেত্র নীর বর্ষণ পূর্ব্বক বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে এবং অবসন্না-প্রায় হইতেছে।

পরন্তু গর্ভধারিণী স্বয়ং এরূপ অনুতাপ করিতে বাধিত হইতেছেন যে ঈদৃশ ধৃষ্ট প্রকৃতি অবাধ্য সন্তানের একেবারে উৎপত্তি না হইলেই ভাল ছিল তাহা হইলে এ প্রকার প্রাণ বিঘাতি দারুণ শোক সূচক বিষম যাতনা উপভোগ

করিতে হইত না। ঐরূপ পিতা আদৌ জীবিত পুত্র-বিরহ দ্বিতীয় আপন সুখ সৌভাগ্য জন্য বিদ্রোহী সন্তানের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি বরং একান্ত নিরাশ হইবার অপরিহার্য্য শোক মোহ এবং অদম্য ক্রোধে অভিভূত ও জ্ঞানহত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় কচিৎ রোদন, কচিৎ রাগ প্রকাশ পূর্ব্বক অবাধ্য সন্তানের মৃত্যু কামনায় পর্য্যন্ত বাধিত হইতেছেন পাঠকবর্গ মনে করুন কিরূপ অত্যাচার ও বেদনা প্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা জীবন স্বরূপ তনয়ের মৃত্যু কামনায় বাধিত হইতে পারে, বাস্তবিক যেমন দারুণ দুর্ভিক্ষের শান্তি অথবা সংক্রামক রোগ নিরঙ্কুশ মহামারির অবসান কিম্বা দীর্ঘ-কাল ব্যাপি প্রলয় কল্প ভীষণ ঝটিকার বিরাম হইলে অবশিষ্ট অস্থি চর্ম্ম সার শয্যাগত অনাহারী অথবা কণ্ঠগত প্রাণ রোগী কিম্বা হস্তপদ ভগ্ন বিকলাঙ্গ লোকদিগের আর্ত্তনাদময় হাহাকার ধ্বনি এবং বিগত বন্ধু বান্ধবের শোকাগ্নিতে বিদগ্ধ প্রাণ মনুষ্যগণের বিলাপময় সন্তাপ জনিত কোলাহলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয় সেইরূপ বিক্ষুব্ধ

পুরের ঘরে ঘরে গরল উদ্গিরক মহা বিলাপ সম্ভূত দারুণ শোক সঙ্কুল অনিবার্য্য গোলযোগ বরং ঘোর বিপ্লাবন ব্যাপার উপস্থিত হইবায় সাধারণ বিক্রম-পুর সম্বন্ধে যার পর নাই দুর্দ্দশা ও দুরবস্থা ঘটি-য়াছে এবং ঐ একান্ত সংঘাতিক বিপদে কেহবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ বা পরস্পর সম্পর্কে লিপ্ত না আছেন এমত ভদ্র লোকই বিক্রমপুরে অতি বিরল। ফলত এরূপ চিত্ত চঞ্চলকারী মহা ঘোর বিপদময় প্রস্তাব অর্থাৎ বিনা মেঘে বজ্রাহত কদলি বনের ন্যায় ঐকান্তিক শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত বিষ-য়ের কারণ ও হেতু পরিজ্ঞানার্থ বোধ করি পাঠক-বৃন্দ অধীর ও অস্থির হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই, অতএব ঐ অস্থিরতার উপসমার্থ প্রকাশ করি-তেছি যে উল্লিখিত শোচনীয় গুরুতর দুরবস্থার প্রথম মূল কারণ অভিনব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম প্রব-র্ত্তক এবং প্রচারকগণ পরন্তু তাহারদিগের পরিণাম বিবেক নিরপেক্ষ অনর্থকর বালক বিমোহন উপ-দেশ ও দলপতিত্ব কামনারূপ বিমোহ দ্বিতীয় হেতু বিক্রমপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের অল্প বোধ বালক-

গণের অনুকরণ প্রবৃত্তিমূলক ভুর্ব্বোধ এবং ইংরাজী ভাষানুরাগও কোনরূপে বিখ্যাত লোকের প্রতি পরীক্ষা হীন অতর্কিত অজ্ঞান মূলক অপবিশ্বাস স্থাপন সুতরাং এই স্থলে উক্ত ধর্ম্মাগত সংক্ষেপ ইতিহাস বর্ণন পূর্ব্বক প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণের প্রবোধার্থ কিঞ্চিৎ সদুপদেশ বিকাশ ও ব্যক্ত বিনা সুস্থির থাকিতে পারিলাম না।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নামে কোন ধর্ম্ম এতদ্দেশে হিন্দুকুলে প্রবর্ত্তিত থাকা সম্বন্ধে প্রমাণাভাব তবে হিন্দুরা সৃষ্টি স্থিতিলয় কর্ত্তা জগৎ কারণকে ব্রহ্ম অভিধানে অভিহিত ও মনুষ্য পরিত্রাণ মূলক অন্তিম ও পরম ধর্ম্মকে ব্রহ্ম জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকারী প্রায় বিরল জন্য সাধারণের নিমিত্তে ব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি ইত্যাদির উপাসনারূপ সাধারণ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিবায় ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী হিন্দু মাত্রেই সাধারণ ধর্ম্ম তৎপর হওয়াতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের ক্রমে এত প্রচার বাহুল্য হইয়াছিল যে ব্রহ্মজ্ঞান চরম ও প্রকৃত ধর্ম্ম হইলেও কাশীধাম ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র হিন্দু সমাজে ব্রহ্মশব্দ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল অনন্তর ইদানিন্তন অসাধারণ ধীসম্পন্ন বহুভাষায় পারদর্শী অধ্যবসায়

শীল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মূল ধর্ম্মের অনুসন্ধিৎসু হইয়া কাশীধাম ইত্যাদিতে পর্য্যটন এবং নানা ধর্ম্ম ও বিবিধ শাস্ত্র বিলোড়ন দ্বারা অন্তিম ধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধান করতঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু অর্থাৎ মুমুক্ষু অধিকার প্রাপ্তি নিবন্ধন ব্রহ্ম তত্ত্বের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হওয়াতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম স্বদেশ মধ্যে প্রচার ও প্রচলনার্থ নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে একান্ত মনে প্রযত্ন শীল হইবার বেদ অন্তর্গত উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও উপনিষদের চর্চ্চা আন্দোলন জন্য এতন্মহানগর কলিকাতাতে ব্রহ্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করেন প্রত্যুত ঐ মহাত্মার প্রচুর জ্ঞান গরিমা বিদ্যা বুদ্ধি তথা চারিত্রিক সাধুতা ও সুজনতাতে বাধ্য হইয়া দেশের মস্তকস্বরূপ প্রবীণ ও প্রধান লোকেরাই তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, সুতরাং যেমন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সর্ব্বোচ্চ লোকেরাই সাহায্যকারী হওয়াতে উচিত ও উপযুক্ত রূপেই তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল অথচ হিন্দু প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ একেশ্বর

নিষ্ঠ পরমধর্ম্ম হিন্দু রসের অপরিবর্ত্তনে বিশুদ্ধভাবে এক রসাত্মক রূপেই সম্পাদিত হইয়াছিল, অপিচ উক্ত সভাতে উপনিষদ্ ও তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সমালোচন হইতে ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের সূচনা বা সূত্রপাত করেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ সভার কার্য্য বিজ্ঞ জনের হৃদয়গ্রাহিরূপে প্রকৃত ধর্ম্মের যথার্থ নিয়মানুসারে নির্ব্বাহ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার মানব লীলা সংবরণ হইলে তাঁহার সহযোগী লোকেরা প্রবীণ হইলেও ব্রহ্ম অনুভব করিতে অক্ষম অথবা ঈশ্বর ও ধর্ম্মে প্রীতি অভাব নিবন্ধন প্রোক্ত সভার স্থায়িত্ব পক্ষে কথঞ্চিৎরূপেও অনুমোদন না করাতে প্রস্তাবিত সভা প্রবীণ ও এক নায়কের পরিবর্ত্তে নবীন ও বহু নায়কগতা হইয়া একেবারেই স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিতে বাধিত হইয়েন, অর্থাৎ চপল চরিত্র সুলভ ব্যবস্থা হীন অনুকরণ ময় স্বেচ্ছাচার ব্যবহার দ্বারা ঐ সভা প্রকৃত ধর্ম্মের একান্ত অনুপযোগী ক্রীড়াময় প্রভেদ ভূষণ ধারণ পূর্ব্বক প্রতি মুহূর্ত্তে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিলেন অর্থাৎ ঐ সভার নাম ব্রাহ্ম সমাজ এবং

ঐ সমাজের আলোচিত বিষয়ের নাম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অপিচ পূর্ব্ব নিয়ম প্রণালীর বিপরীত কেবল উপাসনা পদ্ধতির প্রকার ভেদ মাত্র নহে বরং ইংরাজী ভাষাবিৎ বালক মতি বহু নায়ক কর্ত্তৃক ঐ ব্রাহ্মধর্ম্মে খ্রীষ্টিয়ানি নামক পন্থি এবং গৌরাঙ্গ ভাব বরং নাস্তিকতা পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে, অধিকন্তু খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণরূপ সমাজ সৌষ্ঠব ও প্রার্থনা তথা প্রথম দীক্ষা কালে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করা পর্য্যন্ত প্রচলন হইয়াছিল প্রত্যুত ঈর্ষা সাধ্য অবোধ অন্নমতি নীচাশয় ব্রাহ্মেরা মহাজ্ঞানি রাজা রামমোহনরায়ের নাম পর্য্যন্ত বিলোপ করণাশয়ে তদ্রচিত জ্ঞানগর্ভ মহামূল্যবান গান যদ্দ্বারা জন সাধারণের রতি মতি ঈশ্বর ও ধর্ম্মে আকৃষ্ট ও আকর্ষণ হইতে পারে, এমত পরমার্থময় গানের বিনিময়ে খৃষ্টভক্তি রসাত্মক গানের অভিনয় মাত্র নহে বরং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা এবং লিখন প্রণালীতেও খৃষ্টধর্ম্মগত রসময় ভাবের অনুসরণ হইতেছে, তথাপি দলদ্বয়ে দ্বিধা হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মগত রসের এত ব্যতিক্রম বোধ হইত না।

ইদানী যখন দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে তখন অন্যান্তর দল খৃষ্টধর্ম্মের কেবল নামান্তর মাত্র নহে ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটেই খৃষ্টধর্ম্মরূপ ধ্বজা স্থাপন হইয়াছে বরং কর্ত্তাভজা মতের অভিনয় পর্য্যন্ত হইতেছে শুনা যাইতেছে বাস্তবিকও তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যেহেতু পঞ্চদশ বর্ষের প্রায় ঊর্দ্ধ বয়স্ক মানব যখন উক্ত দলে লিপ্ত নাই, তখন কর্ত্তাভজা ও সখি পূজার অনুষ্ঠান একান্ত সম্ভবপর বটে, সে যাহা হউক অবনীজাত রুচি বিচিত্র, মনুজগণের মধ্যে যখন নানারূপ ধর্ম্ম খেলাই ব্যাপ্ত ও বিস্তার থাকা নয়নগোচর হইতেছে, তখন বালকেরা আপন আপন প্রকৃতি সিদ্ধ ক্রীড়ামগ্ন হওয়াতে তাদৃশ ক্ষতি অনিষ্ট বোধের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু মস্তক হীন অশাসিত হিন্দু কুলোদ্ভব বালকেরা খেলিতে খেলিতে চপল স্বভাব সিদ্ধ স্বেচ্ছাচারেরা উত্তেজনায় উন্মত্ত প্রায় হইবায় ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট প্রবল ও আদি নিয়মের অন্যথা পূর্ব্বক প্রথম উদ্যমেই একান্ত নিরপরাধ পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি

স্বজাতির প্রতি নিদারুণ বিদ্রোহাস্ত্র সম্প্রহার করত স্বাধীন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে বাধিত হইয়াছে যেহেতু এতৎসূত্রে বহু পুরাতন বিশুদ্ধ হিন্দুকুলের নিতান্তই নির্ম্মূল সম্ভাবনা উপস্থিত সুতরাং অনিবার্য্য পরিতাপ ও বিষম বিষাদের কারণ হইয়াছে, অতএব এতদ্বিষয়ে কটাক্ষ পাত করিতে বাধিত হইয়াছি।

কি চমৎকার স্বাধীন ক্রীড়াময় ব্যবহার! যে স্থলে অন্য দেশীয় সভ্য ও বলবান লোকেরা স্বজাতিকে অন্য জাতির অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত অথবা অন্য জাতিকে অধীন করত স্বাধীনতা মূলক বীরত্ব ও বিজ্ঞতা সম্ভূত অশেষ গৌরব ও যশ লাভ করিয়া থাকেন সে স্থলে বঙ্গীয় হিন্দুরা সেইরূপ প্রশংসাপর কার্য্যে অক্ষম ও অশক্ত প্রযুক্ত স্বাধীনতা-সাধের তৃপ্তিজন্য উপায়-বিরহেই যেন প্রতিকূল ও প্রতিযোগী কার্য্য বিরত নিতান্ত স্নেহ বাধ্য পিতা মাতা ইত্যাদির প্রতিকূলে স্বাধীনাস্ত্র চালাইতে বাধ্য ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। ধন্য ইংরাজী ভাষা ও খৃষ্টধর্ম্ম, যাহার বাগপাশেই হতভাগ্য বঙ্গীয় হিন্দু

বালক বৃন্দ হিতাহিত জ্ঞান পরিশূন্য এবং পবিত্র হিন্দুকুলের প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ স্বরূপ পিতৃ মাতৃ ভক্তিরূপ গুরুতর সম্পদে বঞ্চিত এবং স্বজাতি সমাজ বিদ্বেষ্টা হইতে বাধ্য হইতেছে, তদ্ভিন্ন আরও একটী ভয়ানক মুদ্রা দোষের অধীন হইয়াছে যে, ইংরাজী ভাষা অপরিজ্ঞাত মনুজকে মানব মধ্যেই গণ্য করে না, কি বিপদ, বালক চরিত্র অবোধেরা কিছুই জানে না যে ইংরাজী ভাষার আকার মাত্র উৎপত্তি হওয়ার বহুকাল পূর্ব্বে সমস্ত ভাষার মস্তক স্বরূপ পরম সংশোধিত পূর্ণ ভাষা সংস্কৃত দ্বারা ভারতবর্ষ জাত আর্য্য সন্তানেরা কত শত অচিন্তনীয় জ্ঞান গর্ভ পরম তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার অন্তই নাই এমতস্থলে ইংরাজী ভাষা কিজন্য অধিক গৌরবান্বিত তাহা বালকেরাই জানে, বাস্তবিক ইংরাজী ভাষা রাজ ভাষা অথবা রাজকার্য্যে উপযোগী না হইলে ঐরূপ অপূর্ণ ভাষাকে কে গ্রাহ্য বা আদর করিত।

পরন্তু ইংরাজী ভাষানুযায়ী এম এ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণের প্রতি ইংরাজী ভাষা অধ্য-

য়ন শীল বালকদিগের অচল বিশ্বাস থাকাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দোষ গুণ পরিবেদনা বিনা কেবল উপাধি-ধারীগণের দৃষ্টান্ত মাত্র লক্ষ্য করিয়াই অতর্কিত রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয় ও হইতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা জানিতে নিতান্তই অক্ষম যে এতদ্দেশীয় লোকের উপাধি ব্যাধি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ যে সকল উপাধিধারিগণ পরকীয় ধনে বাহিরে চাকচক্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই স্বকীয় মূলধনে সুদরিদ্র সুতরাং তাহারা এদেশস্থ অনেক বিদ্যালঙ্কার ও তর্কালঙ্কারদিগের ন্যায় অন্তঃসার বিহীন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ইহারা ভাষাজ্ঞান ভিন্ন বাস্তবিক জ্ঞানে অধিকারি নহেন প্রত্যুত পূর্ব্বগামি জ্ঞানি মহাত্মারা আপন আপন জ্ঞান ভাষা সূত্রে গ্রন্থন করিয়া রাখাতে এবং পরকীয় জ্ঞান কর্তৃক স্বকীয় জ্ঞান পরিমার্জ্জিত ও সমোজ্জলীকৃত করণ সম্বন্ধে ভাষাজ্ঞান সমাদৃত হইলেও ভাষাজ্ঞান মাত্র বাস্তবিক জ্ঞান তথা ঈশ্বরও ধর্ম্ম জ্ঞানের কারণ নহে, অতএব অনেক ভাষায় পারদর্শী হইলেও স্বকীয় জ্ঞান ও সাধুতা বিহীনে

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অধিকারী হইতে পারে না। অপিচ ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য ইংরাজদিগের অনুকরণ ব্রতী হওয়া নিতান্তই মূঢ়তা, যেহেতু শারীরিক মানসিক এবং বুদ্ধি বলে বলবান ইংরেজেরা স্বকীয় ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস বাধ্য নিমিত্ত অনেকেই ঈশ্বর ও ধর্ম্ম ভয় নিরপেক্ষ, সুতরাং তাহারা ধর্ম্মানুরাগী মধ্যে পরিগণিত নহেন, একারণ ইংরাজদিগের ধর্ম্মমূল যেরূপ দুর্ব্বল তদ্রূপ অন্য কোন ধর্ম্মই নহে, ফলতঃ বিষয়কর্ম্মী ইংরাজদিগের বিষয় সম্বন্ধে অনুকরণ করিলে পার্থিব মঙ্গলোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা বটে।

হে পাঠক ভ্রাতৃগণ! বিক্রমপুরের শোচনীয় দুর্ঘটনার আমূল পরিজ্ঞান জন্য অবশ্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই, অতএব আপনাদিগের চিত্ত চাঞ্চল্যের বিরামার্থ জানাইতেছি যে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়নশীল অজাগ্রত মনোবৃত্তি এবং অল্পমতি অনুকরণ ব্রতী অথচ সংসার ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত নিদ্রিতেন্দ্রিয় চঞ্চল ও ধৃষ্ট প্রকৃতি একান্ত অনভিজ্ঞ শরস্থ বিদ্যা বিমুখ মন্দ-বুদ্ধি দীর্ঘসূত্রি

অলস এবং হুজুক প্রিয় বালকেরা যাহারদিগের অন্তরে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম ভাবের আবির্ভাব মাত্র না হওয়াতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্তই অনধিকারী তাহারা সময় কর্ত্তন জন্য সাভিলষিত আমোদ লাভার্থ একের দৃষ্টান্তে অন্যে অর্থাৎ এম্ এ উপাধিধারীর দৃষ্টান্তে বি এ এবং বি এর দৃষ্টান্তে এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ, পরিণাম বিবেক ও বহুদর্শিতা-হীন দুর্ব্বল বোধাধিকারী অব্যবস্থিত স্বেচ্ছাচারী নবীন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণের দলবদ্ধ রূপে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় স্থাপন করণরূপ কু অভি-সন্ধিগত ভ্রমাত্মক স্বার্থ সাধক প্রবর্ত্তনাময় উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া পিত্রাদি প্রভৃতি গুরুজনের হিতকর প্রবোধ অবজ্ঞা ও অমান্য পূর্ব্বক অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা বিনা প্রতিজ্ঞাবদ্ধরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ এবং লোভের চরিতার্থতা জন্য সর্ব্বাগ্রেই জাত্যভিমান ত্যাগ ছলে উপাদেয় কুক্কুট মাংস ও যবনান্ন অদন এবং সদন মধ্যে সাহস ও স্বাধীন-তার পরিচয় প্রদান ও বাহাদুরি লাভার্থ যজ্ঞসূত্র পরিবর্জ্জন প্রভৃতি বিপুল ক্ষমতাশালী ইংরাজ-

দিগের অনুগ্রহ প্রাপ্তি কামনায় তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন ও সন্তোষ উদ্দেশে সপরিবারে গৌরাঙ্গ পংক্তি ভোজন এবং নির্দ্ধারিত বিধি হীন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুসারে অবৈধ উদ্বাহ সংস্কার তথা ব্যভিচার বিধবা বিবাহ প্রচলন করাতে পৌত্তলিক প্রাচীন হিন্দুর জাতিপাত সঙ্কুল চিরব্যবহারের একান্ত বিরুদ্ধ আচরণ দৃষ্টে পিতা মাতার ইচ্ছা না থাকি-লেও সমাজের উত্তেজনায় ঐ স্বৈরাচারীদিগকে স্বসমাজে ও স্বগৃহে রক্ষা করিতে অক্ষম নিমিত্ত প্রাণান্ত শোকাভিভূত হইয়াও সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য উপার্জ্জনশীল অথচ দেহলগ্ন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-দিগকে একেবারে নির্ব্বাসন ও বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা প্রণি-ধান করুন, প্রস্তাবিত প্রস্তাব হিন্দুকুল নির্ম্মূল সংকল্প এবং বিক্রমপুরের সর্ব্বনাশ মূলক একান্ত অসহিষ্ণু দুর্ঘটনা কি না?

হে পাঠক মহামতিগণ! পার্থিব আশা কামনার কি চমৎকার মোহিনী শক্তি ও অমোঘ ক্ষমতা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকেরা নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন

হইয়াও উল্লিখিত বিষম হুলস্থুলময় শোক শঙ্কুল দারুণ বিভ্রাট ও বিপ্লাবন স্বরূপ নিতান্ত দুরবস্থা ও দুর্ঘটনা আলোচন ও শ্রবণ গোচর করিয়াও দল-পতিস্বরূপে প্রভুতা অথবা খ্যাতি প্রতিপত্তি কিম্বা পূজোপহার প্রাপ্তি লালসায় বিমোহ ও জ্ঞান শূন্য হইবায় তাঁহারদিগের পাষাণ হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার মাত্র না হওয়াতে প্রতীকার চেষ্টা করা দূরে থাকুক প্রত্যুত এরূপ অসঙ্গত দুর্দ্দশা দৃষ্টি করিয়াও তৎপ্রতি উৎসাহ অনিল প্রক্ষেপ করিতে বিরত হইতেছেন না। এতদ্ভিন্ন প্রবর্ত্তকগণের বিমোহ জন্য অচেতনতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিতীয় একটি বিশেষ বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি অর্থাৎ ঈশ্বর উদ্দেশক প্রকৃত ধর্ম্মের একান্ত সম্পর্ক হীন যবনের জোজী অপদার্থ বালকেরা যে নিতান্ত নিষ্ফল ও বৃথা কর্ম্মসূত্রে পিতৃমাতৃ হৃদয়ে শেল প্রহার করিয়াছে তদ্রূপ কুৎসিত কুকু আচরণে প্রবৃত্তি দাতা প্রবর্ত্তকেরা ঐ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনুরূপ প্রচুর দণ্ড ভোগ করিয়াও বিমোহ নিদ্রায় বিচেতন নিবন্ধন অথবা ধর্ম্ম দৃষ্টি অভাব

বশতই হউক বোধ করি কথিত দণ্ড কারণ অনুভব করিতে পারেন নাই যদি প্রস্তাবিত দণ্ডের হেতু-নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন তবে অবশ্য আপন আপন রূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত হইতেন যে হউক তদ্বিস্তারিত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা ও প্রমাণ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে বিধায় নীরব হইলাম।

হে পাঠক ভ্রাতৃগণ! বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মলক্ষণ দ্বারা অবশ্য অবগত আছেন যে অসাধারণ বুদ্ধি ও অসামান্য প্রীতি ঐ রূপ তাবৎ বিশুদ্ধ সৎসংযোগ একাধারে সচারাচর অসম্ভাব জন্য ব্রহ্মজ্ঞান রূপ পরম ধর্ম্মের অধিকারিই একান্ত বিরল অধিকন্তু ব্রহ্ম অনুভব সম্বন্ধে আরও শঙ্কট এই যে প্রস্তাবিত বুদ্ধি প্রীতি এবং ন্যায় পরতাদি সমস্ত সৎবৃত্তি সুসংযোগ থাকা সত্ত্বেও একান্ত অনুক্ষ চরিত্র না হইলে অর্থাৎ অভিমান অহঙ্কারের আভাসমাত্র থাকিলেও ব্রহ্মপদার্থ অনুভূত হইবার সম্ভাবনাই নাই। এমত স্থলে প্রথমত বুদ্ধি প্রীতি ইত্যা-দির একাধারে সুসংযোগ সম্ভাবনাই একান্ত

দুর্লভ তাহাতে আবার ঐরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন মানবেরা অনেকেই তদুক্ততা ধারণাতে অশক্ত হইয়া অভিমান অহঙ্কারের বাধ্য হইয়া থাকেন এ অবস্থায় যখন প্রবীণ লোকের মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী মনুজ প্রায়ই অভাব তখন অপূর্ণ মানস লক্ষণ অথচ বিদ্যাধিকারে অনধিকারী সংস্কার ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত নবীন লোকেরা সাধারণ বর্গেই অধিকারি হইতে পারে না এমত বালকেরা যে ব্রহ্ম অনুষ্ঠানে একেবারেই অনধিকারী তাহা অন্য প্রমাণ সাপেক্ষ নহে যদিও স্বাভাবিক পবিত্র চরিত্র কোন অসাধারণ ভাগ্যধর বালকের বাল্যাবস্থাতে ঈশ্বরানুরাগের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু তাহা বলিয়া কি দেশ শুদ্ধ সাধারণ বালক স্বাভাবিক সুচরিত্র এবং একত্রে ঈশ্বরানুরাগি হওয়া সম্ভব পর হইতে পারে! তাহা হইলে ভূতল স্বর্গ মণ্ডল গণ্য হইত সন্দেহ নাই, ফলতঃ তদ্রূপ না হওয়ার পক্ষে জগতের বিচিত্রতাই সুদৃঢ় প্রমাণ প্রত্যুত শ্রেয়াংশে বহু বিঘ্ন এবং বিবিধ প্রতিবন্ধক থাকা সদা সর্ব্বদা নেত্রগোচর হইতেছে অপিচ

বহু প্রাচীন। পৃথিবীর এত দীর্ঘায়ু অতীত হইলেও ঈশ্বরানুরাগি প্রহ্লোদ ও ধ্রুব নামক বালক দ্বয়ের নাম ভিন্ন অন্য একজন মাত্র বালকের নামও এপর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই পরন্তু তাঁহারাও স্বগুণ ঈশ্বর ব্যতীত নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসক হইতে পারেন নাই বাস্তবিক সুকৃতি বলে যদি কদাচিৎ কোন অপ্রাকৃত বালক ঈশ্বরানুরাগী হইলেও সাকার ঈশ্বর ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্ম অনুভব করিতে সক্ষম হইতে পারে না। যেহেতু অসাধারণ জ্ঞান সাধ্য অথচ সংসারাতীত ব্রহ্ম পদার্থ সংসার ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট কচি বালকের যে নিতান্তই অননুভব নিশ্চ তাহা প্রকৃত ব্রহ্ম পরায়ণ ব্যতিরেকে ব্যবসায়ী ধর্ম্ম ঘোষকগণের চিন্তা আয়ত্ত নহে।

এ অবস্থায় এত অধিক সংখ্যক বালক একত্রে ব্রহ্ম নিষ্ঠ হওয়া দলপতিত্ব কামনা বিমোহ মনুজ ভিন্ন যথার্থ ব্রহ্ম নিষ্ঠ মহৎ লোকের কদাপি বিশ্বাসাস্পদ হইবার সম্ভাবনাই নাই ফলতঃ অভিনব ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগীরা যে কেবল পরস্পর দৃষ্টান্ত ও অনু-

করণ প্রবৃত্তানুরোধে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে কি করে তৎপ্রমাণার্থ বহু আয়াস স্বীকার করিতেও হইবেক না। এইমাত্র আলোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে বিদ্যালয়ে অবস্থিতি কালে যে সমস্ত বালক ঋষি তুল্য পবিত্রতা অথচ প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ এবং অনুরাগ সূচক অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে তাহারাই আবার পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হইলে পুনরায় ব্রাহ্ম সমাজে গমন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসঙ্গ মাত্র দন্তস্ফুট করে না বরং ভাব রস ও লয় তান বিহীন বালক খেলার ন্যায় অলীক ও বৃথা অনুষ্ঠান বিবেচনায় উপহাস ও বিদ্বেষ করিতে বাধ্য হয় ফলতঃ চপল ও অল্পমতি বালকেরা প্রচারকগণের প্ররোচন বাক্যের মর্ম্ম ভেদ করিতে অশক্ত হইয়াই প্রতারিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই নচেৎ একবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও পুনরায় খৃষ্ট ধর্ম্ম মিসনরিগণের অভেদ্য কুহক সূত্রে খৃষ্টধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতে বাধ্য হইবেক কেন ?

ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে বালকগণের একান্ত চৈত্র উৎপাত বশতঃ বিক্রমপুরের ঘোর বিপদ উপস্থিত, তদ্দৃষ্টে প্রাচীনেরা ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা বিনা অবচেতন ভাব অবলম্বন করাতে প্রতীতি হইতেছে যে বিক্রমপুর অঞ্চলে অসার ও অপদার্থ প্রাচীন লোক ভিন্ন ক্ষমবান প্রবীণ লোক মাত্র বর্ত্তমান নাই; কি খেদের বিষয়, ভাষা কথায় বলে যে বালকের হাতে দেবে আনন্দ দুর্ভাগ্য বিক্রমপুরের সেই বালকেরাই স্বাধীনতারূপে আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক পিতা মাতা বরং প্রাচীনমাত্রকেই মান্য এবং তাঁহাদিগের বাক্য মাত্র গ্রাহ্য করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, বাস্তবিক জড়াগ্রস্ত মনোবৃত্তি ও নিদ্রিতেন্দ্রিয় বালকগণের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি অথবা স্নেহ মমতা ইত্যাদি মনোবৃত্তির অনুকূল প্রভাব জন্য তাহারা স্বয়ং সংযত ও সুশাসিত হওয়ার উপায়ই নাই, অথচ উপযুক্ত শাসিতা অভাবে একান্ত অশাসিত বালকেরা উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী হওয়াতে বাধা প্রতিবন্ধক মাত্র দৃষ্টি

হয় না। কি অরাজক যে স্থলে জনপদের দৃঢ় নিয়মাধীন সুশাসনে থাকিলেও চঞ্চল মতি বালকেরা শাসিত ও সুস্থির থাকা একান্ত অসম্ভব সেই স্থলে যে জাতিতে সেইরূপ অদম্য ও অবাধ্য বালকেরাই স্ব স্ব প্রধান ও স্বাধীন সেই জাতির মঙ্গলোন্নতির সম্ভাবনা নিতান্তই দৈব গর্ব্ভে নিহিত ফলতঃ এরূপ বালক প্রভুত্ব, পুরুষ উচিত বীর্য্য বিহীন স্ত্রী প্রকৃতি স্বরূপ বঙ্গদেশ বিনা পুরুষ স্বভাব সুলভ বীর্য্য ও বীর রসাত্মক দেশে কস্মিন-কালেও হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত খেদের বিষয় এই যে বঙ্গরাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে কৃতি এবং ক্ষমবান প্রাচীন লোকের অসদ্ভাব হইলেও কলিকাতা অঞ্চলে তাদৃশ ক্ষমবান লোকের একান্ত অভাব সম্ভাবনা নিতান্ত বিরহ, কিন্তু যখন তাহারাও প্রভাবিত কুআচরণময় কুদৃষ্টান্তের প্রতীকার ও প্রতিবিধান নিমিত্ত এপর্য্যন্তও কোন উপায় অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন নাই তখন বঙ্গীয় হিন্দুকুলের অনুকূল মঙ্গলাশায় কাযে কাযে নিরাশ হইতে

হইয়াছে, বোধ হয় কলিকাতা প্রদেশের বিজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা প্রস্তাবিত শোচনীয় দুর্ঘটনার বিষয় অবগত নহেন, যেহেতু কলিকাতা অঞ্চলে অদ্যাপিও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটে নাই যদিও এপর্য্যন্ত প্রথিত সংক্রামক রোগ কলিকাতা প্রদেশে ব্যাপ্ত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে যদি কোন প্রকার প্রতীকাররূপ-প্রতিবন্ধক মধ্যবর্ত্তী না হয়, তবে ঐ সংক্রামক রোগ প্রতীচ্য প্রাচ্য উভয় খণ্ড বঙ্গভূমিকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ ও উৎসন্ন করিবেক এবং তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় হিন্দুদিগের চৈতন্য সম্ভাবনাও সম্ভবপর নহে, ফলতঃ একান্ত বিকার প্রাপ্ত হইলে যখন নিতান্তই অচিকিৎস্য হইবেক, তখন বঙ্গীয় সমষ্টি হিন্দুবর্গ গবর্ণমেণ্ট সমীপে বালক বাধ্য রাখার বিষয়ে মহৌষধি স্বরূপ নিয়ম নির্ম্মাণ জন্য প্রার্থনা করিতে বাধিত হইবেন বাস্তবিক বঙ্গ রাজ্যের বালক প্রধানত্ব দৃষ্টে ভিন্ন দেশীয় অন্য জাতীয় লোকেরা পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ বিচ্ছেদ বিনা বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে বিজ্ঞ প্রাচীন লোক

বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করিবেক না এতাবতা কলিকাতা প্রদেশস্থ প্রবীণ প্রাজ্ঞ লোকদিগকে নিয়ত থাকিতে সাবধান ও সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক কারণ কেবল বালক ধরার ভয় নহে বালিকা ধরারও প্রচুর পরিমাণে ভয় উপস্থিত হইয়াছে।

এপর্য্যন্ত কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ন্যায় দুর্দ্দশা না হইবায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলগত লোক হইতে পশ্চিমাংশ বাসি মানবেরা সাধারণত অপেক্ষাকৃত অধিক বোধাধিকারী এবং সুচতুর এতন্নিবন্ধন কলিকাতা প্রদেশীয় বালকেরা যুক্তি ও সত্য ভাব জ্ঞাত থাকুক আর না থাকুক মাত্র ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘকাল অনর্গল বক্তৃতা করণ শক্তি দৃষ্টে পূর্ব্ব প্রদেশস্থ হাবা বালকগণের ন্যায় অলৌকিক অদ্ভুত ক্ষমতাবলিয়া বোধ বিশ্বাস করে না প্রত্যুত আপন আপন হিত অহিত এবং সত্য মিথ্যার পরীক্ষা করিতে সক্ষম এজন্য পূর্ব্বাংশের ন্যায় পশ্চিম ভাগের বালকেরা অনেকেই প্রস্তাবিত অসৎ পথগামী অথবা পিতামাতাদির অবাধ্য বা বিরুদ্ধ হয় নাই।

বাস্তবিক ইহা সতঃসিদ্ধই প্রসিদ্ধ যে যাহারা বোধা-
ধিকারে অধিক দুর্ব্বল তাহারাই পরস্পর কারির
দৃষ্টান্তানুসারে সমধিক অনুকরণপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে
এতন্নিবন্ধন কলিকাতা প্রদেশের দুর্ব্বল বোধাধিকারী
কৃতবিদ্য মানবেরা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া
থাকে, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দৃষ্টে পূর্ব্ব বাঙ্গালার
বোধাধমেরাও তাহারদিগের অনুকরণ করিতে বাধিত
হয় ও হইতেছে।

যদ্যপি কলিকাতা অঞ্চলস্থ হুজুক-প্রিয় কোন
কোন হতভাগা বালক এ অপঅনুষ্ঠিত দলভুক্ত
হইয়াও থাকে, তথাপি আপন আপন বুদ্ধি ও চতু-
রতাগুণে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলে তন্নিমিত্ত
কোন বিলক্ষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে নাই।
কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলীয় মন্দবুদ্ধি দুর্ভাগা বালকেরা ব্যবস্থা
প্রধান কুকার্য্য-প্রবর্ত্তক দলের প্রতি অটল বিশ্বাস
স্থাপন পূর্ব্বক তাহারদিগের প্রশংসা লাভের প্রত্যা-
শায় অস্থির হইয়া আপন আপন অপকর্ম্ম গোপন
যোগ্য হইলেও আগ্রহাতিশয় প্রযত্ন সহকারে প্রকাশ
করিতেই বাধ্য হয় এবং মনে করে যে, অলৌকিক

অসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে, যদি দৈবাৎ কোন সুবোধ বালকের মোহ নিদ্রা অপগত হইয়া তাহার হৃদয়ে অধর্ম্মময় আধুনিক ব্রাহ্ম দলের অসারতা এবং প্রচারকগণের চাতুরি বরং স্বতন্ত্র দল স্থাপন মাত্র উদ্দেশ্য উদিত হইলেও সরল-স্বভাব নিবন্ধন আপন কৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না। অথবা একবার যাহা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সম্মুখে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহার বিপরীত বাক্য ও আচরণ করিতে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয় সুতরাং আপন অনবধান ময় কার্য্যগত অনুতাপে সমূহ সন্তাপিত এবং অনুষ্ঠিত কার্য্য অকার্য্য হইলেও তাহাতেই স্থিরতর থাকিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ আধুনিক ব্রাহ্মদলের অসারতা প্রমাণার্থ দূরগামী হইতে হইবেক না, এই মাত্র আন্দোলন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে উক্ত দলে যদি অনু প্রমাণ সারবত্তা অথবা সত্যের লেশমাত্র থাকিত তবে অবশ্যই কোন না কোন প্রবীণ প্রাজ্ঞ লোকেরও হৃদগ্রাহী হইত, যখন তাহা হয় নাই তখন পিতৃশ্রাদ্ধে পিতৃব্য-পিণ্ড দানের ন্যায় বালকবুদ্ধি-নিন্দা ব্যবসায়াত্মক আমোদ উৎ

সবমশ্ব ব্রা হ্মধর্ম্ম কদাপি ঈশ্বর সাধন অথবা পরি-ত্রাণ মূলক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফলতঃ পরিত্রাণ মূলক বিশেষ ধর্ম্মের পরিচয়, বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম লক্ষণে স্পষ্টাক্ষরেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে পরিত্রাণ অধিকারী সাধকের সাধন প্রণালীও বিবৃত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে সুবিদিত হইবেক।

যদিও মানবজন্মের চরিতার্থতা ও স্বার্থকতার জন্য পরাৎপর পরব্রহ্মের প্রতি অচল প্রীতি ও বিমল ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষকর প্রিয় অনু-ষ্ঠানে দৃঢ়ব্রতী হওয়া মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু পরিমিত বয়স্ক অথচ ধর্ম্মাধিকারী প্রৌবণ মনুজ বিনা ধর্ম্মাধিকার বিহীন অপূর্ণ মানব লক্ষণ বাল-কেরা তাহাতে বাধ্য নহে এমত স্থলে লক্ষণাক্রান্ত বালক মতি ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর অভিপ্রায় ও ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি জ্ঞান মাত্র না থাকাতে এবং তদ্বিষয়ক বিধি ব্যবস্থায় নিতান্ত অনধিকারি প্রযুক্ত, কেবল স্বেচ্ছাচার ও উদ্ধত স্বভাবের বশম্বদ হইয়া লোভ মোহের উত্তেজনায় স্বদল সমীপে সাহস ও বাহা-দুরি জনিত প্রশংসা বাদ লাভার্থ একান্ত ধৃষ্টতা-

চরণ পূর্ব্বক যবনান্ন অদনাদি যে সমস্ত অপ ও ইতর অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার কোন কার্য্যই মহাজ্ঞানি সর্ব্বেশ্বরের প্রীতি বা সন্তোষকর অথবা তাঁহার অভিপ্রেত সত্য ধর্ম্ম সাধন উপযোগী বলিয়া কোন প্রকারেই গণ্য হইতে পারে না, বরং ঐরূপ কুব্যবহার যাহা মহাগুরু ও মহোপকারী পিতা মাতাদির মর্ম্মান্তিক বিষম বিষাদ ও খেদকর হওয়াতে জগৎপতির নিয়ন্ত্রিত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিরূপ আদি ও প্রবল নিয়মের প্রচুররূপে অবমাননা ও অবজ্ঞা হইবায় তাঁহার একান্ত অসন্তোষকর জন্য ধর্ম্মমূলে নিতান্তই কুঠারাঘাত হইয়াছে, সুতরাং কথিত অপ অনুষ্ঠাতারা যে অবশ্যই মহা মহা পাপের দায়ে দায়ী এবং গুরুতর দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবেক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

যেহেতু জগৎকর্ত্তার প্রবর্ত্তিত নিয়ম লঙ্ঘনই পাপের গুরুতা ও লঘুতার হেতু ও কারণ অর্থাৎ যে কার্য্যে যে পরিমাণে পাপ প্রতিষেধক নিয়ম লঙ্ঘন ও উন্মূলন হইবেক সেই পরিমাণে পাপেরও গুরুত্ব প্রসিদ্ধ হইবেক, ফলতঃ যে

কার্য্যে যত অধিক নিয়ম লঙ্ঘন হয়, ততই অধিক বেদনাদায়ক হইয়া সমধিক পাপের কারণ হইয়া থাকে, তজ্জন্য আত্মহত্যা ও মাতৃহত্যা সমস্ত পাপ হইতেই গুরুতর গণ্য হয়, কারণ ঐ উভয় হত্যাতেই সম্যক নিয়ম অর্থাৎ সর্ব্ব প্রবল আত্মা-দর তথা কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি এবং ন্যায়পরতা ইত্যাদি তাবৎ মনোবৃত্তি বরং ঘৃণা লজ্জা ভয় প্রভৃতি সমষ্টি নিয়মেরই একান্ত অন্যায় ও অতি-ক্রম হয় জন্য ঐ উভয় হত্যার ন্যায় গুরুতর পাপ আর কিছুতে নাই কারণ রাক্ষস প্রকৃতি মানব-শোণিত পায়ী দস্যুরাও আত্মহত্যা অথবা পিতা মাতার বিনাশে সক্ষম নহে, এমত স্থলে যাহারা আত্মহত্যা বা মাতৃমর্ম্মাঘাত করিতে শঙ্কা সঙ্কোচ মাত্র করে না তাহারা উল্লিখিত দস্যু হইতেও ভয়ঙ্কর দস্যু এবং একান্ত নিষ্ঠুর, সুতরাং উহারা নিতান্তই চরম পাপী মধ্যে গণ্য।

নবীন ব্রাহ্মদিগের কুআচরণে যখন পিতৃমাতৃ [illegible] প্রাণ সংশয় নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ইহারা ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী গণ্য হওয়া

দূরে থাকুক, ঈশ্বর পক্ষ মাত্র করিতেই একান্ত অন-
ধিকারী যে হেতু জগদীশ্বরের সর্ব্বাদি নিয়ম কৃতজ্ঞতা
বৃত্তির আদেশানুসারে পিতৃমাতৃ-ভক্তি ও তদাজ্ঞা পা-
লন তৎপর হওয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ-মূলক প্রথমা-
দেশ যাহা প্রতিপালন না হইলে সংসারের দৃঢ়বন্ধন
ও স্থায়িত্ব সম্ভাবনাই নাই, যাহা সমুদয় জাতি সাধা-
রণ এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মাত্রে ঐকবাক্যে পরিপালন
করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধাচারী
বিদ্রোহীরা আপনাদিগকে যে ঈশ্বর-পরায়ণ ধার্ম্মিক
বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত হয় না ইহা
কেবল বালক স্বভাবের পরিচয় মাত্র; যদিও প্রস্তা-
বিতরূপে সংঘাতিক অপকর্ম্ম করিয়াও চপল স্বভাব
বশতঃ বালক ব্রাহ্মেরা লজ্জা ভয়ের অনধীন
থাকা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঈদৃশ মহাপাতক জন্য ইহা-
রদিগের যে কি গতি হইবেক, তাহা ভাবিয়া মদীয়
হৃদয় একান্তই শুষ্ক হইতেছে।

হে বালক ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! তোমরা যুক্তি সঙ্গত
প্রবোধ ধারণ ও গ্রহণে নিতান্তই অনধিকারী,
সুতরাং তদ্রূপ যুক্তিময় প্রবোধ অথবা মাতৃ-

মাহাত্ম্য তোমারদিগের নিমিত্ত একান্তই নিষ্ফল অতএব তোমারদিগকে এইমাত্র স্মরণ দিতেছি যে যে পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলে না, এবং জননী সকাশে অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্রীড়ারত ছিলে, তৎকালে অন্য বলবান্ বালক কর্ত্তৃক প্রহারিত ও দরদরিত নয়নজলে প্লাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে যাঁহার নিকট গমন করিতে এবং যিনি নেত্রনীর অঞ্চল দ্বারা বিমোচন পূর্ব্বক ক্রোড়দেশে ধারণ করতঃ বিপক্ষ দলনে অগ্রসর হইতেন অথবা কৃপণ ও কোপন স্বভাব নিষ্ঠুর প্রকৃতি পিতার মূল্যবান্ প্রিয় দ্রব্য নষ্ট করণান্তর তাঁহার বিপরীত ক্রোধ দৃষ্টে যখন জীবন সংশয় বিপদ সাগরে মগ্ন এবং ব্যাকুল হইতে তখন বর্ম্মের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য অজস্র তিরস্কার অলঙ্কার স্বরূপে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তোমার-দিগকে যিনি বারম্বার রক্ষা করিয়াছেন এবং যাঁহার গর্ভে অবস্থান কালীন যাঁহার ভুক্তামরস পান করত এক শরীর নির্ব্বিশেষে জীবন ধারণ করিয়াছিলে, অপিচ যিনি শতদোষী হইলেও

জানাইতে বাধিত হইলাম যে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রণালীতে সম্পাদন করিতেছ, তদ্দৃষ্টে ঐ ধর্ম্মকে ঈশ্বর আরাধনার লাভে অথবা পরিত্রাণের কারণ বলিয়া প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ জ্ঞানি মহাত্মারা কদাপি স্বীকার করিতে পারেন না সুতরাং উক্ত ধর্ম্ম ইহপর-কালের জন্যই নিরর্থক ও অশান্তিজনক অতএব ঐ ধর্ম্ম ফলজনকত্বে গণ্য না হইয়া দেশ বিপ্লাবক বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইতেছে এমতস্থলে কথিত ধর্ম্ম প্রচলন দ্বারা অনেক দলপতির অভিমানাত্মক সামান্য লাভ বিনা অন্য অনুষ্ঠাতা মাত্রের কোন ফল বা লাভের সম্ভাবনা একেবারেই নাই বরং একান্ত নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় অনুষ্ঠান জন্য অগ্নিময় নরক পথের পথিক হওয়াই ইহার প্রকৃত পরিণাম।

কি পাপ যাহারা উল্লিখিত রূপে স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক অমার্জ্জনীয় অঘময় অসদাচরণ করিয়াছে ও করিতেছে তাহারাই আবার অম্লান বদনে প্রগল্ভ সহকারে প্রকাশ করিয়া থাকে যে, যবনাস্ত্র অস্ত্রাদি সূত্রে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করাতে ধর্ম্ম রক্ষা হইবার পিত্রাদির বিচ্ছেদ ও অসন্তোষ গ্রাহ্য যোগ্য

নহে, অথচ হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া এবং মিথ্যা প্রতারণাদি নিশ্চয় ধর্ম্ম সংহারক গুরুতর পাপাচরণ হইতে আংশিক রূপে বিরক্ত হওয়াও প্রমাণাভাব বাস্তবিকও উপাদেয় কুক্কুট মাংস ও ম্লেচ্ছ দ্বি ভক্ষণ অথবা কার্পাস সূত্র মাত্র উপনয়ন পরিবর্জ্জন কিম্বা ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ গৌরাঙ্গ পঙক্তি ভোজন এবং ব্যভিচার বিধবা বিবাহ প্রচলন করা যে রূপ অনায়াস সাধ্য, সহজ ও সুখপ্রদ ব্যাপার চরিত্র সংশোধন পূর্ব্বক মনের পবিত্রতা সাধন সে রূপ অনায়াস সাধ্য সহজ ও পার্থিব সুখকর বিষয় নহে। প্রত্যুত সাধারণ জনসমাজ তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কস্মিন কালেও সম্ভাবনা ছিল না এক্ষণেও নাই। এমত স্থলে ভ্রষ্টাচারীগণের প্রস্তাবিত উক্তি ধূর্ত্ততা মূলক কি না, পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন।

যদিচ জাত্যাভিমান প্রভৃতি অভিমানই মানবের ধর্ম্ম এবং তাহার কার্য্য পরজাতি পরধর্ম্ম পরগুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ঈর্ষা বিদ্বেষ এবং তাচ্ছ-ল্যাদির উৎপাদন করা এবং চরিত্রের জাতিভেদ

শূন্য সর্ব্বে সমদর্শী অরূপী একেশ্বর নিষ্ঠ সাধু পক্ষে জাবন্ত অভিমানই ত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা মনের ক্রোধ ক্ষমাদি অপনিয়ন্ত্রণ বিমোচন এবং বস্তুজাতাদির ইচ্ছামাত্রে সাধারণ অভিমান ত্যাগ সম্ভাবনা নিতান্তই অসম্ভব এবং উপ-পাপজনক সামান্য অভিমান পরিত্যাগ সূত্রে বিশেষ অভিমানের বশ্য হইলে বাস্তবিক অভিমান খর্ব্ব ও লাঘব না হইয়া বরং সমধিক প্রবলতা প্রাপ্তি নিবন্ধন মহাপাপেরই কারণ হয়, এ অবস্থায় আধুনিক লোকেরা যখন জাত্যভিমান ত্যাগছলে জ্ঞান ও বিদ্যাভিমানে মত্ত হইয়া অকারণে নিরপরাধ মহাগুরু ও মহোপকারী পিতা মাতা প্রভৃতির প্রতি অন্যায় ও নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিরোধাদি করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে তখন উপপাপজনক জাত্যভিমান রূপ সামান্য অভিমানের পরিবর্ত্তে মহাপাপ মূলক বিশেষ অভিমানে মগ্ন ও লিপ্ত হওয়াই প্রমাণ হইতেছে।

প্রকৃত অভিমানজনের ধর্ম্ম মন হইতে পরিত্যক্ত হওয়াই আবশ্যক তৎসম্বন্ধে লোক যেমন

অভিমানাত্মক কার্য্য যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং ভ্রম হইতে অভিমান ও তৎকার্য্য ঈর্ষাদি পরিচ্যুতে হইলে ধর্মের প্রতিপাদ্য অন্তর্যামি জগমাথের অগোচর থাকিবার সম্ভাবনাই নাই এবং অভিমান ত্যাগকথা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও কেবল সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন ও সন্তোষ সাধন করা ভিন্ন লোকানু রাগ জন্য নহে এতন্নিমিত্ত প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ নিরভিমানি মহাত্মারা একান্ত অভিমান শূন্য হইয়াও বাহ্য আড়ম্বরে বাধ্য হয়েন না যে হেতু লোকানুরাগ কল্পে বহ্বাড়ম্বর হইলেই অন্য প্রকার অভিনব অভিমানের অধীন হইতে হয় এজন্য তাঁহারা সমাজে প্রতিপত্তি লাভের বাসনায় একান্ত বিরত সুতরাং আপন আপন কৃত সদনুষ্ঠান ব্যক্ত ও প্রসিদ্ধ হইতে ভাল বাসেন না বাস্তবিক আধুনিক বাক্যেরাও যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পর ব্রহ্ম উদ্দেশে মুক্তি কামনায় ধর্ম্মাচরণ করিতে বাধ্য হইতেন তবে কখন এরূপ লোক দেখান আড়ম্বর ময় স্বৈরাচরণে লিপ্ত ও প্রবৃত্ত হইতেন না ফলতঃ ধর্ম্মাধিকারে অনধিকারী অদূরদর্শী বালক ব্রাহ্মেরা তুল্য চরিত্র

স্বদল সমীপে সাহস ও বাহাদুরি মূলক বিপুল প্রশংসা অথবা অভিনব কার্য্য প্রবর্ত্তন দ্বারা খ্যাতি লাভের লোভে অধৈর্য্য হইয়া অগ্র পশ্চাৎ বিচার বিবেচনা বিনা উল্লিখিত অপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই নিশ্চয় অবধারিত হইতেছে।

পরন্তু জবনান্ন ভোজন ও যজ্ঞসূত্র পরিবর্জ্জন মধ্যে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ রূপে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মনের অভিমান কিম্বা অন্য প্রকার দোষের নিরাকরণ সম্ভাবনা অত্যল্প যদি এরূপ ভ্রষ্টাচরণে মনের দোষ নিরাকৃত হইয়া পবিত্রতা সিদ্ধ হইত তবে যজ্ঞসূত্র ত্যাগি তুরুষ্কান্ন ভোগী প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষরকারি ব্রাহ্মদিগের ঈর্ষা বিদ্বেষাদি একান্ত ধর্ম্মনাশক প্রবল দোষ সমস্ত ও বিলয়প্রাপ্ত হইত এবং প্রবর্ত্তকগণের ঈর্ষা বিদ্বেষাদি রূপ অনিবার্য্য প্রজ্জ্বলিত দহনে দিক দাহ হইত না, এবং জ্ঞানের দ্বারা মনের দোষ নিবারিত ও পবিত্রতা সাধিত হইলে কার্পাস সূত্র মাত্র নওগুণে অভিমান ও অপবিত্রতা আকর্ষণ করিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে রাজা রামমোহন রায় ত্রিসন্ধ্যা

ধারণপূর্ব্বক ইংলণ্ড গমনে অধিকারি হইতেন না, অপিচ অপরিণামদর্শী ব্রাহ্মেরা কেবল মাত্র বাহা-ড়ম্বরা লাভার্থ উপপাপ প্রক্ষালন ছলে গুরুতর মহা-পাপ করিয়াও লোক মুখে অব্যাহতি প্রাপ্তি কাম-নায় মন ও মুখের সমতা সম্পাদন রূপ অকপট ধর্ম্ম-ভান প্রকাশ করিয়া থাকে, যেমন দিল্লির অধিপতি আরঙ্গজেব যাহা অকন্টকে রাজ্যভোগ করণ সংকল্পে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী দারা শেকোকে বিনাশ করা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াও লোকমুখে পরিত্রাণ পাইবার অভিসন্ধিতে সরার আশ্রয় গ্রহণ রূপ ধর্ম্মভান করিয়াছিলেন।

নবীন ব্রাহ্মেরা মিথ্যা প্রতারণা এবং হিংসা বিদ্বেষাদি ভয়ঙ্কর গুরুতর মহাপাপ অথচ ঈশ্বরের একান্ত অপ্রিয় যদি তাহা হইতে কথঞ্চিৎ রূপেও বিরাগ ও বিরক্তি প্রদর্শন করিত, তাহা হইলেও নিদান এক কথা ছিল যে ধর্ম্মের প্রধানাঙ্গ সম্পন্ন বিশুদ্ধ চরিত্র ব্রাহ্মেরা উপপাপময় সামান্য জাত্যভিমানের অনুরোধে কপটাচরণ দ্বারা অপূর্ণ ধর্ম্মাধিকারি হইতে বাধিত হইতে পারেন না,

কিন্তু যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের ভয়ানক ঈর্ষা বিদ্বেষানল অভিমানরূপ প্রবল অনিলে প্রজ্বলিত হইয়া দেশ ব্যাপ্ত ও বিস্তার হইবার দিক্ দাহ এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর ভক্তি একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে ও হইতেছে, তখন তাঁহারদিগের অনুগামি তাঁহারদিগের জ্ঞান ও মনোবৃত্তি, তপূর্ণ মানব লক্ষণ লোপামক্ষ পালকগণের পবিত্র চরিত্র হওয়ার আশা নিতান্তই আকাশ কুসুম তুল্য অলীক, অপিচ প্রবর্ত্তকগণের আচরণ দ্বারা কেবল ঈর্ষা বিদ্বেষ মাত্র প্রকাশ হইয়াছে এমত নহে, বরং গুরুমারা বিদ্যা পর্য্যন্ত বিদিত হইতে অবশিষ্ট থাকে নাই, তদ্ভিন্ন কারো কৌতুকাবহ নির্দোষ রসের অভিনয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহারা অকাতরে পিতা মাতা ও গুরু হিংসাতে কুণ্ঠিত মাত্র হয়েন নাই, তাহারাই আবার মীন হিংসা করেন না, ধন্য নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা এবং কোন নৃশংস দস্যু যাহার জীবন উপায়ের প্রধান অবলম্বনই মানব হত্যা ঐ পামর যেমন লোক বিমোহন জন্য হবিষ্যাদি হইতে এবং তিলক সেবা করিতে বাধ্য, সেইরূপ আধুনিক ব্রাহ্মেরাও

দর্গপুষ্টি ও সংগ্রহ সংকল্পে উক্ত মত কত্যাচারের অধীন ওবাধ্য হইয়াছেন কি না, বিজ্ঞ পাঠক মহামতিরাই অনুধাবন করুন।

বালক ব্রাহ্মগণের বালকত্বের পরিচয় প্রদর্শনার্থ ইহাও ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি যে ব্রাহ্মেরা হিন্দু প্রবর্ত্তিত বেদান্ত শাস্ত্রের একান্ত সম্পূর্ক বিহীন হইয়াও সম্পত্তি লোভে সপণপূর্ব্বক তদধীন থাকা স্বীকার করিতে অধে উর্দ্ধে কাহারো লজ্জা ভয় মাত্র করে নাই, অথচ অব্যবস্থিত ব্রাহ্মেরা আপন অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম প্রতিপাদক ব্যবস্থা অর্থাৎ যদ্দারা তাঁহারদিগের উপাস্য দেবতা ও উপাসনা প্রণালী এবং উপাসকদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানা যাইতে পারে এমত কোন গ্রন্থ প্রণয় ও হিন্দু নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম উপাসনা গত উপনিষদ বাক্যের পরিবর্ত্তন বিনা এবং নিরূপিত বিধান না থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মমতে অবৈধ উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন করাতে তৎসূত্রে উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইয়া আধুনিক ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা মতে যে অভিনব রাজ নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে

অভিলাষ ভিন্ন আর কি উপলব্ধি হইতে পারে।
উদ্ভিন্ন আধুনিক ব্রাহ্মেরা দলপতিত্ব কামনা
বিয়োছে স্বতন্ত্র দলস্থাপনানুরোধে ব্রহ্ম আরাধনার
একান্ত অনুপযোগী ও নিতান্ত বিরুদ্ধ হইলেও
অধিকারী অনধিকারীর বিচার বিতর্কবিনা ব্যভি-
চার ও অসদাচরণে প্রসিদ্ধ স্ত্রী পুরুষ দিগকে দল-
পুষ্টি সংকল্পে আশ্রয় দান দ্বারা দয়া বিতরণ
করাতে যেমন গুরুতর অপরাধে অপরাধী নির্ব্বা-
সিত কুচরিত্র লোক কর্ত্তৃক মরিশস্ দ্বীপের বসতি
হইয়াছে ও হইতেছে, সেইরূপ অশেষ পাপে পাপী
অসৎ-প্রকৃতি-লোক দ্বারা আধুনিক ব্রাহ্মদলেরও
অঙ্গপুষ্টি হইতেছে, এতদ্দৃষ্টে সাধারণ জন-সমাজ
বিতর্ক করিতেছেন যে, আধুনিক ব্রাহ্মদিগের সদৃশ
ভ্রষ্ট আচরণ দ্বারা কি কুকর্ম্মের প্রশ্রয় ও উৎসাহ
দেওয়া হইতেছে না? এবং ইহা দ্বারা কি ব্রাহ্ম-
দিগের দলপতিত্ব কামনা ও পৃথক দলস্থাপন
এবং তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মলোকের অভাব মোচনের অভি-
সন্ধি কি ব্যক্ত ও প্রকাশ হইতেছে না? কিন্তু সৌভা-
গ্যের বিষয় এই যে, পুরুষোচিত পুরস্কার বিহীন

বঙ্গদেশ বলিয়াই ঈদৃশ দেশ চলান যথেচ্ছাচার করিয়াও ব্রাহ্মেরা পার পাইতেছে, নচেৎ পুরুষ পুরস্কার প্রসিদ্ধ দেশে এরূপ ব্যভিচার ব্যবহার করিলে ব্রাহ্মেরা এতদিনে উচিত প্রতিকারের অধীন হইতেন সন্দেহ নাই।

যখন অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য লোকপোষিত কামনা ভিন্ন অন্য সদভিপ্রায়ের উপপত্তি হইতেছে না, এবং স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরাই ব্রহ্ম জ্ঞানের বিপরীত, বিপর্য্যয় হিংসা বিদ্বেষাদি পাপ তাপে একান্ত লিপ্ত ও মুগ্ধ, তখন জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ চরিত্র অসাধারণ জ্ঞানী সাধক সাধু হিন্দু প্রবর্ত্তিত পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানে অজিতেন্দ্রিয় অনাচাররত অন্য-বর্জ্জিত সামান্য জ্ঞানী স্বেচ্ছাচারী ব্রাহ্মেরা কোন মতেই অধিকারী ও উপযোগী হইতে পারে না, বরং তাহারদিগের প্রবর্ত্তিত অবস্থব অস্থল ধর্ম্মের অনিশ্চিত উদ্দেশ্য জন্য তাহাদিগকে সাধারণ ধর্ম্মাধিকারী মধ্যেও পরিগণিত করা যাইতে পারে না, সুতরাং হিন্দুরা তাহাদিগকে আর্য্য-সন্তান স্বীকার করিতে সমূহ লজ্জিত হওয়া

এবং তাহাদিগকে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ মধ্যে গণ্য করাই একান্ত সম্ভবপর বটে, প্রত্যুত লোকেরা ইহাও বলে যে, স্বতন্ত্র দল স্থাপন ব্যতীত দলপতিত্ব কামনা সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অসম্ভব, অপিচ পিতামাতা ও সমাজ হইতে পৃথক্ না হইলে স্বতন্ত্র দল স্থাপন হইতে পারে না, বিধায় আধুনিক ব্রাহ্মেরা অবিকসিত-জ্ঞান এতদ্ধান্ত অবোধ বালকদিগকে পিতামাতা ও সমাজ হইতে পৃথক ও বহিষ্কৃত করণ সংকল্পে জাত্যভিমান ত্যাগরূপ চাতুরিময় সকৌশল সদুপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক অভীষ্ট সাধনে নিশ্চয় সঙ্কল্প হওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে।

ফলতঃ বর্ত্তমান কালে দলপতিস্বরূপে প্রভুতা লাভের আশা নিতান্তই ভ্রমাত্মক, যে হেতু খৃষ্ট বা গৌরাঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় স্থায়ী ও অচল ভক্তি লাভের সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মেরাও যখন রোগ বা বিপদ উপসমোপযোগী অনুষ্ঠান বিমুখ, তখন সেরূপ ভক্তি ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা একান্ত বিরল, সুতরাং প্রবর্ত্তকগণের প্রস্তাবিত অসার কামনায় দেশ বিপ্লাবনময়

অসাধারণ গুরুতর বিভ্রাট ভিন্ন অন্য সার্থকতা মাত্র নাই, পরন্তু বালক রুচিকরী ক্রীড়াময় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যখন প্রবীণ লোক মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী না হইয়া নিতান্তই বালক-খেলার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও দলপতিগত মান্য ভক্তি একান্তই অস্থিরতর ও ক্ষণিক এবং সেই মান্য ভক্তিও কেবল পূর্ব্ব বাঙ্গালার অসভ্য অবোধ বালকগণের প্রতিই নির্ভর, এমতাবস্থায় অভিমানমূলক অতি যৎসামান্য ঘৃণিত লাভের লোভে দেশের এরূপ সাংঘাতিক অনিষ্টাপাতে নিশ্চয় সক্ষম হওয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্মভয় বিহীন অদূরদর্শী অপ্রাজ্ঞ নবীন লোক ভিন্ন ঈশ্বর ও ধর্ম্মভীরু বহুদর্শী প্রাজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা কখনও প্রশংক নহেন।

অপিচ প্রবর্ত্তকগণের বৃথা কামনা সূত্রে শত শত পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবগণের বক্ষস্থলে কৃপাণাঘাত হইবায় কেবল তাহারাই অপার শোক ও বিপদ সাগরে মগ্ন হইয়াছেন এমত নহে, বরং শত শত অবোধ বালকেরও ইহ পরকালের মাথা হইয়াছে অর্থাৎ নিরপরাধ পিত্রাদি অকারণে

জীবন সংশয় হইবায় পুত্রাদির পরকাল গরলময় বিশাল নরককুণ্ডে নিপতিত হইয়াছে অথচ বিদ্যা-বিমুখ বালকেরা হুজুকমদে প্রমত্ত হওয়াতে বিদ্যা শিক্ষার পক্ষেও একান্ত বিঘ্ন ব্যাঘাত হইবায় তাহা-দিগের ইহকালের মঙ্গলাশাও বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। প্রত্যুত পিতা পুত্র উভয় পক্ষেরই জীবন গত সুখ স্বচ্ছন্দতা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে ও হইতেছে, যেহেতু প্রস্তাবিত অত্যাচার সূত্রে উভয় পক্ষে ঈর্ষা বিদ্বেষ তথা অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্যতার প্রচুর পরিমাণে প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন পরস্পর বিবাদ কলহ এবং দলাদলী সমন্বয় এবং বিষয়াধিকার সম্বন্ধেও অনিবার্য্য গোলযোগ উপস্থিত হইয়া শত্রুতা ও বৈরতার প্রবল হেতু ও কারণ হওয়াতে কোন পক্ষেরই সুখ স্বস্তি মাত্র নাই, বরং সংসার যাত্রাই নিতান্ত বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে। কি পরিতাপের বিষয় যে যে সমস্ত পরিবারে দুই বৎসর পূর্ব্বে অবিচলিত শান্তি সুখ বিরাজমান ছিল, কৃতব্যাধি স্বরূপ দুষ্ট প্রকৃতি অবোধ সন্তান-গণের কুব্যবহারে সেই সমস্ত পরিবার জনগনের

দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, প্রত্যুত ঈশ্বর নির্দিষ্ট নৈসর্গিক নিয়মানুসারে একপক্ষে স্নেহ মমতা পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিরূপ অভেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন হইবায় উভয় পক্ষেরই অন্তর দাহের পরিসীমা থাকে নাই ও থাকিবেক না, তবে হুজুক প্রিয় কচি বালকেরা হুজুক মদে মত্ত থাকাতে যদিও আপাততঃ তত পরিতাপ ও অনুতাপ অনুভব করিতে পারে না বটে কিন্তু বয়ো বৃদ্ধি সহকারে নিরতিশয় বিষাদ ও অনুতাপের বৃদ্ধি হইয়া সংসার সুখের একান্ত অন্তরায় হইবেক সন্দেহ নাই। এইক্ষণে বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ প্রণিধান করুণ যে এরূপ দারুণ নির্দয় ও নিষ্ঠুর অথচ বিচিত্র কপটময় কার্য্য প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ সদয় সাধু হইতে হইতে পারে কি না। ঈশ্বর ও ধর্ম্মভয় বিহীন অদূরদর্শী ব্রাহ্মের দলপতিত্ব কামনা বিমোহে অথবা শোণিত উষ্ণতা নিবন্ধন যদিও বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্তু অসংখ্য পিতৃমাতৃ শোকাগ্নি মণ্ডল সংকল্প অবলম্বন করিয়া পাতার কোপাগ্নিগত হইলে প্রবর্ত্তক ও প্রচারক

গণ-সম্বন্ধে ভয়ানক বিপদ বিঘ্নের নিশ্চয় সম্ভাবনা সন্দেহ নাই।

পরন্তু অন্যতর দলস্থ ব্রাহ্মদিগের প্রায় কার্য্য ও অনুষ্ঠান কর্তৃকই অচল খ্রীষ্টভক্তি বিদিত হওয়াতে লোকেরা ইহাও সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, আধুনিক ব্রাহ্মেরা ইংরাজদিগকে প্রভূত ক্ষমবান্ ও বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী দৃষ্টে পার্থিব সৌভাগ্য মানসে তাঁহারদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্তি আশয়ে খ্রীষ্টগত অটল ভক্তি প্রদর্শন করিতে বাধিত হইয়াছে. বাস্তবিক সৌভাগ্যবন্ত লোকের অনুকম্পা প্রার্থি কামনায় স্বজাতি ও স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক উন্নতিশীল-জাতি ও ধর্ম্মের অধীন ও তদনুগত এবং উপাসক-স্বভাব-সুলভ অনুকরণব্রতী হইয়া অন্তিম নীচতা স্বীকার পূর্ব্বক কুক্কুরের ন্যায় প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতে বঙ্গীয় হিন্দুজাতি ভিন্ন এরূপ কাপুরুষ মানব বোধ করি পৃথিবীতে দ্বিতীয় জাতিতে নাই। ধিক্ সেই মানবদিগকে যাহারা আপন উৎপত্তিস্থান এবং জীবন রক্ষায় একান্ত অক্ষম সময়ে যে জাতি কর্ত্তৃক লালিত পালিত ও যে

জাতির সম্পূর্ণ সাহায্য সহায়তায় বিদ্যাজ্ঞান লাভ করত মানব মধ্যে গণ্য হইতে হয়, সেই জাতিগত মান ও গৌরব নিরপেক্ষ, বরং সেই অকৃতজ্ঞ মনুজগণের মানব জন্ম জীবনেই ধিক্, যে হেতু স্বজাতির মান গৌরব রক্ষা করাই মানব মহত্বের প্রধান অঙ্গ এ জন্য এবং স্বজাতি-প্রিয়তা ঈশ্বর নির্দিষ্ট নৈসর্গিক গুণের প্রভাবে অবনিজাত প্রায় জাতিই আপন আপন জাতি ধর্ম্মগত মান গৌরব রক্ষার্থ অকাতরে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন, বরং মানব মহত্বে মহীয়ান্ প্রকৃত মানবেরা উদরের জ্বালায় অন্য জাতির অধীনে চাকরি স্বীকার করিতে পারেন বটে কিন্তু জীবন সত্ত্বে অন্য জাতি কর্ত্তৃক স্বজাতি ও স্বধর্ম্মগত মান গৌরবের অণুমাত্র লাঘব ও অপচয়ও স্বীকার করিতে পারেন না, এমত স্থলে যে জাতীয়ের মানব মহত্ব এবং স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম গৌরব নিরপেক্ষ ক্ষুদ্রাশয় লোলুপ স্বভাব, তাহারা মানবাকার মাত্র, কার্য্যতঃ নিতান্তই পশু।

কি বিপদ! আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলে নবীন বালক ভিন্ন প্রবীণ লোকমাত্র নয়নগোচর হয় না অধিকন্তু প্রবর্ত্তকগণকেও বাঁধক্যাবধি বহুদর্শী প্রাজ্ঞ প্রবীণ বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না যে হেতু তাহাদিগের ও চপল কল্পনা জুনক পরিণাম বিবেকহীন স্বেচ্ছাচার ও অকর্ম্মাসক্ত অপঅনুষ্ঠানের বাহুল্য পরিচয় ও প্রমাণ হইতে অবশিষ্ট থাকে নাই, এমত স্থলে অব্যবহিত স্বেচ্ছাচারী সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত প্রবোধ অথবা সাধু উপদেশ সকলই জলে চিত্রাঙ্কন অথবা অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল ও নিরর্থক, সুতরাং তদ্রূপ প্রবোধময় উপদেশ দানে বিরত হইয়া প্রবর্ত্তক ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে কতিপয় বাক্য মাত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রস্তাব শেষ করা শ্রেয় বোধ করিলাম।

হে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও প্রচারক ভ্রাতৃগণ! আপনারা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে সর্ব্ব বিষয়ে দেশের উন্নতি সাধনই আপনাদিগের ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং নিশ্চয় সঙ্কল্প, কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য নিবন্ধন আপনাদিগের কার্য্য প্রণালী দ্বারা

আংশিক রূপেও উন্নতি না হইয়া যার পর নাই অবনতি, বরং দেশ উৎসন্ন হইবার মধ্যে সমাগত হইয়াছে। হে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! আপনারা যে সমস্ত কার্য্যকে দেশের হিতকর মনে করিয়া অবতারণা করিয়াছেন, কুসংস্কার পূর্ণ প্রাচীন লোকের দোষে সকলই বিপরীত ফলে পরিণত হইয়াছে, যদিও আপনাদিগের প্রবর্ত্তিত কার্য্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাধুদিগেরও নিতান্ত অরুচি-কর অথবা ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম বিরোধি বলিয়া একান্ত পরিগণিত নহে, তথাপি ঐ সমস্ত জাতিভ্রংসকর অনুদার কার্য্য একান্ত অধৈর্য্যতা সহকারে নিতান্ত অসামরিক হইবায় তদ্দ্বারা দেশের স্থুরপনেয় প্রতিকূল দুর্দশা ঘটনা হইয়াছে অথচ এরূপ ইতরানুষ্ঠান না করিলেও যখন ঈশ্বর সাধন মূলক প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাদৃশ বাধা বিরহের সম্ভাবনা মাত্র ছিল না তখন অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা বিনা হঠাৎ ঐরূপ ব্যভিচারাচরণ প্রচরণ পূর্ব্বক পিতা মাতা ও স্বজাতি স্বজন সহিত ভেদ বিচ্ছেদ করাতে নিতান্তই উদ্ধত ও ধৃষ্টতা স্বভাবের পরিচয় প্রদান এবং

অপরিণামদর্শীর ন্যায় নাসিকা রোগ আরোগ্য জন্য কণ্ঠচ্ছেদ করার প্রসঙ্গ তুল্য বিরূপ ও বিপর্য্যয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

হে প্রবর্ত্তক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ! পিতা মাতাদি কুসংস্কার বিশিষ্ট অবোধ ও অসভ্য হইলেও ঈশ্বর প্রদত্ত কৃতজ্ঞতা বৃত্তির অনুশাসনে নিতান্তই অত্যাজ্য বরং অসভ্যজ্ঞানে যে নরাধম পিতামাতাদিগকে ঘৃণা বা পরিত্যাগ অথবা তাঁহার দিগ হইতে পৃথক হওনাভিসন্ধিতে কৌশলময় অসদনুষ্ঠান করিয়াছে কি করিবেক সে পাষণ্ডেরা নিশ্চয়ই জগৎপাতা জগৎপতির নিরপেক্ষ শাসনে রসাতলগামী হইবেক সন্দেহ নাই। পরন্তু যখন মহাসত্ত্ব ইংরাজেরা একান্ত সম্পর্কহীন বহুদূর-দেশস্থিত অসভ্য-জনপদের সভ্যতা বিকাশার্থ বহু আয়াস ও কষ্ট তথা গুরুতর ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অসভ্য দেশে উপনীত এবং সেই অসভ্য জনসমাজ কর্ত্তৃক জীবনান্ত হইয়াও ঐরূপ সাধু অধ্যবসায় হইতে বিমুখ বা বিরত হয়েন না, তখন আপনারা ইংরাজদিগের একান্ত অনুগত ও অনুকরণ তৎপর

হইয়াও একাঙ্গ স্বরূপ পিতামাতাদিগকে অবজ্ঞা জ্ঞানে বিদ্বেষ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা হইতে নীচতা ও অধমতার কার্য্য আর কি হইতে পারে?

কি পরিতাপের বিষয়! যে আপনারা ইংরাজদিগের অসাধু কার্য্যের অনুকরণে একান্ত অগ্রগণ্য অথচ সাধু কার্য্যের প্রতি দৃক্পাত মাত্র নাই, এতাবতা লোকেরা ইহাই বিতর্ক করিতেছে যে, আপনারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় স্থাপন উদ্দেশে বালকদিগকে পিতামাতাদিগের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা ও কুশিক্ষা প্রদান করাতেই বিক্রমপুরের এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে, সুতরাং আপনারা অমার্জ্জনীয় পাপময় অপরিহার্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন এতৎ সূত্রে লোকেরা ইহাও বলিয়া থাকে যে ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠিত গরলময় শোক-সঙ্কুল কার্য্য সমস্ত যদি দেশের উন্নতিকর বলিয়া গণ্য হয়, তবে নীলকর সাহেবেরা দেশের উন্নতি পক্ষে ব্রাহ্মদিগের নিকটে নিতান্তই পরাজিত হইয়াছে, যে হেতু ব্রাহ্মেরাও বালক ভুলাইয়া শত শত পুত্রবৎসলা জননীর ক্রোড়শূন্য করত তাহাদিগকে জীবন্মৃত

শোকাভিভূত এবং বালকদিগকে পিতা মাতা ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত পূর্ব্বক পিত্রাদির হৃদয়ে প্রাণনাশক বজ্রাঘাত করেন নাই. প্রত্যুত তাঁহারা যদিও স্বার্থপরতা ও নির্দ্দয়ত্বের পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই [illegible] তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের কোন ব্যক্তির [illegible] দেশ বিপ্লাবন হয় নাই অথচ তাঁহারা স্বদেশীয় লোকদিগকে স্বকার্য্যে নিয়োগ পূর্ব্বক প্রতিপাল-ন এবং নীল উৎপাদন করত ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করাতে দেশের উন্নতি সাধন করিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবেক কিন্তু আপনারা দেশের তিল-প্রমাণ হিত সাধন না করিয়াও হিমালয় সদৃশ অহিত ও অনিষ্ট করিবায় লোকেরা আপনারা-দিগকে দেশ হিতৈষী মিত্র মধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক বরং যেমন কোন সময়ে ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি গ্রীক প্রদেশান্তর্গত এথিনি নগর ত্রিংশৎ উপদ্রবীর শাসনাধীন থাকিয়া ব্যাকুল ও বিধ্বংশ হইতেছিল সেইরূপ নবীন ব্রাহ্ম-দিগের উপদ্রবে বঙ্গদেশ একান্ত উপদ্রুত হও-

যাতে লোকেরা আপনাদিগকেও উপদ্রবী আততায়ী শত্রু বলিয়াই পরিগণিত করিতেছে; অপিচ ইহাও বলিতেছে যে ব্রাহ্মদিগের কপটময় নিষ্ঠুরাচরণের সহিত তুলনা করিলে সভ্য ইংরাজজাতি পরাভব হওয়া বিচিত্র কি, বরং নিষ্ঠুর প্রকৃতি দুর্জ্জন মুসলমানেরাও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে; কারণ তাহারাও সকৌশল কপটাচরণ দ্বারা গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া ঈদৃশ দেশ উৎসন্নকর নিন্দিত কার্য্যে লিপ্ত হয় নাই।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যবনান্ন ভোজী উপবীতত্যাগী বালকেরা ঈশ্বর লাভে অধিকারী অথবা তাহাদিগের কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়াদি চারিত্রিক দোষ নিরাকৃত হইয়া চরিত্র সংশোধন হইয়াছে কি না? যদি এতদুক্ত বিষয়ের কোন অংশই সিদ্ধ না হইয়া থাকে তবে ইহারা ধূর্ত্ততাচরণ পূর্ব্বক যে পিতা মাতাদিগকে জীবনের জন্যই জীবনান্ত শোক সাগরে নিক্ষেপ করত স্বতন্ত্র দলাক্রান্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে পিতাপুত্র উভয় পক্ষেরই সংসার

গত সুখ স্বচ্ছন্দতা একেবারেই বিসর্জ্জিত হইয়াছে তাহা গুরুতর পাপ ও বিষম সন্তাপের কারণ হইয়াছে কি না? প্রত্যুত যে অনুষ্ঠান কর্তৃক চিরজীবনের জন্য পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম নিতান্তই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয় সেই কার্য্য বিশেষ জ্ঞান ও বিবেচনা সাধ্য অতি গুরুতর বিষয় কি না? এবং তদ্বিষয়ক বিচার মীমাংসাতে অপরিস্ফুট মনোবৃত্তি ও অনুজ্জ্বলিত জ্ঞান একান্ত অবোধ ও চপল স্বভাব বালকেরা অধিকারী হইতে পারে কি না যদি তাহারা নিতান্তই অনধিকারী গণ্য হয় তবে প্ররোচন ও প্রলোভনদ্বারা যাঁহারা এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তনা পূর্ব্বক দেশ উৎসন্ন করিতেছেন, তাঁহারা জগন্নিয়ন্তা সমীপে অমার্জ্জনীয় পাপে পাপী হয়েন কি না? এতদ্বিষয়ক বিচারের ভার আপনাদিগের প্রতিই অর্পণ করিলাম।

হে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক ভ্রাতৃগণ! আপনারা যবনান্ন অদনাদি যে সমস্ত অপ-

অনুষ্ঠান দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছেন তাহার প্রথ
প্রবর্ত্তক আপনারাও নহেন বরং বহুকাল পূর্ব
হইতে প্রবীণ লোক কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হই
আসিতেছিল এবং তাহা অনাড়ম্বরে সম্প
হইবায় ঈদৃশ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছি
না, কেবল বালকমতি অবোধ ব্রাহ্মেরা অ
কার্য্য রূপ কর্দ্দম লিপ্তাঙ্গে রাজপথে দণ্ডা
মান হওয়াতেই দেশ বিপ্লাবন হইয়াছে
হইতেছে। ফলতঃ সাধারণের হিতকর অ
সদুপায় উদ্ভাবন এবং দেশের মঙ্গলোন্ন
সাধন চিরকালই প্রবীণ বিনা নবীন লো
হইতে হয় নাই. এইক্ষণেও হইবেকনা ব
চপলস্বভাব নবীন লোকেরা বহ্বারম্ভ দ্বারা প্র
লিত সদনুষ্ঠানের প্রবল প্রতিবন্ধকতাচর
করিয়া থাকে সুতরাং তাহারদিগের দ্বা
প্রকৃত কার্য্য সাধন না হওয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বা
বিক ঈশ্বর পরায়ণ সাধারণ বান্ধব পরম জ্ঞা
উদার চরিত্র মহাত্মারা সাধারণের মঙ্গল ব
কোন সদুপায় প্রত্যক্ষ করিলেও তাহা অবি

নব রূপে প্রচার করিতে অগ্র পশ্চাৎ অনেক চিন্তার অধীন হইয়া থাকেন, যেহেতু পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মের পরিবর্ত্তে নূতন প্রণালীতে কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই সাধারণ জন-সমাজ জ্ঞানান্ধতা বশতঃ অকারণেও বৃথা গোল-যোগ উপস্থিত করা প্রকৃতি সিদ্ধ স্বভাব।

প্রত্যুত উদারমতি পরমজ্ঞানী সাধু মহাত্মারা সাধারণের মঙ্গলকর যে সদুপায় উদ্ভাবন করেন তদ্দ্বারা স্বয়ং তৃপ্তিলাভ অথবা সুখানুভবের প্রত্যাশা মাত্র করেন না। সদ্যই হউক সহস্র বৎসরান্তেই হউক এক মাত্র সাধারণের মঙ্গলই তাঁহারদিগের আন্তরিক উদ্দেশ্য ; এতন্নিবন্ধন খ্যাতি প্রতিপত্তি অথবা নামের জন্য তাঁহারা ব্যস্ত ব্যাকুল হয়েন না। ফলতঃ নামের নিমিত্তে যাহারা পাগল তাহারদিগের দ্বারা প্রকৃত কার্য্য সাধন হওয়ার সম্ভাবনাই একান্ত অসম্ভব, বরং নাম লোলুপেরা প্রাজ্ঞ হইলেও তাহারদিগের দ্বারা বালকত্ব প্রকাশ হয়ই হয় ; অপিচ যখন পরম বিজ্ঞ ইংরাজেরা বিদেশী ও

বিধর্ম্মী এবং একান্ত বিজাতীয় ও নিতান্ত সম্পর্কহীন হইয়া এতদ্দেশগত প্রচুর শুভকর সদুপায় প্রত্যক্ষ করিলেও তাহা নূতন প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত হইলে পাছে কুসংস্কার বিশিষ্ট লোকেরা গণ্ডগোল উপস্থিত পূর্ব্বক শান্তি ভঙ্গ করে তদাশঙ্কায় তাহা প্রচলন করিতে বিবিধ বিচার বিতর্ক বরং কাল সাপেক্ষ করিতে সমূহ বাধ্য হয়েন তখন আপনারা দেহ মাংস এবং পেটের সন্তান হইয়া দেশাচার বিরোধী দারুণ তীব্র দর্শন অভিনব কার্য্য অবতারণা করাতে কোন শঙ্কা সঙ্কোচ এবং সময়ের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া দেশ বিপ্লাবন করাতে কি আপনাদিগের স্বৈরাচার তথা ধৃষ্টতা ও বালকত্ব প্রকাশ পায় নাই এবং এতদ্দ্বারা আপনারা কি সম্পূর্ণ নিরয় ভাগী হয়েন নাই, বাস্তবিক ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্মারা অস্বার্থ উদার মতি এবং শান্তিপ্রিয় হওয়া প্রকৃতি সিদ্ধ স্বভাব, এতৎত্রয় গুণভ্রষ্ট মানব ঈশ্বর পরায়ণ মধ্যে কোন মতেই গণ্য হইতে পারে না। এমতাবস্থায় আপনারা

উল্লিখিত রূপে যথেচ্ছাচার ব্যবহার করাতে লোকেরা আপনাদিগকে ঈশ্বর নিষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা দূরে থাকুক আপনাদিগের ঈশ্বর ও ধর্ম্মভয় মাত্র থাকাই স্বীকার করিতে পারে না।

যদিও স্ত্রীপুরুষ গত আকার প্রকার এবং শারীরিক মানসিক বলাবল ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় বিদিত হইতেছে যে মহাজ্ঞানী পরমেশ্বর স্বয়ংই স্ত্রীলোক দিগকে পুরুষের অধীনে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করণোপযোগী লক্ষণে অর্থাৎ যুগল বন্ধনে বাধ্য প্রাণী মাত্রেরই স্ত্রীজাতিকে দৈহিক ও বুদ্ধিবলে দুর্ব্বল এবং সাহস হীন একান্ত ভীরু নিরীহ প্রকৃতি ও অসতর্ক স্বভাব অথচ অধিক পরিমাণে বিষয় তৃষ্ণা ও মায়ামোহ এবং লজ্জা ভয়াদির অধীন করত সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং স্ত্রী জাতীয়েরা যে পুরুষের অধীন এবং তুল্য অধিকার বিহীন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই তথাপি হিন্দু বিধবা সম্বন্ধে হিন্দু ব্যবস্থা বর্ত্তমান সভ্যাবস্থা দৃষ্টে নিতান্তই কঠিন ও নিষ্ঠুর বলিয়া নির্দ্দেশ হই-

তেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সময়ে হিন্দুব্যবস্থা প্রণয়ন হইয়াছে সেই সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের তুলনা করিলে দিবা রাত্রির ন্যায় প্রভেদ গণ্য হইবেক, যে তিমিরময় অসভ্যতা কালে হিন্দুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সে কালের মানবাকার পাশবাচারী মানবদিগকে শৃঙ্খল পূর্ব্বক সংসারে বাধ্য করা কত কষ্টকর দুরূহ ব্যাপার ছিল তাহা পরীক্ষা করিতে যদি কাহারো ইচ্ছা হয় তবে গারো পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক অসভ্য গারো লোকদিগকে সভ্য করিতে প্রযত্ন করিলেই বুঝিতে পারেন। অতএব পূর্ব্বগামী জ্ঞানবৃদ্ধ মহাজনেরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহার মাহাত্ম্যে পতিব্রতা ধর্ম্ম হিন্দু সীমন্তিনীগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবায় হিন্দু মহিলারা যেরূপ অপেক্ষাকৃত পতিপরায়ণা, পতিশুশ্রূষা পরতন্ত্রা ও ব্যভিচার দোষ বিরহিতা কোন কালে অন্য জাতিতে এরূপ কামিনী সংখ্যা অত্যল্প সন্দেহ নাই। এমত হলে বহুসহস্র শতাব্দী পরে দেশের

আলোকময় সভ্যাবস্থা ও ইঙ্গরাজ দৃষ্টান্ত দৃষ্টে যাহারা প্রাচীন ব্যবস্থাপক গণের প্রতি সাহস্কার উক্তিতে দোষারোপ ও অবজ্ঞা বর্ষণ করে তাহারা নিতান্তই পরিণাম বিবেক হীন সামান্য বোধ অর্ব্বাচীন। প্রত্যুত যখন হিন্দু মহিলাগণ ধর্ম্ম জ্ঞানে প্রস্তাবিত বিধি পালনে কায়মনোবাক্যে বাধ্য এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেও পত্যন্তর গ্রহণে সমূহ অসম্মত তখন বিধবা বিবাহ প্রচলন সঙ্গত হইলেও তদর্থ অধীর ও অস্থির হইয়া ব্যভিচার বিধবাবিবাহ প্রচলন করা কোন মতেই বুধ জনোচিত সঙ্গত কার্য্য স্বীকার করা যাইতে পারে না, যেহেতু কোন নূতন কার্য্য সদোষ প্রচলন হইলে ঐ কার্য্যে উত্তর উত্তর অধিক দোষেরই প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে। যেমন মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের দোষে অদ্যাপিও মুসলমান সন্তানেরা কলহ প্রিয় নিষ্ঠুর প্রকৃতি হয়ই হয়। অতএব অভিনব নিয়ম প্রচার করিতে বহু বিবেচনা ও ধৈর্য্যাবলম্বন অত্যাবশ্যক অথচ যে নিয়ম বিনা বাধায়

সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিয়া সাধারণ লোকের মনে একান্ত বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলেও অন্ততঃ শত বৎসর মাত্র অপেক্ষাপূর্ব্বক ক্রমে পরিবর্ত্ত করা দূরদর্শী পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত নহে।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! তোমরা প্রবীণ প্রাজ্ঞ লোকের ন্যায় ধৈর্য্যতো পূর্ব্বক সাধু প্রণালীতে ভদ্ররীত্যনুসারে বালিকা বিধবা বিবাহদ্বারা বিধবা বিবাহ প্রচলন, যাহা করিলে সাধারণের স্নেহ মমতা আপনা হইতেই আকর্ষণ হইয়া অনেকেরই অভিনব নিয়মের প্রতি অনুরাগ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, ঐরূপ যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগিরা স্বয়ং পরিত্যাগ না করিয়া আপন আপন সন্তানদিগকে উপনয়ন সংস্কার না করিলেই সহজে অভীষ্ট সাধন হইত অথচ এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়া দেশ বিপ্লাবন হইত না। যদ্যপি পিতামাতার বিরুদ্ধ না হইলে জাত্যাভিমানের চিহ্ন স্বরূপ নবগুণত্যাগ করা কথঞ্চিৎ রূপে ধর্ম্মের উপযোগী স্বীকার করিলেও করা

যাইতে পারে, কিন্তু সপরিবারে গোরাঙ্গ পংক্তি ও তুরস্কান্ন ভোজন ইত্যাদি ইতর অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্ম সাধনের কোন অঙ্গ সম্পন্ন হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা মাদৃশ সামান্য লোকের কার্য্য নহে প্রভুতে অবোধ বালকদিগকে প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট রূপ মহাপাতকে বাধ্য ও লিপ্ত করা ব্যতীত বাস্ত বিক ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না, কারণ বালকেরাও বিশ্বাস করিতে পারে না যে প্রতিজ্ঞা দ্বারা অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক অসতী সতী কৃপণ দাতা এবং তস্কর সাধু হইতে পারে যদি পারিত তাহা হইলে রাজকীয় বিচারে তস্ক-রাদিকে কারাবাসাদি দণ্ড না দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেই শান্তি রক্ষা হইতে পারিত।

যদিও কোন ব্রাহ্ম দ্বারাই প্রতিজ্ঞা পালন হইতেছে না এবং হইবেক না কিন্তু প্রথমতঃ বালকেরা ঐ প্রতিজ্ঞা সূত্রেই পিতা মাতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া থাকে অতএব হে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ভ্রাতৃগণ! মঙ্গল সঙ্কল্প জগৎ পাতার

অভিমতেই আপনাদিগকে সতর্ক করিতেছি যে আপনারা প্রত্তারিত অপ অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া নিরক্তি ও শান্তি পথে ন্যায় ও দয়া ধর্ম্মের অনুশরণ করুন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রাপ্তি কাল যে এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্ষ অতীতে সিদ্ধান্ত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে তদনুসারে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে অভিষিক্ত করিলে অপ অনুষ্ঠানের নিরসন হইতে পারে এবং আপনারাও মহাপাপ ও কলঙ্ক হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন কিন্তু চত্বারিংশৎ বর্ষের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হওয়াই আমাদিগের বাঞ্ছনায় তদ্ভিন্ন সমাজে গমন পূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ এবং চরিত্র সংশোধন অথবা শ্রবণ মননাদিতে লিপ্ত থাকাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই মাত্র পিতা পুত্রে ভেদ বিচ্ছেদ হইয়া দেশ উৎসন্ন না হয় ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নীরব হইলাম একণে খাঁহার মাহাত্ম্য

মহিমা বর্ণন এবং যাঁহার গুণ কীর্ত্তনই এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য তাঁহাকে লইয়াই আরব্ধ পুস্তক সমাপ্ত করিলে মধুরেণ সমাপয়েৎ বাক্যের সার্থক হয়, সুতরাং তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

হে সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামি জগতবল্লভ! তুমি জগৎময় হইয়াও ভস্মগত অগ্নির ন্যায় বিলুপ্ত ভাবে জীবগণের সমস্ত গুপ্ত চেষ্টাই বিনাবাধায় প্রত্যক্ষ করিতেছ। ফলতঃ তুমিতো দেখিতে সম্পূর্ণ অধিকারীই বটে, কিন্তু তোমার একান্ত অনুরক্ত ও অনুগত ভৃত্য তোমার অনুকম্পাময় প্রসাদগুণে প্রাপ্ত জ্ঞানাভাস মাত্র দ্বারাও বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছি যে অবনীজাত সাধারণ জনসমাজ যদিও ধর্ম্মাও তোমাকে লইয়া অনন্তখেলা ও অসংখ্য ব্যবসায়ের রচনা করিয়াছে, কিন্তু প্রায় কোন মানবই তোমার উদ্দেশে তোমার আরাধনা অথবা ভব বন্ধন বিমোচনার্থ তোমাকে প্রাপ্তি কামনায় তোমার উপাসনা করে না অথচ তোমাকে অবলম্বন করিয়া তোমার ধ্বনি দিয়াই পার্থিব নানা কামনা ও

অনন্য সঙ্কল্প সাধনার্থ বহুভাবে বিবিধ ব্যব-
সায় এবং কঠোর অত্যাচার ও ব্যভিচার দ্বারা
ধরণীর জন্য দারুণ দুঃখের হেতু ভূত হইয়াছে।
যদ্যপি ধর্ম্ম দৃষ্টি অভাব অথবা অজ্ঞান নিবন্ধন
কিম্বা পার্থিব কামনা বিমোহে তাহারা তোমার
নিরপেক্ষ নিয়মান্তর্গত সুশাসন উপলব্ধি করিতে
নিতান্তই অক্ষম কিন্তু তোমার অনুরক্ত পরম
জ্ঞানি সাধকেরা অনুক্ষণই নিরীক্ষণ করিয়া
থাকেন যে কোন মানবই আপন আপন অনু
মাত্র কৃত দুষ্কৃতিরও উচিত প্রায়শ্চিত্ত বিনা
নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে না এবং অণুপ্রমাণ
সৎকার্য্যের পুরস্কার হইতেও বঞ্চিত হইতেছে
না। ধন্য তোমার অসাধারণ মহান্ জ্ঞান এবং
ধন্য তোমার সর্ব্বময় শুভকর নিয়মকে। যে এমত
প্রকাণ্ড কাণ্ড বিশাল জগতের অতি বৃহত্তর
হইতে নিতান্ত ক্ষুদ্রতম পদার্থ পর্য্যন্ত কোন
বস্তুই তোমার ব্যাপক নিয়ম ও অমোঘ শাসন
হইতে বর্জ্জিত থাকে নাই, এজন্যই যে প্রবল
ভাগ্যধর সাধক তোমার প্রস্তাবিত অসামান্য

গুণ ও অনলস্পর্শী জ্ঞান সম্বন্ধে একবার মাত্র আন্দোলন ও সমালোচন করিয়াছে সে আর তোমাকে ক্ষণেকের নিমিত্তও বিস্মৃত হইতে পারে না।

হে নাথ! বঙ্গীয় হিন্দুকুলগত উপস্থিত বিপদ সহজ ও সামান্য নহে যে হেতু আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাতেই যখন পিতৃহিংসা, মাতৃহিংসা এবং গুরুহিংসাদি গুরুতর পাপকার্য্য দ্বারা মঙ্গলাচরণ হইয়াছে, তখন সেই ধর্ম্মের পরিণাম যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা তুমিই জান! ফলতঃ একান্ত অসঙ্গত অত্যাচার অত্যন্ত সীমায় উপনীত হওয়াতে নিশ্চয়ই ভরসা ও বিশ্বাস হইতেছে যে অচিরেই তোমা কর্তৃক বিহিত প্রতীকার ও প্রতিবিধান হইবেক, যেহেতু তুমি একান্তই দুর্ব্বলবৎসল পরন্তু দুর্ব্বল দুঃসাহস অথচ মানব মহত্ত্ব নিরপেক্ষ নীচপ্রকৃতি ভীরুস্বভাব এবং জীবনপ্রিয় বঙ্গীয় হিন্দুরা যদিও আত্মকলহরত এবং স্বজাতি ভাবে অনৈক্য বরং স্বজাতি আনুগত্য ও উন্নতি বিরত তথাপি পরজাতি

গত বিবাদে একান্ত ভীরু এবং পরজাতি অনু-
রক্ত ও অনুগত প্রকৃতি অথচ কার্য্য নিপুণ হি-
ন্দুরা পরজাতির সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে অক্ষম নহে
বরং বিশেষ পটু বলিয়াই গণ্য, ফলিতার্থে এই
রূপ জাতীয়েরা চিরকালই স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত
এবং ভবিষ্যতেও তাহার সম্ভাবনা একেবারেই
নাই সুতরাং এমত পরবল আশ্রয়বাধ্য পরা-
ধীন জাতি যদি দৈহিক ও মানসিক এবং বুদ্ধি
বলে বলবান্ অথচ দয়ার্দ্র নিরপেক্ষ ন্যায়পর
সুবিচারক অধিনায়কের অধীনে অবস্থিতি
করে, তবে অপ্রতিহত রূপে সুখ শান্তি ভোগ
করিতে পারে এই বিবেচনায়ই যখন শত শতা-
ব্দীর কিঞ্চিৎ অধিককাল হইল তুমি হীনবল
ইঙ্গরাজ বীর পুরুষের হৃদয়ে বিজয়ী সাহসরূপে
বর্ত্তমান থাকিয়া মানব রাক্ষস বঙ্গাধিপতি
নওয়াব সেরাজদ্দৌলার করাল গ্রাস ও বিকট
দশনান্তর্গত বঙ্গীয় দুর্ব্বল হিন্দুদিগকে পরিত্রাণ
পূর্ব্বক চিরনিকৃষ্টাবস্থাগত ঘৃণিত ও অনাদৃত
বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল ও মঙ্গল সাধন সঙ্কল্পে

বঙ্গরাজ্যকে মহানুভাব ইঙ্গরাজ জাতির কর-তল ও শাসনাধীনে সমর্পণ করিয়াছ, তখন হিন্দুকুল যে একেবারে নির্ম্মূল হইবেক কদাপি এমত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, কিন্তু বঙ্গ-রাজ্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বয়ং রাজা না হউন কোন কোন রাজপুরুষ এবং রাজপুরুষেতর ইঙ্গরাজেরা অনেকে তোমার মঙ্গলময় অভিপ্রায়ের মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম অথবা মানব স্বভাবসিদ্ধ অভিমান পরতন্ত্র হইয়াই হউক ইদানীং তোমার মঙ্গল সঙ্কল্পতা, স্বকীয় স্বার্থপরতা ও গর্ব্বিত ব্যবহার দ্বারা উল্লঙ্ঘন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং তাহারদিগের সঙ্গদোষে বঙ্গীয় অবোধ হিন্দুবালকেরাও অহঙ্কারময় ধৃষ্ট ব্যবহার কর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্যের দারুণ দুর্গতির কারণ হইয়াছে।

হে দুর্ব্বলবান্ধব করুণা নিধান জগৎপতি! তোমার নিতান্ত দুর্ব্বল প্রজা বঙ্গীয় হিন্দুগণ স্বাধীনতা এবং বীরতা ও বীররসে বঞ্চিত বলি-য়াই নবরঙ্গ বিপদধীন হইতে বাধিত হইয়াছে অর্থাৎ আদৌ স্বজাতীয় সধর্ম্মী রাজা অভাব

স্বজাতি ও স্বধর্ম্মগত শাসনভয় মাত্র না থাকাতে কোন নিয়মেরই স্থিরতা নাই এনিমিত্ত স্বজাতীয় ধর্ম্মবন্ধন একান্ত শিথিল ও তদান্দোলনে হিন্দুরা নিতান্তই বিরত হইবায় স্বীয়ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত হিন্দু বালকেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আবার প্রভুত ক্ষমতাশালী নিতান্ত বিদেশস্থ পরজাতি পরধর্ম্মি ইঙ্গরাজদিগের অনুরক্ত অনুগত বরং অনুকরণ ব্রতী হইবায় নানা ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া যদিও বাস্তবিক জ্ঞানে জ্ঞানী না হউক কিন্তু অন্য বিষয়ে চক্ষুরুন্মীলন এবং ইঙ্গরাজ সঙ্গ সহবাসে অধিকারী ও অর্থাগমের পথ পরিষ্কার হওয়াতে তৎগুণাভাব প্রাচীন লোকদিগকে অপদার্থ জ্ঞানে তাহারদিগের অধীনতা পাশ ও শাসনাধিকার একান্তই অতিক্রম করিয়াছে। তৃতীয়তঃ যাহারদিগের পিতা পিতৃব্য দশ পোনর মুদ্রার অধিক বেতন পায় নাই, তাহারা ইঙ্গরাজী ভাষার প্রভাবে প্রথমতই শত অথবা শতাধিক টাকা মাসিক ভৃতি লাভ করাতে দরিদ্রের ধন

লাভ অথবা পুত্তিকার পক্ষ উদ্ভেদের ন্যায় একান্ত গর্ব্বিত হইয়া স্বদেশীয় মানবদিগকে আর মানব বলিয়াই গণ্য করিতেছে না, বরং ইহারা ইংঙ্গরাজ জাতি অপেক্ষাও স্বদেশীয় মানবের প্রতি সম-ধিক ঘৃণাবর্ষণ করিয়া থাকে। অধিকন্তু স্বকীয় বলাবল এবং ক্ষমতার পরীক্ষা বিনা ইঙ্গরাজ সং সাজিয়া অভিনয় করিতে বাধিত হইয়াছে। কি বিপদ! অবোধেরা একবারও মনে করে না যে সৈনিক বিদ্যা ও আন্তরিক ক্ষমতা হীন মানবেরা বাহ্য আড়ম্বরময় সৈনিক বেশভুষা ধারণ করি-লেই সৈনিক ক্ষমতায় ক্ষমবান হইতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ মন্দচেতা বৃথা অনুষ্ঠানকারী মানবেরা বিজ্ঞ সমাজে নিতান্তই অবজ্ঞা ও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ বঙ্গরাজ্য নামে মাত্র এক রাজার অধীন বাস্তবিক বহু নায়-কাধীনে শাসিত হওয়াই প্রকৃত পরিণাম, সুত-রাং বহু নায়কাধীন রাজ্যের সুখশান্তি যে নিতান্তই অস্থিরতর ও নানা বাধা প্রতিবন্ধকের একান্ত অধীন তাহা বলা বাহুল্য। তাহাতে

আবার স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী সাত সমুদ্র অন্তর বহুদূরে অবস্থিতি করাতে রাজ প্রসাদ ও রাজ স্নেহ মমতা লাভের সম্ভাবনা এবং পারিবারিক ও সামাজিক সুখ দুঃখ গত অবস্থা সুগোচর করিবার জন্য উপায় মাত্র নাই, প্রভুত নিতান্ত বিধর্ম্মী তথা বিদেশী ও বিভাষী নিবন্ধন রাজ পুরুষেরাও অবগত এবং এদেশের প্রজার সম্বন্ধে সম সুখ দুঃখী নহেন। পঞ্চমতঃ বিদ্রোহী সন্তানগণের স্নেহে বাধ্য হইয়া বৈরনির্য্যা-তনেও হস্তপদ বদ্ধ সুতরাং বঙ্গীয় হিন্দুরা শঙ্কট রোগাভিভূত হইয়াছে। অতএব এ শঙ্কট রোগের প্রতীকারার্থ একমাত্র তুমিই নিদান, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নেত্রগোচর না হইবায় দুর্ব্বল নিরীহ স্বভাব হিন্দুদিগকে আমিও তোমার করুণা প্রান্তে অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হই-লাম।

হে নাথ! একান্ত অনবধান বশতঃ ত্বৎ-সমীপে যেরূপ অনাবশ্যক ও অসাধ্য সাধনার্থ অতি ভয়ঙ্কর গুরুতর প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হই-

য়াছিলাম ও যাহা সম্পাদন না হইলে লোকান্তর গমনে পর্য্যন্ত প্রচুর আপত্তি ছিল, আরব্ধ পুস্তক সমাপ্তি সীমায় সমাগত হইবায় বোধ করি ঐ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকিব, অতএব মদীয় চিরতপোনুষ্ঠান এবং মানব জন্ম ও জীবনের সফল ও স্বার্থক হওয়াতে অদ্য হইতে লোকান্তর গমন জনিত আপত্তিরও নিরশন হইল। যদিও আন্দোলিত ও আলোড়িত জ্ঞান সমুদ্রের তুলনায় এই পুস্তক গোষ্পদ মধ্যেও গণ্য নহে, তথাপি পরম নিয়ন্তা জগৎপতির অভিপ্রেত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত সত্য বিষয়েরই সূত্রপাত ও অঙ্কুররোপিত হইবায় বোধ হয় প্রতিজ্ঞা গত তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং এই পুস্তক সম্ভূত উপদেশ সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রায়ই মঙ্গলকর মূল্যবান বিষয় বটে, মানবেরা যদি এতাবন্মাত্র উপদেশকেই আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে অনুমোদন ও তদনুসারে আচরণ করে, তবে পৃথিবীর পাপ তাপ বিপদ বিঘ্নের নিঃশেষে নিরাকৃত হইয়া

ধরাতল স্বর্গ মণ্ডল বলিয়াই গণ্য হইতে পারে।

হে করুণাময় পরমবন্ধু! এরূপ অসাধ্য সাধন প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি লাভের আশা স্বপ্নেও করিতে পারি নাই, কেবল তোমার নির্ম্মল দয়া ও বিমল করুণা প্রসাদে এবং দ্বিতীয় বান্ধব যিনি মানবোপাসনা ও চাটুবাদ বিরত এবং যাঁহার অব্যবসায়ী ও অগর্ব্বিত স্বভাব প্রভৃত যিনি অনলস ও অভিলাষী বরং ব্যসন দোষমাত্র বির-হিত অবিকৃত অকৃত্রিম চরিত্র অথচ বেদ বেদান্ত এবং বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শী তাঁহার পবিত্র স্নেহময় সাধু সহায়তায় ঈদৃশ অনায়ত্ত অসম্ভব কার্য্যে কৃতকার্য্য ও সিদ্ধকাম হইয়াছি। এমত স্থলে অন্যকার আনন্দ ধরার ধারণের সম্ভাবনা একেবারেই নাই। হে দয়াময় ক্ষদেশ! ইহার বিনিময়ে তোমারদিগের সহিত কিরূপ সাধুব্যবহার করিব তাহা জানি না, অথচ ভাবিয়া স্থির করিতেও পারিতেছি না, যে হেতু দীর্ঘ-কাল অতীত হইয়াছে মদীয় গুণগত প্রীতিলুব্ধ চিত্ত তোমার দয়া ক্ষমা এবং ন্যায়পরতাদি

অবিকৃত বিশুদ্ধ গুণাবলিময় বিভূতি পক্ষে নিরু-পম পরম সৌন্দর্য্য জ্ঞান গোচর করিবা মাত্র হৃদয়, মন, প্রাণ, চিত্ত, এবং জ্ঞান ও প্রীতি সমস্তই তোমাকে অর্পণ করাতে যখন মদীয় ধন সম্পত্তি তুমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তখন তোমাকে কি ধন প্রদানে পূর্ব্বক কৃত কৃতার্থ হইব এমত কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, এবং যদিও তদাত প্রাণ হইয়া জীবিত রহিয়াছি ও প্রাণ মন প্রভৃতিতে মদীয় অধিকার মাত্র নাই, তথাপি পুনরায়ও প্রীতিপথে একান্ত মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অনন্তকালের জন্য তোমার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রীতিও কৃত-জ্ঞতা দ্বিতীয় বান্ধব সমীপে জীবনের নিমিত্তে ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা পাশে একান্তই বাধ্য ও বদ্ধ থাকিলাম।

হে সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্তবৎসল! এই পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কন বিষয়ক ঘটনাবলী স্মৃতি-পথারূঢ় হইলে নিশ্চয়ই বোধ হয় যেন তুমিই ইহার বাস্তবিক প্রণেতা, নচেৎ মাদৃশ ভাষা-

জ্ঞানহীন মানব কর্ত্তৃক ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ক মহাপুস্তক অবতারণা হওয়া নিতান্তই বিখ্যাত মূকের সংকীর্ত্তন অথবা প্রসিদ্ধ জন্মান্ধের পৃথিবীর মানচিত্র নির্ম্মাণ করার ন্যায় চমৎকারজনক অলৌকিক ব্যাপার ভিন্ন নহে। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে তুমি সমুদ্রে স্বর্ণপুরি এবং স্বর্ণপুরীতে সমুদ্র সকলই করিতে পার। পরন্তু তোমার ইচ্ছাতেই পুস্তক প্রস্তুত ও মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন সাহায্য অনায়াসে লাভ হইয়াছে, যাহা না হইলে পুস্তক প্রকাশ এবং প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভাবনা কোন মতেই ছিল না। এতন্নিবন্ধন নিশ্চয় রূপেই ভরসা হইতেছে যে এই পুস্তক গত প্রকৃত উদ্দেশ্যও সকল ও সার্থক হইবেক। কিন্তু ইতর বিশেষ সাধারণ লোক সমাজের ধন তৃষ্ণাময় নীচ স্বভাবাত্মক ব্যবহার দৃষ্টে সংশয়ের অপনোদন হইতেছে না; যদিও জ্ঞান ও সাধুচরিত্র, ধন ও পদ হইতে ন্যায়ানুগত যুক্তিপথেই সহস্রগুণে অধিক মান্য ও মূল্যবান, এবং মানব প্রধানতন্ত্রের প্রকৃত

কারণ, যেহেতু দুর্লভ পদার্থেরই সর্ব্বাধিক মূল্য হইয়া থাকে, এজন্য সমস্ত ধাতু হইতে দুর্লভ স্বর্ণেরই অধিক মূল্য, প্রত্যুত ধন হইতে জ্ঞান ও চরিত্র যে একান্ত সুদুর্লভ, তাহা অন্য প্রমাণ সাপেক্ষ নহে, কারণ ধন ও ধনী লোক সর্ব্বত্রই প্রাপ্তব্য কিন্তু পরমজ্ঞানী সাধুচরিত্র মানব প্রায় সকল স্থানেই অতি বিরল ও দুর্লভ এবং জ্ঞান ও চরিত্রদ্বারা সহজেই অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে কিন্তু যতধনই কেন কউক না ধনকর্ত্তৃক অমূল্য জ্ঞান ও সাধুচরিত্রতা লাভের সম্ভাবনা কোন প্রকারেই নাই। বাস্তবিক আদিম হিন্দুরা এই যুক্তিময় প্রকৃত নিয়মানুসারেই রাজা হইতেও পরম জ্ঞানী সাধু চরিত্র ঈশ্বর পরায়ণ মানবকে সাতিশয় মান্য এবং উচিত পূজা ভক্তি করিতেন, তদ্ভিন্ন ধরাতল গত অন্য কোন জাতিরই ঐরূপ ঈশ্বর অনুমোদিত যথার্থ ব্যবহার ছিল না, প্রত্যুত ইদানীন্তন নীচাশয় হিন্দু কুলেও ঐ প্রকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম ও [illegible] অর্থাৎ জ্ঞানী অপেক্ষা ধনী [illegible] কে

মান্য ও পূজনীয় হওয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে, ফলতঃ ইহা যে নিতান্তই যুক্তি বিরুদ্ধ এবং জগ-ন্নিয়ন্তার অনভিপ্রেত বরং অজ্ঞান ও লোলুপ স্বভাব মূলক হীন ব্যবহার তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উদাহরণই প্রদর্শন করিতেছি।

কুবের তুল্য অতুল বিভবশালী কোন শীল বাবুর ধনসম্পদের সহিত সুতীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন পরম বিষয় জ্ঞানী কোন প্রধানতম জজ বাবুর অর্থ সংগতি ও ঐশ্বর্য্যের তুলনা করিলে জজ বাবু নিতান্তই দরিদ্র শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু জজ বাবু স্বীয় জ্ঞান ও চরিত্র প্রভাবে স্বকীয় পদোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরম বিজ্ঞতার সহিত সুচারু রূপে সম্পাদন এবং বিশেষ জ্ঞান সাধ্য অসামান্য ব্যবহার তত্ত্ব-দর্শিতা ও চারিত্রিক ন্যায়পরতা গুণে নিরপেক্ষ সুবিচারক মধ্যে বাঙ্গালি দূরে থাকুক ইংরাজ দলেই অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সুতরাং জজ বাবুকে হিন্দুকুল ও বঙ্গরাজ্যের অহঙ্কার স্বরূপ স্বীকার করিলেও বোধ করি অত্যুক্তি

দোষে দূষিত হইতে হয় না, অপিচ যাহার অসীম অশঙ্কর প্রাজ্ঞতা গুণে ইঙ্গরাজ সমাজে বাঙ্গালী দিগের কান মান রক্ষা হইয়াছে। এই ক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে কুবের তুল্য ধনী শিলবাবুর দ্বারা জজবাবুর অভিজ্ঞান সাধ্য অসাধারণ প্রাজ্ঞতা মূলক কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না? অথবা শীলবাবু আপন সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে জজবাবুর অসাধারণ জ্ঞান ও অসামান্য ক্ষমতায় অধিকারী হইতে পারেন কি না? যদি বল পারেন না, তবে ধন ও পদ হইতে জ্ঞান ও সাধু চরিত্র মূল্যবান ও পূজ্যাস্পদ বলিয়া নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হওয়াতে কাহারো সংশয় ও আপত্তি মাত্র থাকিল না, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, যখন সর্ব্বসাধারণ মানবই ধনলোলুপ দীন স্বভাব, তখন কি রাজা কি প্রজা কি ধনি কি দরিদ্র কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি পুরুষ কি স্ত্রী কি বৃদ্ধ কি বালক প্রায় সকলেই একবাক্যে ধনদাস; সুতরাং ইহারা জ্ঞান, চরিত্রের বাধ্য না হইয়া নিতান্তই ধনী ও

পদস্থ লোকের মুখাপেক্ষী, এতন্নিমিত্ত নিতান্ত জ্ঞান হীন পশুবৎ ধনী ও পদস্থ অথবা কোন রূপে বিখ্যাত মানবের অকর্ম্মণ্য প্রলাপ উক্তির প্রতিও একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ণপাত এবং তাহা ধারণ ও গ্রহণ করিতে আগ্রহাতিশয় যত্নবান হয়। পক্ষান্তরে দরিদ্র অথবা অপদস্থ অবিখ্যাত মনুজ শত নিরপেক্ষ পরম জ্ঞানী হইলেও তাহার অকাট্য যুক্তিযুক্ত বেদ তুল্য সম্পূর্ণ সত্য অথচ পরম হিত জনক মূল্যবান উপদেশকেও অনাদর ও অবজ্ঞা করা সাধারণ জনপদের প্রকৃতি সিদ্ধ স্বভাব। পরন্তু অনেকেই অজ্ঞান স্বভাব সুলভ তামসিক চরিত্র, সুতরাং আলঙ্কারিক বাহ্য শোভা মুগ্ধ এমতস্থলে মাদৃশ দরিদ্রে জনের যখন রাজ্য ও রাজত্ব, ধন ও সম্পদ, মান ও সম্ভ্রম, পদ ও মর্য্যাদা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কিছুই নাই প্রযুক্ত মদ্র-চিত পুস্তক নিতান্তই বাহ্য শোভা ও অলঙ্কার বিহীন, তখন মদুক্তি শত সহস্র জ্ঞান গর্ভ অথচ পরম হিত জনক হইলেও যে কেহ তদ্

প্রতি শ্রুতি বা নেত্রপাৎ করিবেক, এমতাশা নিতান্তই দুরাশা মধ্যে গণ্য সে যাহা হউক যদি মনুজেরা মৎ প্রণীত জ্ঞানময় পরমসত্য হিতোপদেশ যাহা ধারণা হইলে ইহ পর-কালিক সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্ভাবনা, তৎপ্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা নাও করে এবং এতদ্দ্বারা তাহা-দিগের কোন হিত নাও হয়, তাহাতেও মদীয় ক্ষোভ দুঃখের হেতু অভাব, যেহেতু কতিপয় কারণ বশতঃ মদীয় অপার আনন্দ ও একান্ত শ্লাঘার অপলাপের সম্ভাবনাই নাই। প্রথমতঃ অতি উৎকৃতর মহা প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে বিমুক্তি লাভ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ করুণাময় প্রেমাধার প্রীতি লোলুপ পরম বন্ধুর মাহাত্ম্য মহিমা বর্ণন ও গুণকীর্ত্তনই মদীয় জীবনের পর-মানন্দের প্রধান সাধন ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা বাহুল্য রূপে সম্পাদন হইবায় মদীয় অল্প জীবনেরই স্বার্থক হইয়াছে। তৃতীয়তঃ এই পুস্তক প্রণয়ন হওয়াতে ঈশ্বরদত্ত অধিকার-অনুসারী অথচ ঈশ্বরাদিষ্ট একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম

নির্ব্বাহ হইবায় নিতান্তই নিরপরাধী এবং কর্ত্তব্য পরায়ণমধ্যে গণ্য অথচ কর্ত্তব্য অবসানে অবকাশ প্রাপ্ত হওয়াতে মদীয় মানব জন্ম নিরর্থক না হইবায় একান্তই চরিতার্থ হইয়াছি।

হে ক্ষমানিধি করুণাসাগর! যখন জগৎময় সর্ব্বব্যাপী মহান্ জ্ঞানই তোমার প্রাণ এবং বাধা প্রতিবন্ধক হীন অদ্বিতীয় তুরীয় চৈতন্যই তোমার জীবন, প্রত্যুত ন্যায়পরতাই তোমার অস্থি, দয়াই তোমার মাংস, সত্যই তোমার শোণিত, প্রীতিই তোমার চর্ম্ম এবং ক্ষমাই তোমার স্বভাব; তখন যে অসাধারণ জ্ঞানী সাধক এইরূপে তোমাকে বিলোকন করে ও জানে, সে আর অবোধের ন্যায় পুনঃ রায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারে না, পরন্ত যখন তুমি নিতান্তই মঙ্গল সঙ্কল্পা, অন্তর্যামী, সর্ব্বশক্তিমান অথচ প্রার্থনার পূর্ব্বে সমস্ত কাম্য বস্তুই উৎপাদন করিয়াছ, তখন তোমার অজ্ঞেয় ও অগোচর কি আছে, যে তোমার নিকট প্রার্থনা

করিব এবং জানাইব, কিন্তু হে ভয়ভঞ্জন! পতিত-পাবন! আর্ত্ত ব্যক্তিরা তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ ও অন্ত-র্যামী জানিয়াও আর্ত্তস্বভাব সুলভ কামনায় বিরত থাকিতে পারে না সুতরাং হে প্রেমময় সর্ব্বেশ্বর! তোমার প্রীতিশরে বিদ্ধ একান্ত অনু-রক্ত অনুগত দাস যে অপরাধিশ্রেণীযুক্ত হইয়া বিচার স্থানে উপস্থিত হইতে একান্ত ভীত ও অত্যন্ত শঙ্কিত, তাহা তোমার অগোচর নাই অতএব সেই মহা ভয় হইতে সতত রক্ষা কর, ইহাই অন্তিম প্রার্থনা।

হে পরিত্রাতা দীনবন্ধু দীননাথ! তোমার ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট কলেবর না থাকাতে তোমার প্রয়োজন মাত্র নাই এবং রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি তথা অবনিজাত বিচিত্র চরিত্র পশুর অনা-তর ইতর মানবগণের কুসঙ্গে সহবাস করিতে বাধ্য না হইয়াও স্বরূপ জ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞত্ব গুণে প্রয়োজনের অভাব তথা রোগ তাপাদি এবং অসৎসঙ্গজনিত জীবন সংশয় অপার দুঃখ কিছুই তোমার অবিদিত ও অগোচর থাকায়

সম্ভাবনাই নাই। যদিও বৈজ্ঞানিক লক্ষণ যুক্ত তোমার একান্ত অনুরক্ত ও প্রিয় অথচ অসাধারণ জ্ঞানী সাধুসঙ্গ লাভ হইলে এই নরক তুল্য ভয়ঙ্কর পৃথিবীই আনন্দ কানন স্বর্গধাম গণ্য হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন এত দীর্ঘকাল অর্থাৎ ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত একান্ত লালায়িত হইয়া দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়াও দুরদৃষ্ট দোষে এক জন মাত্র অভিমত সাধুসঙ্গ লাভ হইল না, তখন নিতান্ত সায়ংকালে যে তল্লাভ দ্বারা কৃতকৃতার্থ হইব, এমতাশা স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের ন্যায় অলীক ও অমূলক ভিন্ন নহে। তদ্ভিন্ন প্রকৃত প্রস্তাবে যে মানব তোমার বাস্তবিক সাধন তৎপর এবং তোমার আদেশ ও উপদেশের একান্ত অধীন ও একতানমনে অনুগত ও অব্যবসায়ী সাধক তৎসম্বন্ধে যে তোমার ব্যবসায়ময় পৃথিবী চিরকালই একান্ত বিরোধী ও নিতান্ত অনুপযোগী, বরং ভয়ঙ্কর বিপদস্থান, তা তুমি বিলক্ষণ রূপেই অবগত আছ, কিন্তু অনুগ ভৃত্য জ্ঞাত নহি যে এই ধরাতলে মদীয় আ

প্রয়োজন অবশিষ্ট আছে কি না? এতন্নিবন্ধন দিগু প্রার্থনা করিতে পারি না, তথাপি বাধা বিচ্ছেদহীন তৎ সহবাস লাভ উপযোগী লোকান্তর গমন যাত্রায় যাত্রিক হইয়া প্রত্যাদেশ সাপেক্ষে যাত্রিকি প্রণাম করিতেই প্রস্তুত থাকিলাম এবং এই স্থানেই প্রক্রান্ত পুস্তকও সমাপ্ত করিলাম।

সম্পূর্ণ